Year 11 | Issue 33
18 -24 OCTOBER 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ৩৩
৩ কার্তিক ১৪৩১
১৪ রবিউসানি ১৪৪৬হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

RÜYAM
Turkish Restaurant
230 Commercial Rd
London E1 2NB
T: 020 7780 9733
M: 07393 611 444
Private Hall hire for small party
মনোমুগ্ধকর পরিবেশে ভিন্নস্বাদের খাবার

টাওয়ার হ্যামলেটসে ড্রাগ অপরাধে ১ বছরে আটক ২,২৮৯

প্রতিরোধে নতুন কৌশল

- কেনাবেচার চেইন ভেঙে দেওয়া হবে
- বিশ্বমানের চিকিৎসা ও পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা
- মাদকের চাহিদায় প্রজন্মগত পরিবর্তন আনা

দেশ ডেস্ক, ১৮ অক্টোবর ২০২৪ ঃ টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল মাদক অপব্যবহার প্রতিরোধে নতুন কৌশল চালু করেছে, যা কমব্যাটিং ড্রাগ পার্টনারশিপের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে। এই উদ্যোগটি স্থানীয় পুলিশ, স্বাস্থ্য বিভাগ, কমিউনিটি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ধর্মীয় সংগঠনগুলোর সাথে মিলিত হয়ে মাদক অপব্যবহার ও মাদক সরবরাহ মোকাবেলা করবে।

গত ১৫ অক্টোবর মঙ্গলবার টাউন হলের গ্রোসার্স উইংয়ে আয়োজিত কৌশলপত্র উপস্থাপন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলের কমিউনিটি সেফটি বিষয়ক লীড মেম্বার, কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী। অনুষ্ঠানে টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র লুৎফুর রহমান, সেন্ট্রাল ইস্ট এর বিসিইউ কমান্ডার, ডিটেকটিভ চিফ সুপারিনটেনডেন্ট জেমস কনওয়ে, কাউন্সিলের পাবলিক হেলথ এর ডিরেক্টর সোমেন ব্যানাজি, নেইবারহুড পুলিশিং এর প্রতিনিধি জেওফ গ্রোহান বক্তব্য রাখেন।

কমবেটিং ড্রাগস পার্টনারশীপ নামের নতুন কৌশলে তিনটি স্থানীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে, যা জাতীয় স্তরের তিনটি মূল স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যেগুলো সব কমব্যাটিং ড্রাগ পার্টনারশিপের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে।

অগ্রাধিকার তিনটি হচ্ছে-মাদক সরবরাহ অর্থাৎ কেনাবেচার চেইন ভেঙে দেওয়া। বিশ্বমানের চিকিৎসা ও পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা প্রদান। মাদকের চাহিদায় প্রজন্মগত পরিবর্তন আনা।

টাওয়ার হ্যামলেটসে মাদক ব্যবহারের কারণে চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের সংখ্যা লন্ডনের মধ্যে সর্বোচ্চ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরে চিকিৎসা গ্রহণকারী ২,২৮৯ জনের মধ্যে ৫২ শতাংশ হচ্ছে ওপিয়েটস ব্যবহারকারী, যা লন্ডনে সর্বাধিক। আরও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো ৫০ বছর বা তার বেশি বয়সীদের মধ্যে মাদক ব্যবহারের চিকিৎসা গ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, যারা সময়ের সাথে সাথে আরও জটিল স্বাস্থ্য সমস্যার মুখোমুখি হবে এবং ক্রমশ খারাপ থেকে খারাপতর ---- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

৮ জাতীয় দিবস বাতিল
পাঁচটিই ছিলো শেখ হাসিনার পরিবারকেন্দ্রিক
- ২২ নং পৃষ্ঠা..

লন্ডনে একদিনে শত যুগলের বিয়ে
-- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

ria Money Transfer
Fast | Safe | Guaranteed
Send Money to Bangladesh
Bank Deposit | Cash Pickup | Mobile Wallet

Southeast Bank Limited
AB Bank
RUPALI BANK LIMITED
রকেট
JAMUNA BANK
BRAC BANK
bKash
নগদ
Download the Ria App

বর্ণাঢ্য আয়োজনে দশম বর্ষপূর্তি উদযাপন করলো লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি

লন্ডন, ১৮ অক্টোবর ২০২৪: বর্ণাঢ্য আয়োজনে লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি তাদের দশম বর্ষপূর্তি উদযাপন করলো। গত ৯ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানে স্কুলের সর্বস্তরের ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন । অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র লুৎফুর রহমান এবং হাউস অব লর্ডসের সদস্য ব্যারোনেস পলা মঞ্জিলা উদ্দিন। এই সন্ধ্যাটি বিগত দশ বছরে স্কুলের সাফল্যের পেছনে থাকা সকলের কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য এবং নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল উদাহরণ ছিল।

প্রধান শিক্ষক আশিদ আলী তাঁর বক্তব্যে স্কুলের প্রতি অভিভাবকদের এবং ছাত্রছাত্রীদের আস্থা ও সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান । তিনি তাঁর সহকর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করেন। স্কুলের শুরুর দিনগুলোতে যে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছিল, তা স্মরণ করে তিনি বলেন, এক সময় এখানে কোনো স্কুল ভবন, শিক্ষক বা ফলাফল ছিল না, আর আজ এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে, যা পরিবারগুলোকে একটি অতিরিক্ত মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ দিচ্ছে।

অনুষ্ঠানের অতিথি মেয়র লুৎফুর রহমান স্কুলের সাফল্যের প্রশংসা করেন এবং এর ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, “আমি আজ এখানে স্কুল, ম্যানেজমেন্ট এবং ছাত্রদের সমর্থন করতে পেরে আনন্দিত । আমি চাই আমাদের ছাত্ররা দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করুক, পেশাদার হোক, সফল ব্যক্তি হোক এবং তারা যেন ভবিষ্যতে পরামর্শদাতা এবং আদর্শ ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে। তার কথাগুলো সকলের অভিন্ন আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরে যে, ছাত্ররা আগামী দিনের নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন লন্ডন অ্যাসেম্বলি সদস্য উনমেশ দেশাই, কাউন্সিলর ফারুক চৌধুরী, লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা গভর্নর পিটার ম্যান ও অধ্যাপক সানাওয়ার চৌধুরী। অনুষ্ঠানে একাডেমির প্রাক্তণ সহযোগী প্রধান ডঃ মাইকেল হারফাম উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর সময়কাল সম্পর্কে উষ্ণ স্মৃতিচারণ করেন এবং স্কুলের সাফল্যের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, “এখানে কাজ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং আমরা এই বছর কিছু অসাধারণ ফলাফল অর্জন করেছি।”

২০২৪ সাল লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর ছিল, কারণ তারা কেবল তাদের দশম বার্ষিকী উদযাপন করেনি, বরং তাদের প্রথম গ্রাজুয়েট শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করেছিল । অনেক প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যেই ইম্পেরিয়াল কলেজ, ইউসিএল, কিংস, এলএসই, কুইন মেরি এবং অক্সব্রিজের মতো নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। গত কয়েক বছর ধরে লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি ধারাবাহিকভাবে চমৎকার জিসিএসই ফলাফল অর্জন করেছে এবং স্কুলটি ভবিষ্যতে এই সাফল্যের ভিত্তি আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে ।

স্কুলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ডঃ সোফিনা ছাত্রদের সাফল্যের জন্য গর্ব প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, “স্কুলের জন্য এই দশম বছর একটি বিশাল সাফল্য ছিল । আমরা আমাদের ছাত্রদের নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত। তারা টাওয়ার হ্যামলেটসের গর্ব এবং তাদের মাধ্যমে ছোটদের জন্য আদর্শ তৈরি হয়েছে।” তিনি স্কুলের সমৃদ্ধ বহির্ক্রমণ কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, নানা চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও, লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার বাইরে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিচ্ছে।

টাওয়ার হ্যামলেটস লেবার পার্টির নেতা কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলামও স্কুল কমিউনিটিকে অভিনন্দন জানান । তিনি বলেন, আমরা লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমির শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের চমৎকার কাজের জন্য অভিনন্দন জানাই এবং আশা করি তারা আরও উন্নতি করবে। আমরা ভবিষ্যতে আরও অনেক বার্ষিকী উদযাপনের অপেক্ষায় আছি।”

লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমির শিক্ষার্থীরা ইংরেজি, গণিত এবং বিজ্ঞানে চমৎকার অগ্রগতি করেছে । স্কুলটি শিক্ষার্থীদের বহির্ক্রমণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ দিচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে ডিউক অব এডিনবার্গ প্রোগ্রাম, বাসভ্রমণ, থিয়েটার এবং গ্যালারির মতো জায়গায় দিবা ভ্রমণ। স্কুলটি স্থানীয় সমাজের কল্যাণে বিভিন্ন দাতব্য সংস্থার জন্য অর্থ সংগ্রহ, টাওয়ার হ্যামলেটস ফুড ব্যাংকের জন্য খাদ্য সংগ্রহ এবং বাংলাদেশে শিক্ষাসামগ্রী ও পানির কূপ সরবরাহের মতো কার্যক্রমে সম্পৃক্ত রয়েছে । শিক্ষার্থীরা স্কুলের সুবিধাগুলো উন্নত করার জন্যও

নিজেদের সংকল্প দেখিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে নতুন খেলার মাঠের জন্য প্রচারণা, যা ২০২২ সালে প্রায় এক মিলিয়ন পাউন্ডের ব্যয়ে সম্পন্ন হয় এবং এই প্রকল্পের জন্য কোনো বাইরের তহবিলের প্রয়োজন হয়নি।

অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের এবং স্কুলের কর্মচারীদের প্রতি তাদের নিরলস প্রতিশ্রুতির জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানানো হয়। পাশাপাশি স্কুলের গভর্নরদের স্বেচ্ছাসেবী কাজের জন্যও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় । সন্ধ্যাটি শেষ হয় ভবিষ্যতের প্রতি আশাবাদ এবং গর্বের বার্তা দিয়ে, যেখানে প্রধান শিক্ষক উল্লেখ করেন যে, স্কুলের বর্তমান শিক্ষার্থী এবং প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরাই আগামী দিনের নেতা এবং আদর্শ হবে।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

বর্ণাঢ্য আয়োজনে নেবট্রা'র নতুন কমিটির অভিষেক

বর্ণাঢ্য আয়োজনে নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশি টিভি রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (নেবট্রা)-এর অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। নর্থ ইংল্যান্ডের ওলডহ্যাম শহরে ১৫ অক্টোবর মঙ্গলবার দ্য এম্পায়ার সুইট ব্যাংকুয়েটিং হলে অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রায় দুই শতাধিক ২১ নং পৃষ্ঠা

বরিসের টয়লেটে আঁড়ি পাতার যন্ত্র বসিয়েছিলেন নেতানিয়াহু!

দেশ ডেস্ক, ১৮ অক্টোবর ২০২৪: ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ২০১৭ সালে বাসভবনের টয়লেটে গোপন আঁড়ি পাতার যন্ত্র বসিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। জনসন জানিয়েছেন, নেতানিয়াহু যখন তার ব্যক্তিগত বাথরুমে প্রবেশ করেন ও বের হন, তখন -- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

কবে দেশে ফিরবেন তারেক রহমান?

দেশ ডেস্ক, ১৮ অক্টোবর ২০২৪: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা সব মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে সোচ্চার হচ্ছেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা। এ নিয়ে ইতোমধ্যে সংবাদ সম্মেলন করেছে বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম। দ্রুত মামলা প্রত্যাহার করা না হলে আন্দোলনের হুমকিও দিয়েছেন আইনজীবীরা। তবে দলটির শীর্ষ এই নেতা কবে দেশে ফিরবেন- এ নিয়ে জানতে উদগ্রীব নেতা-কর্মীরা। মামলা চলমান থাকায় তিনি দেশে ফিরতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন? নাকি মামলা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন? এ নিয়ে এক ধরনের ধোঁয়াশা রয়েছে।

গত ৫ অগাস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ও শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর বিএনপির নেতা-কর্মীদের অনেকেই ভেবেছিলেন তারেক রহমান হয়তো দ্রুত দেশে ফিরবেন। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রায় আড়াই মাস পার হতে চললেও তিনি কবে নাগাদ দেশে ফিরতে পারেন সেটি নিয়ে দলটির

নেতা-কর্মীদের মধ্যে এক ধরনের ধোঁয়াশা রয়েছে। তারেক রহমান কবে দেশে ফিরে আসবেন সেটি নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছেন না বিএনপি নেতারা।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান -- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

IFIC MONEY UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে
ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

50% DISCOUNT ON FEE
When you will use
promo code 'DESH'

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY
Authorised

আদালতের কাঠগড়ায় আয়নাঘরের হোতা জিয়া

ঢাকা, ১৬ অক্টোবর : সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসান বলেছেন, 'আয়নাঘরের মূলহোতা আমি? এসব কিভাবে বানান।

আমি আয়নাঘরের মূলহোতা নই। এসব আমার নামে বানানো মিথ্যা অভিযোগ।'

বুধবার আদালতে তিনি এসব কথা বলেন। নিউমার্কেট থানায় দায়ের করা একটি গুম ও অপহরণের মামলায় সাবেক এই সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। আদালতে তোলা হলে জিয়াউল আহসানের ব্যাপারে বিচারক সাইফুর রহমান জিজ্ঞাসা করেন, উনি কি অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা? তখন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বলেন, না অব্যাহতিপ্রাপ্ত নন, মূলত অবসরপ্রাপ্ত।

এরপর বিচারক মামলার তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেন, ওনার নামের পাশে অব্যাহতিপ্রাপ্ত লেখা আছে, এটা ঠিক করে দেবেন।

তখন বিএনপিপন্থি আইনজীবী বলেন, উনি মূলত অব্যাহতিপ্রাপ্ত। আয়নাঘরের মূলহোতা তিনি। বিগত সরকারের গুম-খুনের কারিগর।

বিএনপিপন্থি আইনজীবীর এমন বক্তব্যের প্রতিবাদে আসামিপক্ষের আইনজীবী বলেন, আয়নাঘরের হোতা বললেই হলো? এসব কই পান। তখন বিচারক বলেন, এখন তো শুনানির সময় না। আপনারা চুপ করেন।

এরপর নিউমার্কেট থানার মামলায় জিয়াউল আহসানকে গ্রেফতার দেখিয়ে বিচারক এজলাস ত্যাগ করেন। পরে বিএনপিপন্থি ওই আইনজীবীকে উদ্দেশ করে জিয়াউল আহসান বলেন, আয়নাঘরের মূলহোতা আমি? এসব কিভাবে বানান। আমি আয়নাঘরের মূলহোতা নই। এসব আমার নামে বানানো মিথ্যা অভিযোগ। পরে তাকে হেলমেট পরিয়ে হাজতখানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

১৯৯১ সালে জিয়াউল আহসান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। তিনি সেনাবাহিনীর একজন প্রশিক্ষিত কমান্ডো ও প্যারাট্রুপার। পরে ২০০৯ সালের ৫ মার্চ র‍্যাব-২'র উপ-অধিনায়ক এবং একই বছর লে. কর্নেল পদে পদোন্নতি পেয়ে র‍্যাব সদর দফতরের গোয়েন্দা শাখার পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পান।

পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতি পেয়ে ২০১৬ সালের এপ্রিলে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা পরিদপ্তরের (এনএসআই) পরিচালক হন। পরের বছরের মার্চে তাকে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) পরিচালক করে সরকার।

তবে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পরদিন আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, এনটিএমসি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

সিলেটে চিনি চোরাচালানের অভিযোগে আটক বিএনপির ২ নেতাকে বহিষ্কার

সিলেট প্রতিনিধি, ১৮ অক্টোবর ২০২৪: দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে আটক সিলেট মহানগর বিএনপির দুই নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গত সোমবার (১০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তাদেরকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়।

বহিষ্কৃত দুই বিএনপি নেতা হলেন- সিলেট মহানগরীর ২৫নং ওয়ার্ড কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. সোলেমান হোসেন সুমন (৪২) ও ২৬ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. আবদুল মান্নান (৪৩)।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলের নীতি, আদর্শ ও সংহতি পরিপন্থী অনৈতিক কার্যকলাপের জন্য বিএনপির প্রাথমিক সদস্যসহ সকল পর্যায়ের পদ থেকে স্থায়ীভাবে তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এদিকে অভিযুক্তদের কাছে প্রেরিত বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত সাংগঠনিক একটি পত্রে চিনি চোরাচালানিতে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাদেরকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

দুই নেতাকে বহিষ্কারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মিফতাহ সিদ্দিকী বলেন, যারাই এ রকম ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকবেন তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি যতই বড় নেতা হন না কেন সঠিক তথ্য পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা ইতোমধ্যে তাদেরকে বহিষ্কার করেছি। এবার কেন্দ্র থেকে তাদেরকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, রোববার (১৪ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে সিলেটের ওসমানীনগর উপজেলায় (সিলেট-ঢাকা) মহাসড়কের শেরপুর-সাদিপুর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ভারতীয় চোরাই চিনির ট্রাক

ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে সিলেট নগরীর ২৫নং ওয়ার্ড কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও দক্ষিণ সুরমার বারখলা রূপালি আবাসিক এলাকার মৃত ছানা মিয়ার ছেলে মো.সোলেমান হোসেন সুমন (৪২) ও ২৬ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও ভার্থখলার সোনালী আবাসিক এলাকার মৃত দিলু মিয়ার ছেলে মো.আবদুল মান্নানসহ (৪৩) ছয়জনকে আটক করে পুলিশে দেয় স্থানীয় জনতা। এ সময় ছিনতাইয়ে ব্যবহৃত দুটি মোটরসাইকেল, দুটি মাইক্রোবাস ও চোরাই চিনি ভর্তি ট্রাকটি জব্দ করা হয়।

গণঅভ্যুত্থানের কৃতিত্ব ছাত্র-জনতার, কোনো দলের নয় : জামায়াত আমির

সিলেট প্রতিনিধি, ১৮ অক্টোবর ২০২৪: জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, '৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের ক্রেডিট কোনো দলের নয়, এর ক্রেডিট শুধু ছাত্র-জনতার। ছাত্র-জনতা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে দেশকে ফ্যাসিবাদমুক্ত করেছে।' তিনি আরও বলেন, ২০০৯ সালে বিডিআর বিদ্রোহে ৫৭ জন মেধাবী সেনা অফিসারের ত্যাগ দিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ৫ আগস্ট হাজারো শহীদের রক্তের

বিনিময়ে ফ্যাসিবাদের পতনের মধ্য দিয়ে তা শেষ হয়েছে।

গত শুক্রবার (১১ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৩টায় সিলেটের দক্ষিণ সুরমার কুশিয়ারা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন হলে সিলেট মহানগর জামায়াত আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে এসব কথা বলেন জামায়াতের আমির।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, '৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে দেশে যে সাময়িক পরিবর্তন এসেছে, তাকে স্থায়ী রূপ দিতে সৎলোকের শাসন ও আল্লাহর আইন প্রয়োজন। যেখানে দল-মতের উর্ধ্বে সব নাগরিক সমান অধিকার ভোগ করবে। আমরা কাজের মাধ্যমে দেশবাসীর প্রকৃত ভালোবাসা অর্জন করতে চাই।'

শফিকুর রহমান বলেন, 'সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু ভেদাভেদ চাই না। এমন সমাজ তৈরি করতে হবে যেখানে মসজিদের মতো মন্দিরেও পাহারার প্রয়োজন হবে না।' কেউ সম্প্রীতি নষ্ট করতে চাইলে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের রুখে দিতে আহ্বান জানান জামায়াত আমির।

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও সিলেট মহানগরীর আমির মুহাম্মদ ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মোহাম্মদ শাহজাহান আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মহানগরীর কয়েক হাজার কর্মীর সমাগম হয়।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমীর মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন, কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য মাওলানা হাবিবুর রহমান, জেলা উত্তরের আমির হাফিজ আনওয়ার হোসাইন খান ও জেলা দক্ষিণের আমির অধ্যক্ষ

'সাগর-রুনি হত্যায় বিগত সরকারের প্রভাবশালী অনেকে জড়িত'

সিলেট প্রতিনিধি, ১৮ অক্টোবর ২০২৪: সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির বলেছেন, সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডে বিগত সরকারের অত্যন্ত প্রভাবশালী লোক জড়িত ছিলেন বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। শুধু সরকারের দায়িত্বে ছিলেন তা না, সরকারকে পাশে থেকে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নাম এসেছে। তদন্ত চলা অবস্থায় সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম বলায় আইনগত বাধা আছে। তাই বলছি না। তবে ইন্ডিকেশন (নির্দেশনা) আছে, ইশারাই যথেষ্ট। আমার মনে হয়, এই বাধা এখন আর নেই। সে জন্য নামগুলো আসতে আর অসুবিধা হবে না।

গত অক্টোবর রোববার সুনামগঞ্জ পৌর শহরের পুরাতন বাসস্টেশনের একটি হোটেল মিলনায়তনে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি। সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলায় গত ২৯ সেপ্টেম্বর বাদীপক্ষে আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনিরকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

২০১২ সালে সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ড হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রায় ১২ বছর পর একটি টাস্কফোর্স গঠন করে তদন্তের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদন জমার জন্য সময় দেওয়া হয়েছে ছয় মাস। আমি যুক্ত হওয়ায় প্রাথমিক নথি দেখার সুযোগ হয়েছে। মামলাটি যেহেতু তদন্তে আছে, তাই এখন কিছু বলা যাবে না। বেশ কিছু সেনসেটিভ (সংবেদনশীল) ব্যক্তির নাম আছে।

শিশির মনির আরও বলেন, আমার কাছে মনে হয়, এখন তদন্তটা প্রোপার ডাইরেকশনে (যথাযথ নির্দেশনা) আছে। যে জায়গায় গিয়ে থেমে গিয়েছিল, সেই

জায়গায় সরকার এখন আর কোনো বাধা দিচ্ছে না। যেহেতু বাধা দিচ্ছে না, তাই দু-একটা স্টেটমেন্ট আসছে। খুবই সেনসেটিভ স্টেটমেন্ট, খুবই সেনসেটিভ ইনফরমেশন (সংবেদনশীল তথ্য)। এ জন্য আমার কাছে মনে হয়, অগ্রগতি হবে প্রোপার লাইনে।

এই আইনজীবী বলেন, একটি গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট আছে; ডিএনএ রিপোর্ট। এই ডিএনএ সাগর ও রুনির গায়ে দু'জনের ডিএনএ শনাক্ত করা হয়েছে। এই দু'জন কে, সেটা খোঁজা হচ্ছে।

এক প্রশ্নের জবাবে শিশির মনির বলেন, অপরাধের সঙ্গে সাধারণত ব্যক্তিই জড়িত থাকে। তবে গণমাধ্যম, গণমাধ্যমের বাইরে সরকারের উচ্চপদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নামও এসেছে। এগুলো ক্রস চেক করতে হবে।

মতবিনিময় সভায় আরও বক্তব্য দেন সুনামগঞ্জ জেলা জামায়াতের আমির তোফায়েল আহমেদ খাঁন, নায়েবে আমির আইনজীবী শামসুদ্দিন আহমদ, সুনামগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি পঙ্কজ কান্তি দে, সাধারণ সম্পাদক এ আর জুয়েল, কার্যনির্বাহী সদস্য খলিল রহমান, দেওয়ান গিয়াস চৌধুরী, সাধারণ সদস্য মহসিন রেজা মানিক।

শাবি ছাত্রলীগের দুই নেতা গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি, ১৮ অক্টোবর ২০২৪: সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সহসভাপতি আশিকুর রহমান (আশিক) ও সাংগঠনিক সম্পাদক অমিত সাহাকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। এই দুজনই গত ১৮ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র

আন্দোলনে নিহত শিক্ষার্থী রুদ্র সেন হত্যা মামলার আসামি। পাশাপাশি তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে হামলার ঘটনার একটি মামলায় আসামি হিসেবে রয়েছেন।

গত ৮ অক্টোবর মঙ্গলবার বেলা আড়াইটায় র‍্যাব-৯-এর সহকারী পুলিশ সুপার মশিহুর রহমান সোহেল বলেন, ময়মনসিংহ সদর থেকে র‍্যাব-৯ ও র‍্যাব-১৪-এর যৌথ অভিযানে ওই দুই ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই দুই আসামিকে সিলেট মহানগরের কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গত ২১ মার্চ শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কমিটি গঠিত হয়। এতে সহসভাপতির দায়িত্ব পান আশিকুর। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগের ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। তাঁর গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের ত্রিশালে। অপর দিকে শাখা ছাত্রলীগের একই কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক পদ পাওয়া অমিত সাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহপরান হলের ৪২৩ নম্বর কক্ষের আবাসিক শিক্ষার্থী ছিলেন।

১৭ জুলাই হলে অভিযান চালিয়ে অমিত সাহার কক্ষ থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছিলেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। পরে অস্ত্রগুলো সিলেট মহানগরের জালালাবাদ থানায় হস্তান্তর করেছিল হল কর্তৃপক্ষ। তবে এ ঘটনায় কোনো মামলা দায়ের হয়নি।

এর আগে নাশকতার মামলায় গত ২৯ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহের ভালুকা থেকে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি খলিলুর রহমান ও ২৫ সেপ্টেম্বর নরসিংদীর রায়পুরা থানা থেকে সাধারণ সম্পাদক সজীবুর রহমানকে গ্রেপ্তার

Tower Hamlets Council

TOWER HAMLETS

Media and Engagement roles

1. Media and Engagement Officer (BAME) - Full Time

2. Media and Engagement Officers BAME – (digital content) - Part-Time roles x 2

3. Media and Engagement Officers BAME – (writing content) - Part-Time roles x 2

Contract Type: Permanent

Working Hours: 35 hours in total for each post (part time roles to make up 35 hours between them)

Salary: £51,099 - £54,135

Grade: K

Closing Date: Nov 5, 2024

Tower Hamlets Council is seeking Media and Engagement Officers to join our award-winning Communications Service. We have one full-time and four part-time roles, focused on digital content creation and writing communications.

We're looking for candidates with experience in media production, digital content creation, video editing, scriptwriting, and community engagement. Fluency in Bengali and understanding of Sylheti is essential. You'll play a vital role in engaging with our diverse communities, particularly the Bangladeshi population.

Join us and help improve lives in one of London's most vibrant and diverse boroughs!

For full details and to apply, visit:

Full-time role - https://lbth.alvius.net/2/roles/2480

Part-time roles - https://lbth.alvius.net/2/roles/2484

‘শেখ মুজিবকে দেশের মানুষ জাতির পিতা মনে করলে ৫ আগস্ট ভাস্কর্য ভেঙে ফেলত না’

(ছবি আছে ছবি নং-০৩)

ঢাকা, ১৬ অক্টোবর : ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, একটি দেশের জাতির পিতা কে হবে সেটা নির্ধারণ করবে সেই দেশের জনগণ, কোনো ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক দল না।

বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন।

শেখ মুজিবুর রহমানকে যদি দেশের মানুষ

জাতির পিতা মনে করতো তাহলে ৫ আগস্ট বিপ্লবী ছাত্র-জনতা তার ভাস্কর্য ভেঙে ফেলত না। শেখ মুজিব জাতির পিতা নয়, আওয়ামী ফ্যাসিজম প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রতীকী মাধ্যম।

এর আগে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা মনে করে না অন্তর্বর্তী সরকার।

সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।

বঙ্গবন্ধুকে আওয়ামী লীগ বিতর্কিত করেছে। তাকে আপনারা ‘জাতির পিতা’ মনে করেন কিনা এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ দল হিসেবে ফ্যাসিস্টভাবে ক্ষমতায় ছিল। মানুষের ভোটাধিকার হরণ ও গুম-খুন করে এবং গণহত্যা করে তারা ক্ষমতায় ছিল। কাজেই কারা তাকে জাতির পিতা বলল, তারা কোন দিবসকে জাতীয় দিবস ঘোষণা করল, নতুন বাংলাদেশে সেটার ধারাবাহিকতা থাকবে না। আমরা বাংলাদেশকে নতুনভাবে গঠন করতে চাচ্ছি। ফলে ইতিহাসের প্রতি আমাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনতে হবে।

সাংবাদিকদের উদ্দেশ করে নাহিদ বলেন, আপনারা যদি আওয়ামী লীগের করা সবকিছু মনে করেন জাতীয় জাতীয়..। ভোটবিহীন সরকারেরই কোনো বৈধতা নেই। সেই সময়ে অনেক কিছু করা হয়েছে। সবগুলোকে পুনর্গঠন ও পুনর্মূল্যায়ন করা হবে।

বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক মনে করে কিনা এ সরকার- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘অবশ্যই না’।

তাহলে আমাদের কোনো জাতির পিতা থাকবে না- এ প্রশ্নে তিনি বলেন, আমাদের এই ভূখণ্ডের লড়াইয়ের ইতিহাসে বহু মানুষের অবদান রয়েছে। আমাদের ইতিহাস কিন্তু কেবল ৫২তেই শুরু হয়নি, আমাদের ব্রিটিশবিরোধী লড়াই আছে, ৪৭ ও ৭১-এর লড়াই আছে, ৯০ ও ২৪ আছে। আমাদের অনেক ফাউন্ডিং ফাদারস রয়েছে। তাদের লড়াইয়ের ফলে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

ডাকাত থেকে এমপি
হাজার কোটি টাকার মালিক জাফর

ঢাকা, ১৬ অক্টোবর : এক সময় আন্তঃজেলা ডাকাত হিসাবে কুখ্যাত ছিলেন কক্সবাজারের চকরিয়ার জাফর আলম। আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যোগ দিয়ে হয়ে ওঠেন আরও ক্ষমতাধর। ২০১৪ সালে হাজারো সশস্ত্র সন্ত্রাসী ব্যবহার করে প্রকাশ্যে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে তিনি উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এরপর আশীর্বাদ পান শেখ হাসিনার। ২০১৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনে একই পন্থায় ভোট ডাকাতি করে সারা দেশে ফের আলোচনায় আসেন তিনি। আর এমপি হওয়ার পর চার বছরেই তিনি হয়ে ওঠেন হাজার কোটি টাকার মালিক। তার ও স্ত্রী-সন্তানদের নামে ২০০টি দলিলের সন্ধান পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

অভিযোগ আছে, দুর্নীতি, দখলবাজি, চাঁদাবাজি ও মাদক ব্যবসাসহ নানা অপকর্মের মাধ্যমে এ সম্পদ অর্জন করেন জাফর আলম। শুধু তিনিই নন, তার স্ত্রী শাহেদা বেগম, ছেলে তানভীর আহমেদ তুহিন এবং মেয়ে তানিয়া আফরিনের বিরুদ্ধেও অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। দুদক এসব অভিযোগের তদন্ত করছে।

চকরিয়া পৌর বিএনপির সভাপতি নুরুল ইসলাম হায়দার বলেন, জাফর ছিলেন খুব গরিব ঘরের সন্তান। চুরি-ডাকাতি ছিল তার পেশা। তবে এখন হাজার কোটি টাকার মালিক। মিথ্যা মামলা দিয়ে ঘরছাড়া করে মানুষের ভিটেমাটি দখল, চাঁদাবাজি ও মাদকের ব্যবসা করে এসব সম্পদ গড়েছেন জাফর। আমাকেও অনেক মিথ্যা মামলার আসামি করেছেন। মালয়েশিয়ায় টাকা পাচার করে সেকেন্ড হোম গড়েছেন, সেখানে তার ছেলে থাকে। তিনি আরও বলেন, একজন ডাকাতকে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে এমপি বানিয়ে পবিত্র সংসদ ভবনকে কলঙ্কিত করেছেন শেখ

হাসিনা। এর বিচার হওয়া দরকার।

একই অভিযোগ ছিল আওয়ামী লীগ নেতাদেরও। চলিত বছরের শুরুতে এক সাক্ষাৎকারে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন আহমেদ বলেছিলেন, এক সময় আন্তঃজেলার ডাকাত ছিলেন জাফর আলম। ১৯৮৭-৮৮ সালে ডাকাতি করার সময় অস্ত্রসহ হাতেনাতে চকরিয়া থানা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন। সে ছবি এখনো রয়েছে। সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে রাজনীতিতে তার উত্থান। হঠাৎ এমপি হয়ে পুরোনো পেশা, চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও ডাকাতির মাধ্যমে আজ হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন।

সালাউদ্দিন আহমদ আরও বলেছিলেন, সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের কয়েকশ নেতাকর্মীর নামে মিথ্যা মামলা দিয়েছেন জাফর। অনেকের জমি দখল করে নিয়েছেন। প্রায় ১০ হাজার একর চিংড়ি ঘের দখল করে সেখান থেকে মাসে ৫ কোটি টাকা করে আয় করেন তিনি। স্থানীয় আওয়ামী লীগকে গলাটিপে হত্যা করে নিজস্ব বাহিনী ‘জাফর লীগ’ গড়ে তুলে চকরিয়া ও পেকুয়ায় সন্ত্রাস ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন।

জাফরের বিরুদ্ধে সড়কে ডাকাতি, হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে এর মধ্যে কিছু মামলা থেকে নিজেকে খালাস করে নিয়েছেন। স্থানীয়রা আরও জানান, চিহ্নিত কয়েকজন চোর-ডাকাতকে জনপ্রতিনিধি বানানোর অভিযোগও রয়েছে জাফরের বিরুদ্ধে। সরকারি জমিও দখলে নিয়েছেন তিনি। যুক্ত ছিলেন মাদক ব্যবসা ও চাঁদাবাজিতেও। অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করেও টাকা কামিয়েছেন।

অবৈধ সম্পদ ও দখলবাজি : দুদক কক্সবাজার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এমপি ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে সাবরেজিস্ট্রির অফিস, চকরিয়া, কক্সবাজারে ২০১৬ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ক্রয়, আমমোক্তারের মাধ্যমে গ্রহণ, হেবাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রায় ২০০টি দলিল সম্পাদিত হয়েছে। এসব সম্পদের মূল্য অন্তত ১০০ কোটি টাকা।

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice

AAT Magazine Cover Page July-August 2017

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে ‘ডিফল্ট’ হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

baRakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি টান্সফার
M: 07932801487

baRakah Money Transfer বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

App Store | Google play
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

মেট্রোরেলের সাবেক এমডি'র আয়েশে গচ্চা সাড়ে ৭ কোটি

ঢাকা, ১৬ অক্টোবর : নিজের সুবিধার জন্য বাসার কাছেই নেন অফিস ভাড়া। বাসা থেকে অফিসের দূরত্ব ছিল ৭০০ মিটার। শুধু অফিস ভাড়া বাবদই মাসে খরচ হতো কয়েক লাখ টাকা। মেট্রোরেল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানকে একচ্ছত্র ক্ষমতায় পরিচালনা করা সাবেক এমডি এম এ এন ছিদ্দিকের বিরুদ্ধে রয়েছে এমন অভিযোগ। উত্তরার দিয়াবাড়িতে বিশাল জায়গায় মেট্রোরেলের নিজস্ব ভবন থাকলেও এতদিন ভাড়া কার্যালয়ে অফিস করেছেন ছিদ্দিক। এজন্য মেট্রোরেল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানকে গচ্চা দিতে হয়েছে প্রায় সাড়ে ৭ কোটি টাকা। ডিএমটিসিএল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, সাবেক এমডি এম এ এন ছিদ্দিকের সুবিধার জন্য এতদিন অফিস স্থান্তরিত করা হয়নি। তাই এই অর্থ ভাড়া হিসেবে দেয়া লেগেছে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের।

উত্তরার দিয়াবাড়িতে অবস্থিত এমআরটি লাইন-৬ এর ডিপো। সেখানে অবস্থিত ডিএমটিসিএল ভবন। ওই ভবনটি নির্মাণে চুক্তি বাস্তবায়নের মেয়াদ ছিল ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর। নির্দিষ্ট সময়েই শেষ হয়েছে কাজ। এরপর ডিফেক্ট লাইবিলিটি পিরিয়ড (ডিএলপি) ছিল দেড় বছর। ২০২১ সালে ভবনের কাজ শেষ হওয়ার পরই ডিএমটিসিএলে অফিস করেছেন মেট্রোরেলের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী। তবে ডিএমটিসিএল এর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ইস্কাটন রোডের প্রবাসী কল্যাণ ভবনে ভাড়া অফিসেই এতদিন কার্যক্রম চালিয়েছেন। এমআরটি লাইন-১, লাইন-৬ ও লাইন-৫ এর রুটের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সেখানে অফিস করেছেন। চলতি মাস থেকে এ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছেন। অভিযোগ রয়েছে, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) সাবেক এমডি এম এ এন ছিদ্দিকের কারণে এতদিন নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হতে পারেনি ডিএমটিসিএল এর অফিস। প্রবাসী কল্যাণের ভবন থেকে মাত্র

৭০০ মিটার দূরে রাজধানীর বেইলী রোডের সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার গুলফিশানে থাকতেন ছিদ্দিক। সেখান থেকে প্রবাসী কল্যাণ ভবন কাছাকাছি হওয়ায় এতদিন ভবনটি ভাড়া নিয়ে অফিসের কার্যক্রম চালিয়েছেন। যদিও দিয়াবাড়িতে ডিএমটিসিএল এর নিজস্ব অফিসটি দৃষ্টিনন্দন। এতদিন সেখানে অফিস না করা নিয়ে উষ্মাও রয়েছে কিছু কর্মকর্তাদের মধ্যে। মঙ্গলবার বেইলী রোডের গুলফিশানে গিয়ে খোঁজ নিলে জানা যায়, ডিএমটিসিএল'র সাবেক এমডি সেখানে আর নেই। ডিএমটিসিএল থেকে তার নিয়োগের চুক্তি বাতিল হওয়ার পর গুলফিশান থেকে চলে গেছেন ছিদ্দিক।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০১৫ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রবাসী কল্যাণ ভবন ভাড়া নিয়েছে মেট্রোরেল পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ। এমআরটি লাইন-১ এর জন্য ১১ হাজার ৮৯০ স্কয়ারফিট জায়গায় ভাড়া নিয়েছিলো প্রবাসী কল্যাণ ভবনে। তবে দিয়াবাড়িতে ডিএমটিসিএল এর নিজস্ব ভবন নির্মাণ হওয়ার পর অর্থাৎ ২০২১ সালের অক্টোবর থেকে চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত ভাড়া দিতে হয়েছে ২ কোটি ৪০ লাখ ৭৭ হাজার টাকা। এরমধ্যে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত মাসে প্রতি স্কয়ার ফিট ভাড়া ছিল ৫৫ টাকা করে। আর ওই বছরের জুলাই থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত প্রতি স্কয়ার ফিট ভাড়া ছিল ৬০ টাকা ৫০ পয়সা। এরপর থেকে গত আগস্ট পর্যন্ত ভাড়া ছিল ৬৬ টাকা ৫০ পয়সা। এ ছাড়া এমআরটি লাইন-১ এর আরও একটি ফ্লোর ভাড়া নেয়া হয় ২০২৩ সালের জুলাই মাসে। ৫ হাজার ৪৪৪ স্কয়ার ফিটের প্রতি স্কয়ার ফিটের মাসিক মূল্য ছিল ৫৫ টাকা। অর্থাৎ তখন থেকে চলতি বছর আগস্ট পর্যন্ত ভাড়া দিয়েছে ৪১ লাখ ৯১ হাজার টাকা। সূত্র জানায়, প্রবাসী কল্যাণ ভবনে মেট্রোরেল সাউদার্ন রুটের জন্য ভাড়া নেয়া হয়েছিল ৭ হাজার ৮৫৭ স্কয়ার ফিট। ২০২১ সালের অক্টোবর থেকে চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত এজন্য ভাড়া দিতে হয়েছে ১ কোটি ৬১ লাখ ১৮ হাজার টাকা। এরমধ্যে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাসে প্রতি স্কয়ার ফিট ভাড়া ছিল ৫৫ টাকা করে। আর তারপর থেকে ২০২৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত ভাড়া দিয়েছে ৬০ টাকা ৫০ পয়সা। এ ছাড়া মেট্রোরেল লাইন-৬ এর জন্য ১৩ হাজার ৭৮৫ স্কয়ার ফুটের অফিস ভাড়া নিয়েছিল ডিএমটিসিএল। ২০২১ অক্টোবর থেকে চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত এজন্য ভাড়া দিতে হয়েছে ২ কোটি ৯৩ লাখ টাকা।

সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম গ্রেফতার

ঢাকা, ১৬ অক্টোবর : ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন সাবেক মেয়র মোহাম্মদ আতিকুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।

বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর মহাখালী ডিওএইচএস এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সকরার পতনের পরও অফিস করেন সাবেক মেয়র আতিকুর ইসালাম। তবে ১৮ আগস্ট রাতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) কার্যালয় থেকে সাবেক মেয়র আতিকুল ইসালামের পালানোর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। করপোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের দুটি সিসি ক্যামেরার ভাইরাল হওয়া ফুটেজে দেখা যায়, রোববার রাত ৮টা ২০ মিনিটে মেয়র আতিকুল ইসলাম ১০-১৫ জন নিয়ে তার দফতরে প্রবেশ করেন। পরে রাত ৮টা ৫৪ মিনিটে মেয়র তার দফতর থেকে বের হয়ে ভবনের ফায়ার এটি গেট দিয়ে পলায়ন করেন। এ সময় মেয়রের দলবলের সঙ্গে বেসরকারি টেলিভিশনের সাংবাদিক বিকাশ বিশ্বাসের হাতে একটি কালো ব্যাগ দেখা যায়।

আতিকুল ইসলাম ২০১৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের উপনির্বাচনে মেয়র নির্বাচিত হন। ২০২০ সালের ১ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি পুনরায় মেয়র নির্বাচিত হন। এর আগে ২০১৩-১৪ মেয়াদে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

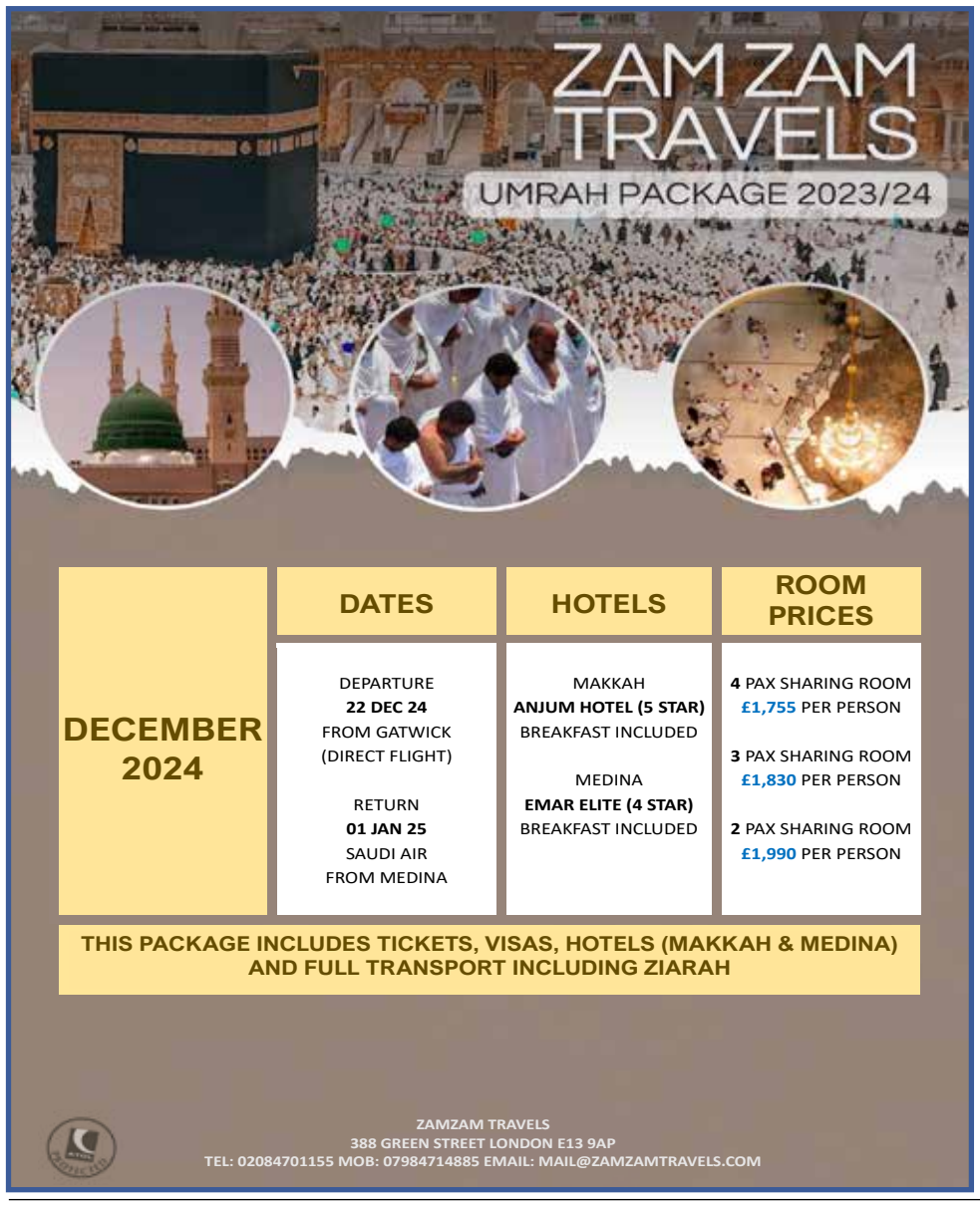

পুলিশি নির্যাতনে মৃত্যু: চার বছরেও বিচার পায়নি রায়হানের পরিবার

সিলেট প্রতিনিধি, ১৮ অক্টোবর ২০২৪: চার বছরেও শেষ হয়নি সিলেটে পুলিশের নির্যাতনে নিহত রায়হান আহমদ (৩২) হত্যার বিচার। গতকাল শুক্রবার আলোচিত সেই হত্যাকাণ্ডের ৪ বছর পূর্ণ হয়েছে। ৬৯ জন সাক্ষীর মধ্যে ৬১ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। আর কারও সাক্ষী গ্রহণের প্রয়োজন নেই এবং আসামি পক্ষ কৌশলে বিচার কার্যক্রম বিলম্বিত করছে বলে জানিয়েছেন বাদীপক্ষের আইনজীবী মোহাম্মদ আবুল ফজল চৌধুরী।

এর আগে ২০২০ সালের ১০ অক্টোবর মধ্যরাতে সিলেট মহানগর পুলিশের বন্দরবাজার ফাঁড়িতে তুলে নিয়ে রায়হান আহমদকে নির্যাতন করা হয়। পরদিন সকালে সিলেট এম এজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তার মৃত্যু হয়।

রায়হান আহমদ সিলেট নগরের আখালিয়া নেহারিপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। তার পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, পুলিশের নির্যাতনেই তার মৃত্যু হয়েছে।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মামলায় অভিযুক্ত এক পুলিশ সদস্য উচ্চ আদালতের নির্দেশে জামিনে রয়েছেন। আর আবদুল্লাহ আল নোমান এখনো পলাতক। বাকি চার আসামি জেলহাজতে রয়েছেন। আবদুল্লাহ আল নোমানের বিষয়ে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও মালামাল ক্রোকের আদেশ তামিল করেছে পুলিশ।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, একাধিক সাক্ষীকে আসামিপক্ষ পুনরায় জেরার মধ্য দিয়েই চলছে একের পর এক ধার্য তারিখ। সর্বশেষ সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ করে আদালত যখন আসামি পরীক্ষা করবেন; ঠিক তখন প্রধান আসামি দারোগা আকবর হোসেন ভূইয়ার পক্ষ থেকে আরেক আসামিকে পুনরায় জেরার আবেদন করা হয়। ওই সাক্ষীকে পুনরায় জেরা করার আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। দেশব্যাপী আলোচিত রায়হান হত্যা মামলার বিচার কার্যক্রম দ্রুত নিষপত্তি বদলে উলটো আসামিপক্ষ বিচার কার্যক্রম বিলম্বিত করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, রায়হান আহমদকে হত্যার আগে বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়ির কনস্টেবল তৌহিদ হোসেনের মোবাইল ফোন দিয়ে রায়হানের মায়ের কাছে কল দিয়ে টাকা দাবি করা হয়। মামলার সাক্ষী ওই কনস্টেবল তৌহিদকে এখন আবারও জেরা করতে চান আকবরের আইনজীবীরা। যদিও সাক্ষ্য গ্রহণের সময় কনস্টেবল তৌহিদকে জেরা করা হয়েছিল। মামলার ৬৯ জন সাক্ষীর মধ্যে আদালত ৬১ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। গত বুধবার সিলেট মহানগর দায়রা জজ হাবিবুর রহমান চাঞ্চল্যকর এই মামলার আসামি পরীক্ষার দিন ধার্য ছিল। প্রধান আসামি দারোগা আকবরের পক্ষে কনস্টেবল তৌহিদকে পুনরায় জেরার আবেদন করা হলে আদালত এটি মঞ্জুর করেন।

এদিকে জামিনে বেরিয়ে এসে আসামি এসআই হাসান উদ্দিন দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। গেল চারটি ধার্য তারিখ

ধরে তিনি আদালতে হাজির না হওয়ায় তার পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আরও ঘনীভূত হচ্ছে।

আসামিদের মধ্যে আকবর হোসেন ভূঁইয়া, আশেকে এলাহী, টিটু চন্দ্র ও হারুনুর রশিদ সরাসরি রায়হান হত্যাকান্ডে অংশ নেন। হাসান উদ্দিন ও আব্দুল্লাহ আল নোমান হত্যাকাণ্ডের আলামত নষ্ট করেন বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়।

বাদীপক্ষের আইনজীবী মোহাম্মদ আবুল ফজল চৌধুরী বলেন, 'মামলায় ৬৯ জন সাক্ষী ছিল। এর মধ্যে ৬১ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়েছে। আর কারও সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজন নেই আমাদের। তবে হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই আসামিরা মামলা দুর্বল করতে চেষ্টা করে। সর্বশেষ সাক্ষ্য গ্রহণ যখন শেষ করা হয়ে আদালত যে ধার্য তারিখে আসামি পরীক্ষা করবেন তখনো আসামিপক্ষ এক সাক্ষীকে পুনরায় জেরা করার আবেদন করেন। আদালত আসামিপক্ষের কাছে জানতে চেয়েছেন যে, তারা আর কোনো সাক্ষীকে পুনরায় জেরা করতে চান কিনা। আসামি পক্ষ জানিয়েছেন, শুধুমাত্র বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়ির কনস্টেবল তৌহিদ হোসেনকে তারা পুনরায় জেরা করবেন আর কোনো সাক্ষীকে পুনরায় জেরার আবেদন করবেন না। ইতিমধ্যে আসামিপক্ষ তাদের চাহিদা অনুযায়ী সাক্ষীদের পুনরায় জেরা করেছেন। এ কারণেই মূলত দেরি হচ্ছে। পরে আসামিপক্ষের কোনো কাগজপত্র আর দেওয়ার থাকলে সেটা দেবেন। তারপর আরগুমেন্ট হবে, এরপরে রায় শোনানো হবে।'

এসআই হাসানের দেশ ছাড়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, হাসানতো গত তারিখে আদালতে হাজির হননি। দেশ ছাড়ার বিষয়ে বলতে পারছি না।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, ২০২০ সালের ১০ অক্টোবর মধ্যরাতে সিলেট মহানগর পুলিশের বন্দরবাজার ফাঁড়িতে তুলে নিয়ে রায়হান আহমদকে নির্যাতন করা হয়। ১১ অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনে রায়হানের স্ত্রীর করা মামলার পর মহানগর পুলিশের একটি অনুসন্ধান কমিটি তদন্ত করে। তাঁরা ফাঁড়িতে নিয়ে রায়হানকে নির্যাতনের সত্যতা পায়। ফাঁড়ির ইনচার্জের দায়িত্বে থাকা এসআই আকবর হোসেন ভূঁইয়াসহ চারজনকে ১২ অক্টোবর সাময়িক বরখাস্ত ও তিনজনকে প্রত্যাহার করা হয়। এরপর পুলিশি হেফাজত থেকে কনস্টেবল হারুনসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে মামলার তদন্ত সংস্থা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। আকবরকে ৯ নভেম্বর সিলেটের কানাইঘাট সীমান্ত থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

২০২১ সালের ৫ মে আলোচিত এ মামলার অভিযোগপত্র আদালতে জমা দেয় পিবিআই। অভিযোগপত্রে বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জের দায়িত্বে থাকা এসআই আকবর হোসেন ভূঁইয়াকে (৩২) প্রধান অভিযুক্ত করা হয়। অন্যরা হলেন-সহকারী উপপরিদর্শক আশেক এলাহী (৪৩), কনস্টেবল মো. হারুন অর রশিদ (৩২), টিটু চন্দ্র দাস (৩৮), সাময়িক বরখাস্ত এসআই মো. হাসান উদ্দিন (৩২) ও এসআই আকবরের ঘনিষ্ঠজন ও সংবাদকর্মী আবদুল্লাহ আল নোমান (৩২)।

KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

IATA Biman BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR KUWAIT Emirates

Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824

We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro

Worldwide Money Transfer

Bureau De Exchange

Cargo Services

আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।

আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।

ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।

Address:
319 Commercial Road,
London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888,
020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877

We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm

For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC
SOLICITORS

আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality	ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children	ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury	পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation	লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment	প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness	হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant	ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits	ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery	মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate	উইলস ও প্রবেট
Mediation	মিডিয়েশন
Road Traffic Offence	রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation	ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime	ক্রাইম
Conveyancing	কনভেয়েনসিং

132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

আগস্ট বিপ্লবের শহীদদের স্মরণে বিলেতে আলোচনা ও কবিতা পাঠ

বিলেতের সাহিত্য ও সাংস্কৃতি সংগঠন 'অধ্যায়' এর উদ্যোগে আগস্ট বিপ্লবের শহীদদের স্মরণে কবিতা পাঠ ও আলোচনা সভা 'মৃত্যুর মিছিলে মানুষ' অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৪ অক্টোবর, সোমবার, বিকেল সাড়ে পাঁচটায় লণ্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এই সভার আয়োজন করা হয়। যেখানে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ অংশ নেন।

'অধ্যায়' এর পুরোধা বিলেতের প্রধান কবি আহমেদ ময়েজ সূচনা বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর সাপ্তাহিক সুরমা'র বার্তা সম্পাদক কবি কাইয়ুম আব্দুল্লাহ'র সঞ্চালনায় বিলেতের স্বনামধন্য কবিরা শহীদদের স্মরণে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন, আলোচকেরা আলোচনায় অংশ নেন।

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে দেড় সহস্রাধিক মানুষ শহীদ হয়েছেন। শহীদদের প্রাণের দেহাবশেষ হয়তো মাটিতে মিশে গেছে কিন্তু তাদের আত্মত্যাগে রচিত হয়েছে শত শত কবিতা ও গান। কবিদের কবিতায় ফুটে উঠেছে বুলেটের আঘাতে রক্তাক্ত দেহের আর্তনাদ, প্রতিবাদী বজ্রধ্বনি। শহীদ আবু সাঈদের বুলেটে হারানো প্রাণ, শহীদ মুগ্ধ'র পানি বিতরণসহ জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের রক্তাক্ত চিত্র।

অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সাপ্তাহিক দর্পণ সম্পাদক ও লণ্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক সহসভাপতি রহমত আলী, প্রফেসর কবি মিসবাহ কামাল, 'বালাগঞ্জ প্রতিদিন' এর প্রধান সম্পাদক কবি মুহাম্মদ শরীফুজ্জামান, কবি কামরুল বসির, বাংলা মেইল সম্পাদক ছড়াকার সৈয়দ নাসির, সাবেক কাউন্সিলর ও কবি-গীতিকার শাহ সুহেল আমীন, কবি কামরুল হাসান, ক্যালিওগ্রাফি শিল্পী শাহিনা পারভিন শিমু, মডেল ও অভিনয় শিল্পী দিলরুবা ইয়াসমিন রুহী, কবি কামরুল চৌধুরী, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক কবি মাহবুব

মুহাম্মদ এবং অখন্ড বাংলাদেশ আন্দোলনের আহবায়ক কমিটির সদস্য কবি ও সাংবাদিক মাহতাব উদ্দীন।

অনুষ্ঠানে জুলাই আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে প্রাণ সঞ্চার ও উদ্দিপনা সৃষ্টকারী জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতা আবৃত্তি করেন সাংবাদিক আলাউর রহমান খান শাহীন। গিটার বাজিয়ে গণঅভ্যুত্থানকালীন নজরুলের একটি গানসহ স্বরচিত দ্রোহী চরণ গেয়ে শোনান শিল্পী ও সুরকার গোলাম হায়দার রাসেল।

সাপ্তাহিক সুরমার প্রধান সম্পাদক, বিশিষ্ট কবি ও কলামিস্ট ফরীদ আহমদ রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সুরমা সম্পাদক ও বিশিষ্ট গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শামসুল আলম লিটন, লণ্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়রের স্ট্র্যাটেজিক এডভাইজার মুহাম্মদ জুবায়ের এবং যুক্তরাজ্য সফররত সিলেট অনলাইন প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও দৈনিক সিলেট ডটকম সম্পাদক কবি মুহিত চৌধুরী।

আলোচনায় আরো অংশ নেন বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক ফারুক আহমদ, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক আবদুল মুনেম জাহেদী ক্যারল, বার্মিংহাম-মিডল্যান্ডস বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও বাংলা ভয়েস সম্পাদক মোহাম্মদ মারুফ, সাপ্তাহিক বাংলা সংলাপের বিশেষ প্রতিনিধি সাংবাদিক সাজু আহমেদ, অখ–বাংলা আন্দোলনের আহবায়ক হাসনাত আরিয়ান খান, প্রবাসী অধিকার পরিষদের সভাপতি জামান সিদ্দিকী ও সদস্য খন্দকার সাইদুজ্জামান সুমন।

স্মরণসভায় বক্তারা ও আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বলেন, জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের কোন মাস্টারমাইন্ড নেই। ঐশ্বরিক "আবাবিল" এর ন্যায় অসীম সাহসী ছাত্র-জনতার একসাথে জেগে ওঠা এবং বন্দুকের গুলির সামনে বুক পেতে দেয়ার মাধ্যমেই এটি সম্ভব হয়েছে। যে মূলনীতির ভিত্তিতে দেশ স্বাধীন হয়েছিল দীর্ঘ স্বৈরশাসন ও ফ্যাসিবাদী মাফিয়াতন্ত্রের কারণে তা ভুলণ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ছাত্র-জনতার সাহসী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেটি আবার ফিরে এসেছে। অনেকগুলো তাজা প্রাণ এবং অসংখ্য পঙ্গুত্বের বিনিময়ে অর্জিত এই সাফল্যকে যে কোনকিছুর বিনিময়ে ধরে রাখতে হবে। স্বাধীনতার সুফল প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌছাতে হবে। ছাত্র-জনতা-সাংবাদিকসহ যারা আহত হয়েছেন তাদের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। আহতদের উন্নত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হবে। আহতদের জন্য মাত্র ১ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট নয়। এটা বাড়াতে হবে। দেশে যেনো আর কোনদিন ফ্যাসিবাদী শাসন ফিরে না আসে তাঁর জন্য সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে। আর তা না হলে এই বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ল–ন বাংলা প্রেসক্লাবের নির্বাহী সদস্য সাংবাদিক জাকির হোসেন কয়েস, এনটিভির সিনিয়র সংবাদ উপস্থাপক শামসুল তালুকদার, বাংলা টিভির ব্যুরো চিফ চৌধুরী মুরাদ, সাংবাদিক হাসনাত চৌধুরী, সুরমা ডিজিটাল টিমের প্রধান সাংবাদিক মিনহাজুল আলম মামুন, চ্যানেল এস এর সিনিয়র রিপোর্টার রেজাউল করিম মৃধা, আইআন টিভির সিনিয়র রিপোর্টার হেফাজুল করিম রাকিব ও আলোকচিত্রী নোমান আহমদ প্রমুখ।

উপস্থিত দর্শনার্থীরা বলেন, জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে শহীদদের স্মরণে 'অধ্যায়' এর এমন উদ্যোগ ভালো লেগেছে। শহীদদের স্মরণে এমন অনুষ্ঠান আরো বেশি বেশি হওয়া উচিত। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জুলাই-আগষ্টের গণঅভ্যুত্থান ও বিপ্লব পরিস্থিতি এবং এর প্রেক্ষাপট বার বার তুলে ধরা উচিত।

আয়োজক সংগঠন 'অধ্যায়' এর পক্ষ থেকে বিশিষ্ট কবি ও মরমী তাত্ত্বিক আহমদ ময়েজ বলেন, আগামীতে তাঁরা আরো বড় পরিসরে এমন আয়োজন করবেন। আগামীতে বড় পরিসরে শিল্প-সাহিত্যে আগষ্ট বিপ্লবের চিত্র তুলে ধরবেন। শহীদদের স্মরণের পাশাপাশি আন্দোলন চলাকালীন দেয়াল লিখনগুলো নিয়ে বিশেষ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদ ও মাফিয়াতন্ত্রের অবসানে সংঘটিত ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান ও আগস্ট বিপ্লবের শহীদদের স্মরণে বিলেতে এই প্রথম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠন 'অধ্যায়'। অনুষ্ঠানটির সহযোগিতায় ছিলো যুক্তরাজ্যভিত্তিক ২২টি মানবাধিকার সংগঠনের জোট গ্লোবাল বাংলাদেশি অ্যালায়েন্স ফর হিউম্যান রাইটস

ভারতে বিশ্বনবীকে অবমাননা: লন্ডনে প্রতিবাদ সমাবেশে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি

লন্ডনে সর্বদলীয় ইসলামী ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওত লন্ডনের উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে ভারতে জনৈক ধর্ম পুরোহিত কর্তৃক মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বজন স্বীকৃত মহান ব্যক্তিত্বের উপর সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ আরোপ এবং কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

সমাবেশে সংশ্লিষ্ট ধর্ম পুরোহিতের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ও জোর দাবি উত্থাপন করা হয়। স্বল্প সময়ের নোটিশে আয়োজিত হলেও এ প্রতিবাদ সমাবেশে লন্ডনের সর্বদলীয় উলামায়ে কেরাম, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এবং সর্বস্তরের তাওহীদি জনতা স্বতস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত লন্ডন এর সভাপতি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া। সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারী মাওলানা মুফতি আবদুল মুনতাকিম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ এর পরিচালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন দারুল উলূম করাচীর নায়েবে মুহতামিম আল্লামা মুফতি যুবায়ের উসমানী। বিশেষ অতিথির আলোচনা পেশ করেন ইকরা টিভি গ্রুপের চেয়ারম্যান ইমাম কাসিম রশীদ আহমদ, শায়খুল হাদীস মাওলানা মুফতি আবদুর রহমান, ডঃ মাওলানা শুয়াইব আহমদ, মাওলানা সাদিকুর রহমান, মাওলানা সৈয়দ আশরাফ আলী, মাওলানা ফয়েজ আহমদ, মাওলানা মুফতি মওসূফ আহমদ, কে, এমন, আবু তাহের চৌধুরী, মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ, মাওলানা মামনূন মুহিউদ্দীন ও মাওলানা নাজমুল হুসাইন

প্রমুখ। প্রোগ্রামের শুরুতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কারী শায়খ কাজী আশিকুর রহমানের তেলাওয়াতে কুরআন ছিল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মনোমুগ্ধকর।

সভায় বক্তারা বলেন, শেষ নবী-মহানবীর অগাধ ভালোবাসায় প্রতিটি মুমিন মুসলমানের অন্তর্জগত উদ্ভাসিত। মানব সমাজে শান্তি নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে মহানবীর অবদান সমগ্র মানবজাতি কখনো ভুলতে পারেনা। এজন্য আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে মানবতা ও শান্তি-নিরাপত্তার কোন চিরশত্রুর পক্ষেই কেবল রহমতের প্রতিচ্ছবি- শেষনবীর এমন ন্যক্কারজনক চরিত্রহনন সম্ভব। এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ দুঃসাহসিক স্পর্ধা মানবতার যে ঘৃণ্য শত্রু দেখাতে পারে, তাকে ছাড় দেয়া যায়না, বরং এমন নরপশুর হিংস্রতার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমেই সমাজকে পবিত্র ও কলুষমুক্ত করে বিশ্বে শান্তির পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব। মোদী সরকার যদি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, যদি উন্মাদনায়মত্ত এমন চরমপন্থী উগ্রবাদীদের শক্ত ভাবে লাগাম টেনে না ধরে, যদি শান্তি প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর স্বার্থে এমন মিথ্যাবাদী তথ্য সন্ত্রাসীর কঠোর শাস্তি কার্যকর না করে, তাহলে বিশ্ব মুসলিমের রোষানলে পতিত হয়ে তারা ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য হবে।

প্রতিবাদ সমাবেশ শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুর রহমান মনোহরপূরীর মোনাজাতের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে নুবাহ সোশ্যাল কেয়ারের ৭ম বর্ষপূর্তি উদযাপন

খালেদ মাসুদ রনি: বর্ণাঢ্য আয়োজনে লন্ডনে নুবাহ সোশ্যাল কেয়ারের ৭ম বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয়েছে। গত ১৫ অক্টোবর মঙ্গলবার দুপুরে কর্মাশিয়াল রোডের অফিস হলরুমে বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয়। কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে প্রধান অতিথি স্পিকার কাউন্সিলর সাইফ উদ্দীন খালেদকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়।

এ সময় ডিরেক্টর ইউনুস আলী প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠানের যাত্রা হলেও বর্তমানে সকলের সহযোগীতায় আস্থা অর্জন করতে পেরেছে। আর এটার পেছনে যারা বেশী অবদান রেখেছেন তাদেরকে সার্টিফিকেট এবং ক্রেস্ট তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

নুবাহ কেয়ারের ৭ম বর্ষপূর্তিতে সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার-কাউন্সিলর ব্যারিস্টার সাইফ উদ্দীন খালেদ বলেন, আপনাদের প্রজেটি কন্ট্রিভিউশন এবং সহযোগীতায় মানব কল্যানে অবদান রাখায় আমরা গর্বিত। আমি আশাবাদী সেবার মন মানসিকতা নিয়ে আগামীতেও অসহায়দের কল্যাণে কাজ করে যাবেন।

সার্ভিস ম্যানেজার আব্দুল হামিদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,সোশ্যাল গেস্ট সোশ্যাল ওর্য়াকার আবিদা রহমান,কার্ল সর্ট ব্রেক রেজিস্টার ম্যানেজার মো: ফাইজুর রহমান,ডেফোডিল স্কুলের

প্রতিষ্টাতা ও চেয়ারম্যান আনিসুজ্জামান,নুবাহ সোশ্যাল কেয়ারের রেজিস্টার ম্যানেজার লিলি চৌধুরী,কেয়ার কর্ডিনেশন টিম শিফা বিবি, এইচ আর কর্ডিনেশন সাইফ জাহান,চীফ একাউন্টেন্ট মাসুম ভূইয়া,হেড অব স্কীল একাডেমী মাহবুবুর রহমান, রিয়েল মিশন কেয়ারের রেজিস্টার ম্যানেজার আশরাফুল সিদ্দিকী,কোয়ালিটি মনিটরিং অফিসার শামীম ইফতেখার,হেড অব ইনোভেটিভ ট্রেনিং আব্দুল মুকিদ প্রমুখ। পরে কাস্টমার রিভিউর মাধ্যমে যারা সেরা হয়েছেন তাদেরকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট এবং ক্রেস্ট

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

হিজবুল্লাহর হামলা ইসরায়েলি আগ্রাসনের কঠোর জবাব

ইসরায়েল-হিজবুল্লাহ সংঘাত নতুন মোড় নিয়েছে। লেবাননের শিয়া মিলিশিয়া হিজবুল্লাহর বিভিন্ন স্থাপনায় ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর যখন তাদের অস্তিত্বই প্রশ্নের সম্মুখীন তখন তারা হামলা চালিয়েছে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের সুরক্ষিত ঘাঁটিতে। হামলায় তারা ব্যবহার করেছে ক্ষেপণাস্ত্রবাহী এমন ড্রোন, যা ইসরায়েলি বাহিনীর রাডারে ধরা পড়েনি। এ হামলায় দেড় শতাধিক ইসরায়েলি সেনা হতাহত হয়েছে, যার মধ্যে নিহতের সংখ্যা কমপক্ষে চার। ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচার হামলার প্রতিক্রিয়ায় রবিবার রাতে হাইফার বেনইয়ামিনায় ইসরায়েলি সুরক্ষিত সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালায় ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহ যোদ্ধারা। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর গোলানি ব্রিগেড প্রশিক্ষণ ঘাঁটিতে মুহুর্মুহু ড্রোন হামলা চালিয়েছে তারা। এর মধ্যে এমন কিছু ড্রোনও রয়েছে; যেগুলো আগে কখনো তারা ব্যবহার করেনি। এসব ড্রোনের বেশির ভাগই ইসরায়েলি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে। আকাশ প্রতিরক্ষা রাডার হিজবুল্লাহর ছোড়া ড্রোন শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ইসরায়েলি ভাষ্য, হাইফার দক্ষিণে বেনইয়ামিনা এলাকায় সামরিক বাহিনীর গোলানি ব্রিগেড ক্যাম্পে ড্রোন হামলায় নিহত ইসরায়েলি সেনার সংখ্যা বেড়ে ৪-এ পৌঁছেছে। ইসরায়েলিরা হিজবুল্লাহর ড্রোন হামলার সক্ষমতাকে প্রকারান্তরে সমীহ করছে এবং নিজেদের করণীয় কী তা নিয়ে ভাবছে। তারা ইসরায়েলি সৈন্যের প্রাণহানিকে চরম বেদনাদায়ক বলে অভিহিত করেছে। স্বীকার করেছে হোম ফ্রন্টের প্রশিক্ষণ ঘাঁটিতে হামলা চালানো কঠিন হলেও হিজবুল্লাহ তা করে দেখিয়েছে। গাজায় হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের বছরজুড়ে চলছে সংঘর্ষ। হাজার হাজার ফিলিস্তিনির প্রাণ কেড়ে নিলেও যুদ্ধের জয়-পরাজয় এখনো নির্ধারিত হয়নি। হামাসের মিত্র হিজবুল্লাহর সঙ্গে বড় আকারের সংঘাতে নেমে মধ্যপ্রাচ্যে আরেকটি সর্বাত্মক যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে চলেছে জায়নবাদী রাষ্ট্রটি। ইসরায়েলকে রক্ষায় তাদের মুরুব্বি যুক্তরাষ্ট্র ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী টার্মিনাল 'থার্ড' ও সেনা পাঠানোর ঘোষণা দিয়ে আরব দেশগুলোর কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতাকে আরও খাটো করেছে। বিশ্বশান্তির স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের ইতি ঘটাতে তার মিত্র রাষ্ট্রকে উদ্বুদ্ধ করা।

পুলিশ সংস্কার নিয়ে কিছু কথা

এরশাদুল আলম প্রিন্স

পুলিশ রাষ্ট্রের এক অপরিহার্য বাহিনী। পুলিশ ছাড়া আধুনিক রাষ্ট্র চলতে পারে না। দেশে আজ পুলিশ বাহিনীর যে অবস্থা, তার জন্য যৌথভাবে বিগত সরকার ও পুলিশ বাহিনী উভয়ই দায়ী। সরকার ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য পুলিশকে ব্যবহার করেছে আর পুলিশও তার পেশাদারত্বের বাইরে গিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। এর বিনিময়ে অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নানা সুবিধাও বাগিয়ে নিয়েছে। বিগত সরকারের আমলে পুলিশের অনেকেই বিশাল সম্পদের মালিক হয়েছে। এ কারণে আমরা শেখ হাসিনা দেশ ত্যাগের আগেই বেনজীরকে দেশ ত্যাগ করতে শুনেছি। আরও অনেকে পলাতক রয়েছেন।

বিগত সরকারের আমলে পুলিশ বাহিনী তার পেশাদারত্ব হারিয়ে সরকারদলীয় এক বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। বিরোধী রাজনৈতিক দলকে দমন করতে গিয়ে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। পুলিশের রাজনৈতিক ব্যবহার নতুন নয়। ব্রিটিশ আমল থেকেই পুলিশের এ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবহার শুরু হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটেই প্রণয়ন করা হয় পুলিশ আইন। ব্রিটিশ সরকার এদেশ ও এদেশের মানুষের ওপর শাসন ও শোষণ নির্বিঘ্ন করতেই পুলিশ আইন তৈরি করে। সেই থেকে ব্রিটিশ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সব সরকারই পুলিশকে সেভাবেই ব্যবহার করেছে।

সবশেষ গত অভ্যুত্থানে পুলিশের ভূমিকা আমরা সবাই জানি। সরকারের আদেশে পুলিশ বাহিনীর অনেক সদস্যই গণহত্যায় জড়িয়ে পড়েছিল। দেশের একটি বেসামরিক বাহিনী জনগণের বিরুদ্ধে এভাবে অস্ত্র ধারণ করতে পারে না। এটি নজিরবিহীন ঘটনা। পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করে। প্রয়োজনে তারা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য প্রচলিত নন-লিথাল অস্ত্রও ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু উন্মুক্তভাবে গুলি চালিয়ে এভাবে মানুষ হত্যা করা পুলিশের কাজ নয়। অপেশাদারি মনোভাবের কারণেই পুলিশ এভাবে তার কার্যপরিধির বাইরে গিয়ে সরকারের পক্ষে ও জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করতে পেরেছে। বিগত ১৫ বছরে পুলিশের ভূমিকার খতিয়ান অতিদীর্ঘ- যার বিবরণ এখানে সম্ভব নয়।

তাই কথা উঠেছে পুলিশের সংস্কার নিয়ে। এ লক্ষ্যে কাজও শুরু হয়েছে। সরকার পুলিশ সংস্কার নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছে। পুলিশকে একটি জনবান্ধব ও যুগোপযোগী বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলা আজ সময়ের দাবি। সংস্কারে পুলিশে জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়া পুলিশের প্রশিক্ষণে সামাজিক, মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বিষয়গুলোকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। সব সংস্কার আইন দিয়ে হয় না। আমরা সংস্কারে শুধু আইনের ওপরই গুরুত্ব দিই। কিন্তু সংস্কারের মূল বিষয় হচ্ছে মূল্যবোধ।

বিগত সরকারের আমলে পুলিশ নানাভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে তাদের ভূমিকার জন্য পুলিশের মনোবল এখন একেবারে ভেঙে গেছে। পুলিশ একটি বেসামরিক বাহিনী, যারা জনগণের পাশে থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করে। জনগণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপরাধী যাতে পুলিশকে ভয় পায় সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি পুলিশকে যাতে জনগণ বন্ধু ভাবে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। এ দুই অবস্থানের মধ্য থেকে পুলিশকে কাজ করতে হয়।

পুলিশের মনোবল ফিরিয়ে আনা ও তাদেরকে একটি জনবান্ধব শৃঙ্খলা বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলা এখন সবচেয়ে বড় কাজ। অভ্যুত্থানের পর অনেক পুলিশ এখনো কাজে যোগ দেয়নি। তাদের সেসব শূন্যপদে অতিদ্রুত নিয়োগ দিতে হবে। ইতোমধ্যে লোকবল নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

যে কোনো সংস্কারের জন্যই সময় অপরিহার্য। সেখানে রাষ্ট্র সংস্কার তো আরও ব্যাপক বিষয়। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর অসহযোগিতামূলক মনোভাব সরকারের জন্য সংস্কারের কাজটিকে আরও কঠিন করে দেবে। তার ওপর পরাজিত শক্তি নানাভাবে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে। তবে সংস্কারের জন্য সরকার ছয়টি কমিশন গঠন করেছে। তাদের মধ্যে পুলিশ প্রশাসনে সংস্কার অন্যতম। সরকার এ লক্ষ্যে একটি কমিশন করেছে, যার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব দিয়েছেন সফর রাজ হোসেনকে। তিনি এর আগে জনপ্রশাসন ও স্বরাষ্ট্র সচিব ছিলেন। এ কমিশনের অধিকাংশ সদস্যই সাবেক আমলা। পুলিশ সংস্কারের মূল বিষয়টি হচ্ছে জনপ্রশাসন থেকে পুলিশ প্রশাসনকে স্বাধীন ও পৃথক করা। কারণ, সরকারের পক্ষে কাজ করাই আমলাদের কাজ। পুলিশ আমলাদের সাহায্য করবে। কিন্তু পুলিশ আমলাদের অধীনে থাকবে, এটা কাম্য নয়। স্থানীয় প্রশাসনে আমলারা জেলার আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু পুলিশ কাজ করবে তার ঊর্ধ্বতনের অধীনে। সেটা ঢাকায় হোক বা ঢাকার বাইরে। প্রশাসন বা সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নের হাতিয়ার পুলিশ হতে পারে না। আমলারা পুলিশ সংস্কার চাইবে, এটা সহসা হওয়ার কথা নয়। তাই কমিশনে পুলিশের সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আধিক্য থাকলেই ভালো হতো। ২০০৭ সালে যে কমিটি করা হয়, সেখানে পুলিশ সদস্যই বেশি ছিলেন। কিন্তু এ কমিশনে শুধু দুজন সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা আর চারজন আমলা। সরকার যদি মনে করে, এদের দ্বারা স্বাধীন পুলিশ কমিশন বা পুলিশ সংস্কারের প্রস্তাব আসা সম্ভব, সেটি ভিন্ন কথা। কিন্তু সাধারণভাবে এখানে সাবেক পুলিশ কর্মকর্তাদের থাকাই বেশি যুক্তিযুক্ত ছিল।

স্মর্তব্য, ২০০৭ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারও পুলিশ সংস্কার নিয়ে একটি কমিটি করে। ১৫ সদস্যের ওই কমিটিতে ১২ জনই ছিলেন সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা। ২০০৭ সালের অধ্যাদেশটি আলোর মুখ দেখেনি। কারণ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক পর্যালোচনা কমিটির নানা পর্যালোচনা ও সুপারিশের ভারে সেটি বাস্তবায়ন হয়নি। সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ অনেক। তারপরও আশা, এ সরকার পুলিশ সংস্কারের একটি ভালো প্রস্তাব জাতিকে উপহার দিতে পারবে। দেশের পুলিশ সংস্কার হলে অনেক কিছু আপনাআপনি সংস্কার হয়ে যাবে। তবে একটি বাহিনীর সংস্কার এত সহজ কাজ নয়। দীর্ঘদিন ধরে যে সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে একটি বাহিনী ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে, রাতারাতি তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। আইন দিয়ে একটি সংস্থাকে কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু তার সংস্কৃতি বা আচরণ রাতারাতি পরিবর্তন সম্ভব নয়। দুদিন আগেও যে মানুষটি উৎকোচ গ্রহণ করত, দুদিন পরে আইন যতই কঠোর হোক না কেন, ঘুস খাওয়ার জন্য সে বিকল্প পথ খুঁজবেই। কিন্তু তারপরও তো আমাদের আইন ও বিধি পরিবর্তন করতে হবে। পাশাপাশি সংস্কৃতি ও আচরণবিধির পরিবর্তনের চেষ্টাও চালিয়ে যেতে হবে। আঁধার বলে তো আর পথ চলা বন্ধ করা যায় না।

বর্তমান কমিশনের কাজ অনেকটাই সহজ করে দিয়ে গেছে আগের কমিটি। একটা খসড়া প্রণয়ন করাই আছে। সেটার কিছু প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন করলেই কাজটি অনেকটা এগিয়ে যাবে। এছাড়া অন্যান্য দেশের পুলিশ কীভাবে কাজ করে সেটিও দেখা দরকার। অন্যান্য দেশের পুলিশ প্রশাসনের ভালো রেফারেন্স আমরা পর্যালোচনা করতে পারি।

রাষ্ট্রের সব জরুরি কাজই পুলিশের ওপর নির্ভরশীল। দেশের বিচার ব্যবস্থার এক অপরিহার্য অংশ হচ্ছে পুলিশ। প্রস্তাবিত সংশোধনীর সময় বিদ্যমান ফৌজদারি বিধি ও দণ্ডবিধির কথাও মনে রাখতে হবে। ফৌজদারি আইন ও দণ্ডবিধির পরিবর্তন যেহেতু আরও ব্যাপক ও সময়সাপেক্ষ তাই আপাতত শুধু পুলিশ আইন ও বিধিরই সংশোধন হবে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সে সংশোধন বা সংস্কার যাতে বিদ্যমান অন্যান্য আইনের প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত না করে সেদিকেও নজর থাকতে হবে।

দেশের আইনশৃঙ্খলা, অপরাধ ও অপরাধীদের নিয়ে পুলিশ কাজ করে। এ কাজ করতে গিয়ে পুলিশের কোনো কোনো সদস্য নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। আইনে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের ব্যবস্থা থাকতে হবে ও তার ভিত্তিতে পুলিশের বিচারও হতে হবে। পুলিশের অপরাধ তদন্তের কাজ পুলিশকে দিয়ে করালে সেখানে সঠিক তদন্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। পুলিশের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ সাধারণ নাগরিকের অপরাধের অভিযোগের চেয়েও গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে। সরল মনে দায় মোচনের অজুহাতে পুলিশের অপরাধ এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। পুলিশের অপরাধের বিরুদ্ধে শুধু প্রশাসনিক বা বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণই যথেষ্ট নয়।

পুলিশের ওপর রাজনৈতিক খবরদারির সুযোগ বন্ধ করা জরুরি। একটি স্বাধীন পুলিশ কমিশন করার বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে। কমিশনের পৃথক সচিবালয়ও থাকা দরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুলিশ থাকলেও পুলিশ কাজ করবে তার কর্মপরিধি ও গাইডলাইন অনুযায়ী; শুধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আদেশে নয়। কোনো দল বা ব্যক্তির রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য পুলিশ কাজ করবে না। এটি নিশ্চিত করতে হবে। পুলিশ কমিশন হতে হবে স্বাধীন। এ কমিশনে সরকার ও বিরোধী দলের সদস্যদের সমান অংশগ্রহণ জরুরি। এছাড়া নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিও থাকতে হবে। সার্বিকভাবে পুলিশ কাজ করবে কমিশনের অধীনে। নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি থাকবে কমিশনের অধীনে। দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ইত্যাদির ভিত্তিতে পুলিশের বদলি ও পদোন্নতি নিশ্চিত করতে হবে।

বিগত সরকারের আমলে দেখা গেছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতার নির্দেশে মামলা নেওয়া হতো বা নেওয়া হতো না। কাজেই, সরকার বা কোনো ব্যক্তির নির্দেশে যাতে পুলিশ কাজ না করে সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

পুলিশ সংস্কারে নারী ও শিশুদের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। তাদের জন্য পৃথক থানার দরকার নেই। তবে পৃথক অফিসার ও বিভাগ থাকা জরুরি। নারীরাও যেন নির্ভয়ে তাদের সমস্যা নিয়ে থানায় যেতে পারে সে ব্যবস্থা থাকা চাই। থানাগুলো যেন হয় জনগণের প্রাথমিক আশ্রয়স্থল। পুলিশ যেন হয়ে ওঠে জনগণের প্রথম ভরসাস্থল। পুলিশের অর্জন অনেক, ত্যাগও অনেক। পাশাপাশি গ্লানিও কম নয়। অতীতের সেই গ্লানি মুছে গিয়ে পুলিশ হয়ে উঠুক জনগণের ভাই-বন্ধু।

টাওয়ার হ্যামলেটসে দুই বছরে ১৪০০ বৃক্ষরোপণ

৪৫ শতাংশ বৃক্ষ রোপণের লক্ষ্য অতিক্রম

গত দুই বছরে কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত ১ হাজার ৪০০ টিরও বেশি গাছ টাওয়ার হ্যামলেটস্ বারায় রোপণ করা হয়েছে। নতুন এক পরিসংখ্যান দেখা যায় যে, ২০২২ সালে নির্ধারিত তিন বছরের মেয়াদে ১,০০০ নতুন গাছ রোপনের লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে। কাউন্সিলের এক মিলিয়ন পাউন্ডের কর্মসূচির অংশ হিসাবে ১,৪৫১টি নতুন গাছ বিতরণ করা হয়েছে। এর ফলে, বরো জুড়ে রাস্তার পাশে ৭০২টি নতুন গাছ, ৪৫৫টি পার্ক এবং সবুজ জায়গায় নতুন গাছ এবং হাউজিং এস্টেট জুড়ে ২৯৪টি গাছ রোপণ করা হয়েছে।

এই নতুন গাছগুলির পাশাপাশি কাউন্সিল আরও ১,৯৭৬ টি গাছ লাগিয়েছে, যেগুলির অর্থায়ন হয়েছে মূলধনের মিশ্রণ এবং বহিরাগত অনুদানের তহবিল এবং একই সাথে ট্রি ফর ট্রিজ এর মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের দেয়া অনুদান থেকে। সব মিলিয়ে গত দুই বছরে ৩,৪২৭ টি গাছ লাগানো হয়েছে।

আসন্ন শীত/বসন্ত বৃক্ষরোপণ মৌসুমে কাউন্সিলের অর্থায়নে আরও প্রায় ২ শতাধিক গাছ লাগানোর কথা রয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "আমি খুবই গর্বিত যে আমরা শুধু লক্ষ্যে

পৌঁছাইনি, বরো জুড়ে ১,০০০টি নতুন গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছি। পরিষ্কার, দূষণমুক্ত নান্দনিক বারা গড়ে তুলতে বৃক্ষ এবং সবুজ পরিবেশ অত্যাবশ্যক।"

মেয়র বলেন, "এই ১ মিলিয়ন পাউন্ডের তহবিলটি আমাদের বরোকে সবুজ করার জন্য ব্যবহার করা অব্যাহত থাকবে-আমরা এই তহবিলের সহায়তায় এই শীতে এবং বসন্তের রোপণ মৌসুমে ২০০ টিরও বেশি নতুন গাছ লাগানোর আশা করছি।"

কাউন্সিলের পরিবেশ ও জলবায়ু জরুরী বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর শফি আহমেদ বলেন, "আমাদের পাবলিক স্পেসগুলিকে সুন্দর করতে, আমাদের রাস্তা এবং পার্কগুলিকে সবার জন্য আরও ভাল করে তুলতে গাছগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গাছগুলি আমাদের বোরোকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আরও স্থিতিস্থাপক করতে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ও সালফার ডাই অক্সাইডের মতো দূষক শোষণ করে বায়ুর গুণমান উন্নত করতে সহায়তা করে।"

তিনি বলেন, "আরও গাছ লাগানো, বিশেষ করে এমন এলাকায় যেখানে আরও সবুজের প্রয়োজন আছে, সেখানে বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। একই সাথে এটা নিশ্চিত করা যে, গাছ আমাদের জন্য যে স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত সুবিধাগুলি প্রদান করে তা আমাদের সর্বস্তরের বাসিন্দারা উপভোগ করতে পারেন।"

আরও তথ্যের জন্য, আপনি আমাদের ২০২০-২০২৫ ট্রি ম্যানেজমেন্ট কৌশল পড়তে পারেন।

আপনি কী গাছ লাগানোর সাথে জড়িত হতে আগ্রহী? চ্যারিটি সংগঠন ট্রি ফর স্ট্রিটজ-এর সাথে অংশীদারিত্বে কাউন্সিল স্থানীয় বাসিন্দাদের এবং ব্যবসায়ীদের তাদের নিজেদের আশেপাশের এলাকায় বৃক্ষ রোপনে পৃষ্ঠপোষকতায় সহায়তা করে।

আপনি যদি ২০২৪ সালের নভেম্বরের শেষের আগে একটি গাছ স্পন্সর করেন তবে আপনার গাছটি এই শীতকালীন ২০২৪-বসন্ত ২০২৫ রোপণ মৌসুমে রোপণ করা হবে। এ ব্যাপারে আরো তথ্য জানতে ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বৃটেনের সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

প্রতি শুক্রবার সকল মসজিদে সপ্তাহজুড়ে গ্রোসারী শপে

বিজ্ঞাপনে বিশেষ অফার যোগাযোগ করুন

07940 782 876, 020 3540 0942

আরবি পড়াইতে চাই

আপনি কি আপনার সন্তানকে সহিহ শুদ্ধভাবে তাজবীদ সহকারে কুরআন শিক্ষা দিতে চান?

১০-১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আলিম ও আলিমা (মহিলা) দ্বারা কুরআন শরীফ ও দ্বীনি শিক্ষা দেয়া হয়।

যোগাযোগ : আহসান আহমেদ (ক্বারী ও আলিম)

Mob: 07466 689 586

WD: 29-33

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

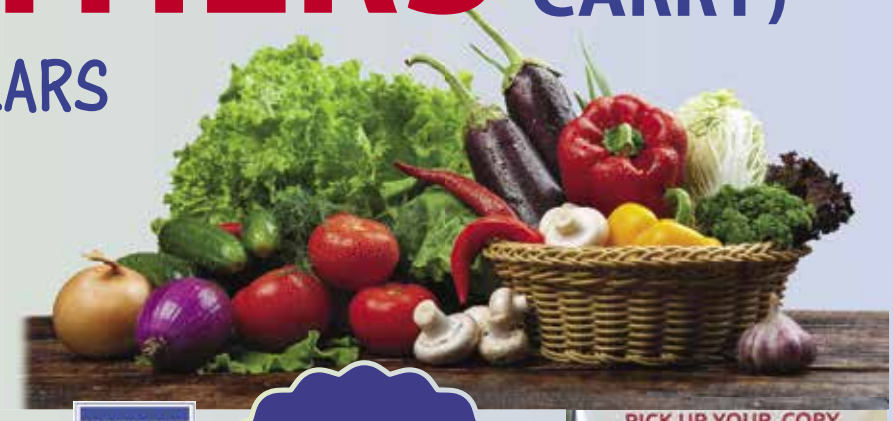

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

সাথে পাচ্ছেন এক কপি সাপ্তাহিক দেশ ফ্রি

17 ZAMAN BROTHERS

19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

ইস্ট লন্ডন মস্ক ট্রাস্টের ৬৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

লন্ডন, ১৬ অক্টোবর ২০২৪: ইস্ট লন্ডন মসজিদ ট্রাস্ট (ইএলএমটি)-এর ৬৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উপস্থিত ইস্ট লন্ডন মস্ক ট্রাস্টের সদস্যরা বিগত বছরের অর্জন এবং ২০২৪-২৫ সালের অগ্রাধিকারগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। ইস্ট লন্ডন মসজিদ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ডক্টর আব্দুল হাই মুর্শেদ মসজিদের গত এক বছর বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরে সভার সূচনা করেন এবং সকল সদস্যকে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি নানা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মধ্যেও মসজিদকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য কমিউনিটির প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, "আল্লাহর রহমতে এবং আমাদের কমিউনিটি, স্টাফ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের আন্তরিক সহযোগিতায় ইস্ট লন্ডন মসজিদ তার সেবার পরিধি আরো বৃদ্ধি করতে পেরেছে। তিনি বলেন আমাদের সেবাগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছেছে এবং সেবা, শিক্ষা এবং অনুপ্রেরণার মিশন বাস্তবায়নে আমাদের প্রচেষ্টা অগ্রভাগে রয়েছে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের নবনিযুক্ত সিইও জুনায়েদ আহমেদ ২০২৪-২৫ সালের জন্য ট্রাস্টের কৌশলগত অগ্রাধিকারের রূপরেখা তুলে ধরে একটি বিস্তারিত প্রেজেন্টেশন দেন । সেবাগুলোর দীর্ঘমেয়াদী টেকসই নিশ্চিত করতে তিনি মসজিদের কার্যক্রমকে স্থিতিশীল ও সুসংহত করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি বিভিন্ন প্রজেক্ট এবং সেবা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়াগুলির উন্নতি এবং আগামী রমজানে সফলভাবে ফান্ডরেইজিংয়ের প্রচারাভিযান নিয়ে কথা বলেন। ট্রাস্টের সদস্যরা মসজিদের ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা সম্পর্কে গঠনমূলক আলোচনায় আর্থিক স্থিতিশীলতা শক্তিশালীকরণ, সেবা কার্যক্রমের উন্নতি এবং ফেইজ-৩ নামাজের হল সম্প্রসারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলিকে এগিয়ে নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই মুর্শেদ মসজিদের অগ্রযাত্রায় অবদানের জন্য কমিউনিটি, স্বেচ্ছাসেবক এবং স্টাফদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির বার্ষিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। গত সোমবার (১৪ অক্টোবর) বিকাল চারটায় নিউহাম লেজার সেন্টারে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় সর্বমোট ১৫ টি দল অংশ নেয়।

খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আনসার আহমদ উল্লাহ। এতে সংগঠনের সহসভাপতি জামাল আহমদ খান এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউহাম কাউন্সিলের চেয়ার রহিমা রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্কিং এন্ড ডেগেনহাম কাউন্সিলের মেয়র মঈন কাদরী ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, কমিউনিটি নেতা আব্দুল আহাদ চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউকেবাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের আহমদ।

সভায় বক্তারা বলেন, এই যান্ত্রিক জীবনে খেলাধুলা আমাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য। এধরনের আয়োজনের ভূঁয়সী প্রশংসা করে বক্তারা বলেন, বৃটেনে বাংলা সংবাদপত্রে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটি সবসময় ব্যতিক্রম কিছু আয়োজন করে যা বাঙালী কমিউনিটির কল্যাণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এই ধারা অব্যাহত রাখতে রিপোর্টার্স ইউনিটির প্রতি আহবান জানান বক্তারা।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ইউকেবাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সহসভাপতি সাজিদুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক সালেহ আহমদ, কোষাধ্যক্ষ এসকেএম আশরাফুল হুদা, অর্গেনাইজিং এন্ড ট্রেনিং সেক্রেটারী এম এ বাছির, সাংবাদিক শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলাল, ইভেন্ট সেক্রেটারী এ রহমান অলি, সাংবাদিক সোহাগ, নিউহাম ক্লাবের পক্ষ থেকে আলমগীর হোসেন. আব্দুল বাছির, আবু বকর,জাকির হোসেন, আব্দুল বাছিত প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট
£15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক
FISH
RICE
MEAT
CHICKEN
রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিআ
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

Community Development Initiative
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development
Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

সেন্টার ফর ব্রিটিশ বাংলাদেশীজ-এর সেমিনারে বক্তারা

ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের সম্পদ সুরক্ষায় সরকারকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

সেন্টার ফর ব্রিটিশ বাংলাদেশীজ (সিএফবিবি)-এর উদ্যোগে "বাংলাদেশে ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের সম্পদ সুরক্ষায় করণীয়" শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১১ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যায় লন্ডন মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে বৃটিশ-বাংলাদেশীদের সম্পদ অরক্ষিত। একশ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী মানুষ সবসময় ওৎপেতে বসে থাকে, সুযোগ পেলেই সেই সম্পদ নিজেদের দখলে নিয়ে নেবে। ইতিমধ্যে অনেক বৃটিশ-বাংলাদেশীর সম্পদ দখল হয়ে গেছে। নিজের সম্পদ দখলমুক্ত করতে তারা প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন, কিন্তু প্রকৃত সহযোগিতা পাচ্ছেন না। প্রশাসন অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবাসীদের পক্ষ না নিয়ে দখলকারির পক্ষ নিয়ে থাকে। তাই দখলকারিরা বহাল তবিয়তে রয়েছে। বক্তারা বলেন, একটি অরাজনৈতিক সরকার বর্তমানে দেশ পরিচালনা করছে । এটা একটি উপযুক্ত, দেশের সম্পদ নিয়ে আমাদের আশংকার বিষয়টি সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে তুলে ধরা। নতুবা আমাদের আমাদের অবর্তমানে একসময় সেই সহায় সম্পদ বেদখল হয়ে যাবে।

সিএফবিবি'র সভাপতি ড. জামাল উদ্দীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পীকার ব্যারিস্টার সায়েফ উদ্দিন খালেদ। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বৃটিশ-বাংলাদেশী জাজ ব্যারিস্টার নজরুল খসরু ও নিউহ্যাম কাউন্সিলের সাবেক ডেপুটি স্পীকার বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ । সেমিনারে আরো বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন সিএফবিবি'র জেনারেল সেক্রেটারি দেলওয়ার খান, ট্রেজারার বাবলুল হক বাবুল ও মোসাদ্দেক আহমদ।

প্রশ্নোত্তর পর্বে বক্তব্য রাখেন ইস্ট লন্ডন মস্ক ও লন্ডন মুসলিম সেন্টারের সিনিয়র কর্মকর্তা আসাদ জামান, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, মাওলানা আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ। ব্যারিস্টার নজরুল খসরু তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের অবদানের কথা তুলে ধরেন । তিনি দ্বৈত নাগরিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং উত্তরাধিকার আইনের সহজীকরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মূল বক্তব্যে ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ বৃটিশ-বাংলাদেশীদের ভোটাধিকারের দাবি বাস্তবায়ন, জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি ও পাওয়ার এটর্নি প্রদান সহজীকরণ, পাসপোর্টের জন্য আবেদনের পর পুলিশ ভেরিফিকেশনের নামে ঘুষবাণিজ্য বন্ধকরণসহ, বিমানবন্দরে প্রবাসী হয়রানী বন্ধের দাবী জানান। অন্যান্য বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের মন্ত্রী এমপিরা লন্ডনে এলে তাদেরকে কাছে আমরা দাবী দাওয়া পেশ করি। কিন্তু বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার পর তাদের আর সেই দাবীর কথা মনে থাকেনা। তাই এখন থেকে তাদেরকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে।

রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্টের মানেজমেন্ট কমিটির সভা

রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্টের মানেজমেন্ট কমিটির সভা গত রবিবার ১৩ অক্টোবর রাতে রমফোর্ড রোডের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি রোটারিয়ান শাহিন শাহ আলম চৌধুরীর পরিচালনায় শুরুতে তেলাওয়াত করেন কামরুল হোসেন দেলোয়ার।

সবার পরিচিতি পর্বের পর কমিটির সদস্যদের জন্য মতামত পর্বে আগামী ২২ ডিসেম্বর রবিবার এ বছরের জিসিএসই ও এ লেভেল পরীক্ষায় ভালো রেজালট যারা করেছেন তাদের মধ্যে ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের এওয়ার্ড প্রদান ও বাংলাদেশের ৫৩ তম বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য, রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাষ্ট সংগঠনটি ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এলাকার বিভিন্ন বিষয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে যেমন শিক্ষা, হাউজিং বিষয়ে সুপরামর্শ, কর্মসংস্থান ও নেইবারহুডদের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্য জোরালো ভূমিকা রাখা। আগামি অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য একটি উপকমিটিও গঠন করা হয়।

কমিটির অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন মিডিয়া বাক্তিত্ব মিছবাহ জামাল, কবি ও ছড়াকার দিলু নাসের, ভাইস প্রেসিডেন্ট আফসর হোসেন এনাম, ট্রেজারার এনামুল হক এনাম, নিয়াজ চৌধুরী সুভন, মোহাম্মদ ফারুক উদ্দিন, জয়নুল চৌধুরী, আবু তারেক চৌধুরী, মোহাম্মদ আমিন,রেজাউল করিম রাজু,আজিজুর রহমান টিপু,,মকসুদ আহমদ, এলিন আহমেদ চৌধুরী, মহিউদ্দিন আহমদ আলমগীর, মঈনুল ইসলাম, ডা: সৈয়দ মাসুক আহমেদ, আবু সোহেল, সাবেক কাউন্সিলার আবু সামিহ, নাজমুল চোধুরী প্রমুখ।পরিশেষে নৈশভোজ অনুষ্ঠিত হয়। আগামি ২২ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানকে সার্বিক সফল করে তোলার লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

লন্ডনে বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম লোক উৎসব সম্পন্ন

লন্ডনে প্রথমবারের মতো বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম লোক উৎসব-২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৯ অক্টোবর বুধবার ব্রাডি আর্টস সেন্টারে আরিয়ান ফিল্ম এবং গ্লোব টিভি এই উৎসবের আয়োজন করে। এতে ব্রিটেনের বিভিন্ন স্থান থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বাউল সংগীত প্রেমী এবং বিপুল সংখ্যক দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

এতে ইউকে বিডি টিভির কালচারাল ডিরেক্টর ও উৎসব কমিটির সেক্রেটারি হেলেন ইসলাম, সুপ্রভা সিদ্দিকী, হাফসা ইসলাম, শেখ নুরুল ইসলাম এবং মতিউর রহমান তাজের যৌথ সঞ্চালনায় ব্রাডি আর্টস সেন্টারের দুটি মঞ্চে একযোগে দিনব্যাপী অর্ধ শতাধিক সুনামধন্য শিল্পী বাউল শাহ আব্দুল করিমের জারি, সারি, ভাটিয়ালী গান পরিবেশ করেন।

এতে 'গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান', 'বন্দে মায়া লাগাইছে', 'বন্ধুরে কই পাব সখী গো', 'কেন পিরিতি বাড়াইলা রে বন্ধু', 'তুমি বিনে আকুল পরাণ সহ বিভিন্ন জনপ্রিয় গান গেয়ে শুনান শিল্পিরা। পাশাপাশি আব্দুল করিমের জীবনী নিয়ে নির্মিত প্রমাণ্য চিত্র প্রদর্শনী হয়। উৎসব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধরনের খাবারের স্টল, পিঠা, কাপড়, জুয়েলারী, মেহেদী, ফটো ফ্রেম সহ রকমারি স্টলে ছিলো উপচেপড়া ভিড়। গত ৯ অক্টোবর বুধবার দুপুর ১২টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই উৎসব চলে।

এদিকে লোক উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে লন্ডনের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের জন্য ৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। তারা হলেন আনোয়ার চৌধুরী, আহবাব হোসেন, আলাউর রহমান, শেখ আলীউর রহমান, সিরাজ হক, জ্যোৎস্না ইসলাম, আকলু মিয়া, মাহি ফেরদৌস জলিল ও তাজরুল ইসলাম তাজ ।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক বৃটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী, বৃটেনের নিউহ্যাম কাউন্সিলের চেয়ার রহিমা রহমান, লন্ডন বরো অব বার্কিং এন্ড ডেগেনহ্যাম কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলার মঈন কাদরি, টাওয়ার হ্যামলেটেস এর সাবেক স্পীকার আহবাব হোসেন, প্রবাসের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক অকাউন্টেন্ট মাহমুদ এ রউফ, কমিউনিটি লিডার সিরাজ হক, রেডব্রিজ কাউন্সিলের সাবেক মেয়র জ্যোৎস্না ইসলাম, চ্যানেল এস এর ফাউন্ডার মাহি ফেরদৌস জলিল, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনার বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর, কবি মুজিবুল হক মনি, বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী আখলু মিয়া, কাউন্সিলার সাম ইসলাম, কাউন্সিলার ফয়জুর রহমান চৌধুরী, কাউন্সিলার মুজিবুর রহমান জসিম ও বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক ফোরাম ইউকের সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ শাফি কাদির প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিরা বলেন, কিংবদন্তি বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিমের সৃষ্টিজুড়ে আছে মানুষের, সাম্যের ও প্রেমের জয়গান। মরমী এই শিল্পীকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দিতে, তাঁর সৃষ্টি যেন মানুষের মধ্যে চিরকাল বেঁচে থাকে। এজন্য শিল্পকর্মকে প্রচার-প্রসার এবং তাঁর সৃষ্টিকে অনন্যতায় স্মরণ করতে এরকম উৎসব প্রতি বছর উদযাপন করা উচিত বলে উল্লেখ করে বক্তারা আরও বলেন, আব্দুল করিম একজন জাত বাউল, দার্শনিক, পর্যটক এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ ছিলেন। তিনি সবসময় সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন, দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের পক্ষেই ছিল তার সংগ্রাম। গানের মাধ্যমে সাম্য, মানুষের মুক্তি ও প্রেমের জয়গান গেয়েছেন তিনি,তার প্রতিটি কথা ছিল সাম্প্রদায়িকতার অব্যর্থ হাতিয়ার। তিনি জাত-পাত, শ্রেণি-বিদ্বেষ ভুলে মানুষকে সবসময় অসাম্প্রদায়িক জীবন-যাপনের পথে টেনেছেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক গ্লোব টিভির ফাউন্ডার চেয়ারম্যান তাজরুল ইসলাম তাজ ও ইউকে বিডি টিভির ভাইস চেয়ারম্যান উৎসব কমিটির চেয়ার শেখ নুরুল ইসলাম বলেন, সবার সহযোগিতার মাধ্যমে এবারের উৎসব সফল করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য তারা সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আগামী বছর ও এ ধরনের উৎসব আরও ব্যাপক ও বড়পরিসরে আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে উল্লেখ করে সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন। সংবাদ

সাংবাদিক আব্দুল বাছিত রফির পিতার মৃত্যুতে প্রেস ক্লাব নেতৃবৃন্দের শোক

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্য ও ওয়ান বাংলা নিউজের সিনিয়র রিপোর্টার সাংবাদিক আব্দুল বাছিত রফির পিতা হাজী মোঃ আব্দুল হান্নানের মৃত্যুতে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। ক্লাব সভাপতি মোহাম্মদ জুবায়ের, সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ ও কোষাধ্যক্ষ সালেহ আহমেদ এক শোকবার্তায় মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনার পাশাপাশি তাঁর স্বজনদের ধৈর্য্য ধারণের শক্তি দানের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া করেন।

উল্লেখ্য, মো. আব্দুল হান্নান ১১ অক্টোবর শুক্রবার বাংলাদেশ সময় দেড়টায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাহ ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৪ বছর। তিনি স্ত্রী, ৫ ছেলে, ২ কন্যা, নাতি-নাতনি সহ বহু আত্মীয়-স্বজন গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাজার নামাজ শনিবার বাদ আসর হোসেনপুরে গ্রামের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার নামাজে ইমামতি করেন মরহুমের পুত্র লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্য আব্দুল বাছিত রফি। তিনি তাঁর পিতার রুহের মাগফেরাতের জন্য সকলের কাছে দোয়া কামনা করেছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'

■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।

Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

*Competitive fees
*Excellent service

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

সৌমেন অধিকারীর কণ্ঠে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ স্মরণে প্রথম বাংলা গান

আজিজুল আম্বিয়া, লন্ডন : ব্রিটেনের প্রয়াত রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের জীবন স্মরণে এবার প্রথম বাংলায় গান বাঁধলেন পশ্চিম বাংলার (কলকাতার) স্বনামখ্যাত সুরকার ও সংগীত শিল্পী সৌম্যেন অধিকারী। ব্রিটেন প্রবাসী ব্রিটিশ বাংলাদেশী অধ্যাপক ও বিশিষ্ট নাট্যকার ড. আনোয়ারুল হকের কথায় এই অনুপম সৃষ্টি গ্রেটব্রিটেন তথা সমগ্র বিশ্বে বাংলা সংস্কৃতির অঙ্গনে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। গেল ২৬ সেপ্টেম্বর গানটির মিউজিক ভিডিও প্রকাশ করেছে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী বিঠোফেন রেকর্ডস কোম্পানি। এই মিউজিক ভিডিওর সাবটাইটেল লিখেছেন ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ড. নাজিয়া খানম। যিনি রাণীর দেওয়া খেতাব ইংল্যান্ডের ওবিই ডিএল সম্মানে ভূষিত। সম্ভবত বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম ব্রিটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ স্মরণে মিউজিক ভিডিও। ড. আনোয়ারুল হকের লিখা এই গানে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের বর্ণাঢ্য জীবনের কথা সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

গানের সুরকার ও শিল্পি সৌম্যেন অধিকারী বলেন, রাণীর প্রয়াণের পর পরই এই গান লিখেছিলেন ড .আনোয়ারুল হক। তাঁর ইচ্ছা ছিল এটি গান হিসাবে প্রকাশিত হোক, কিন্তু দীর্ঘদিন কেটে গেলেও তা আলোর মুখ দেখেনি। গানটি যখন ড. আনোয়ারুল হক প্রথম আমার হাতে তুলে দিলেন, গানের কথাগুলো পড়েই মনে হল এই মহৎ কাজটি আমার করা উচিত। সেখানেই শুরু, তারপর প্রায় বছর খানেক সময় লেগেছে এই গান সৃষ্টির নেপথ্য। যেহেতু এটি বাংলা গান তাই এই গানের ভিডিওতে ইংরেজি সাবটাইটেল রয়েছে বিদেশি শ্রোতাদের বোঝবার জন্যে। আমরা ধন্য যে এই ঐতিহাসিক গানটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ও সবসময় আমাদের উৎসাহ যুগিয়েছেন ব্রিটেনে বাঙ্গালী কমিউনিটির অতি সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব ড. নাজিয়া খানম। আজ এটি সার্থক রূপ পেয়েছে ভালো লাগছে। যাঁরা এই কাজের নেপথ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের প্রতি রইলো আমার আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমার বিশ্বাস এ গানটি সংগীত প্রেমীদের মনে স্থান করে নিতে পারবে।

লন্ডনে দুবাই প্রপার্টি শো অনুষ্ঠিত

সেন্ট্রাল লন্ডনের ম্যারিয়েট গ্রসভেনর হোটেলে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে গত ৫ ও ৬ অক্টোবর দুবাই প্রপার্টি শো অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুবাইয়ের বিখ্যাত মাস্টার ডেভেলপার দামাক প্রপার্টিজ আয়োজিত এই দুই দিনের ইভেন্টে প্রপার্টি বিনিয়োগকারীদের সাথে দুবাইয়ের রিয়েল এস্টেটের বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। যা বড় সংখ্যক বিনিয়োগকারী ও রিয়েল এস্টেট উৎসাহীদের আকৃষ্ট করেছে।

এই প্রদর্শনীতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিনিয়োগকারীরা অংশগ্রহণ করেন। যেখানে তারা দুবাইয়ের উন্নয়নশীল রিয়েল এস্টেট সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা লাভের পাশাপাশি প্রপার্টি কেনার সুযোগও পান। অংশগ্রহণকারীরা অফ-প্ল্যান প্রকল্প, বিলাসবহুল ভিলা, এবং উচ্চমানের আবাসিক উন্নয়নগুলি সম্পর্কে বিশদ পরামর্শ নিতে পারেন। পাশাপাশি বিনিয়োগের আইনি ও আর্থিক দিকগুলো সম্পর্কেও জানার সুযোগ ছিল।

দামাক প্রপার্টিজের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইউনিক প্রপার্টিজ এই প্রদর্শনী আয়োজনের অংশীদার ছিল। লন্ডনে এই আয়োজনের চ্যানেল পার্টনার হিসেবে কাজ করেছে শাহ কেপিটাল লিমিটেড। শাহ কেপিটাল লিমিটেড, একটি যুক্তরাজ্য নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান, দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটেনে প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট ও বিনিয়োগ খাতে কাজ করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও বিনিয়োগ সেবায় বিশেষজ্ঞ এবং ব্রিটেন ও দুবাই উভয় বাজারেই সফলভাবে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে কাজ করছে।

শাহ কেপিটালের সহযোগী প্রতিষ্ঠান শাহ রিয়েল এস্টেট এলএলসি সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট এবং দুবাই রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটিতে নিবন্ধিত, যা তাদের বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের সাথে কার্যকরভাবে কাজ করতে সক্ষম করে তুলেছে। যুক্তরাজ্য ও দুবাই উভয় অঞ্চলে প্রতিষ্ঠানটির উপস্থিতি বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি নির্বিঘ্ন রিয়েল এস্টেট সেবা প্রদান করে।

শাহ রিয়েল এস্টেট এলএলসি (দুবাই) এবং শাহ কেপিটাল লিমিটেড (যুক্তরাজ্য) এর সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আনোয়ার শাহজাহান, যিনি একজন ব্রিটিশ প্রপার্টি ডেভেলপার। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা নিয়ে তিনি উভয় প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। তিনি যুক্তরাজ্যের বিনিয়োগকারীদের দুবাইয়ের রিয়েল এস্টেটের সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরতে অত্যন্ত সফল।

দুবাই প্রপার্টি শো-এর সাফল্য সম্পর্কে আনোয়ার শাহজাহান বলেন, ই ইভেন্টটি যুক্তরাজ্যের বিনিয়োগকারীদের জন্য দুবাইয়ের সমৃদ্ধ প্রপার্টি বাজার সম্পর্কে জানার এবং বুদ্ধিদীপ্ত বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটি অসাধারণ প্ল্যাটফর্ম। দামাক প্রপার্টিজ এবং ইউনিক প্রপার্টিজের সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব আমাদের গ্রাহকদের জন্য এক্সক্লুসিভ সুযোগ ও সেবা প্রদানে আরও শক্তিশালী করেছে।

দুবাই প্রপার্টি বিনিয়োগ ও সেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। দুবাই প্রপার্টি শো একটি বার্ষিক ইভেন্ট, যা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে গতিশীল রিয়েল এস্টেট বাজারের প্রবেশদ্বার হিসাবে কাজ করে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাজ্য হেফাজতে ইসলামের ১০১ সদস্যের নতুন কমিটি গঠিত

যুক্তরাজ্য হেফাজতে ইসলামের ১০১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ৬ অক্টোবর রবিবার এই কমিটি গঠন করা হয়।

এতে মাওলানা আব্দুর রহমান মনোহরপূরী সভাপতি ও মাওলানা গোলাম কিবরিয়া জেনারেল সেক্রেটারি করে সারা দেশের বিভিন্ন শহর থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে গঠিত মজলিসে শুরার সভায় সর্বদলীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে এই কমিটি গঠিত হয়।

হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিভাগের সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক মাওলানা আবদুল কাদির সালেহ, ড. মাওলানা শোয়াইব আহমদ, মাওলানা গোলাম কিবরিয়া ও মাওলানা ফয়েজ আহমদের আহবানে বৃটেনের উলামায়ে কেরাম মজলিসে শুরার এ সভায় যোগদান করেন।

এর পূর্বে আন্তর্জাতিক বিভাগের সম্পাদকগণ বিভিন্ন শহর সফর করে উলামায়ে কেরামের সাথে মতবিনিময় করে স্থানীয় শুরা প্রতিনিধি ও সমন্বয়ক মনোনীত করেন। হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা আবদুল কাদির সালেহ এর সভাপতিত্বে এবং হেফাজতে ইসলামের সহআন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা গোলাম কিবরিয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত শুরা সদস্যগন বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে গোপন ব্যালটে তাঁদের রায় ব্যক্ত করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সব পদ উক্ত বৈঠকেই নির্ধারিত হয়।

শুরুতেই স্বাগত বক্তব্যে অধ্যাপক মাওলানা আবদুল কাদির সালেহ উপস্থিত সকল শুরা সদস্যগনকে ইলামী গণজাগরনকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে দূরদূরান্তের বিভিন্ন শহর থেকে আগমন করায় ধন্যবাদ জানান। তিনি শাপলা চত্বরে শহীদান, মোদিও মূর্তি বিরোধী আন্দোলন সহ জুলাই গণ অভ্যুত্থানে শহীদ সকল শহীদানের সর্বোচ্চ মাকাম কামনা করে আওয়ামী সরকারের শাসনামলে সকল গণ হত্যার তদন্ত ও বিচারের জন্য কমিশন গঠনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

দায়িত্ব গ্রহনকালে হেফাজতের যুক্তরাজ্য শাখার নব নির্বাচিত সভাপতি মুফতি আব্দুর রহমান মনোহরপূরী বলেন, মুসলমানদের ঈমান আকীদা সংরক্ষন ও দ্বীন ইসলামের মর্যাদা ও স্বার্থবিরোধী সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দল মত নির্বিশেষে সকল উলামায়ে কেরাম ও ইসলাম প্রিয় জনগনের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম হিসেবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যাক্ত করেন। পরবর্তীতে গত ৯ অক্টোবর খুসুসী সভায় কমিটির অন্যান্য পদ সহ সর্বসম্মতিক্রমে ১০১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিলেট শহরে বাড়িসহ জায়গা বিক্রি

শাহজালাল উপশহরের সি-ব্লক হতে তিন মিনিট হাঁটার দূরত্বে ও সৈদানীবাঘ জামে মসজিদের সন্নিকটে

সাড়ে ৪০ ডেসিমেল জায়গার উপর নির্মিত দু'তলা ফাউন্ডেশনের একতলা বাড়ি জায়গাসহ বিক্রি হবে।

মূল্য আলোচনা সাপেক্ষে। জায়গার সব কাগজপত্র সম্পূর্ণ সঠিক পাবেন। ইনশাআল্লাহ তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। বিক্রয়মূল্য ফোনে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারবেন।

এছাড়াও, সৈদানীবাঘ জামে মসজিদের পাশে বাড়ি তৈরির উপযোগী আরো সাড়ে ৭ ডেসিমেল জায়গা বিক্রি হবে। দাম আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারবেন।

সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ, যারা প্রকৃত আগ্রহী শুধু তারাই কল করবেন। অনর্থক ফোন করে কষ্ট দিবেন না। দয়া করে নামাজের সময় ফোন করবেন না।

Contact:
07305 568 096, 07305 566 834
WD:30-33

সুনামগঞ্জ জেলা ওয়েলফেয়ার ইউকের নবনির্বাচিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

খালেদ মাসুদ রনি

সুনামগঞ্জ জেলা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের নবনির্বাচিত কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৭ অক্টোবর সোমবার ইস্ট লন্ডনের ব্রিকলেনের একটি হলে এ সভা হয়।

এতে সংগঠনের সভাপতি বিশিষ্ট শিল্পপতি মোহাম্মদ আবুল লেইছ-এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মো. ছানাওর আলী কয়েছের সঞ্চালনায় শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা তরিকুল ইসলাম। সংগঠনের ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কাউন্সিলর ইকবাল হোসেন, আহবাব মিয়া, ছানাওর আলী কয়েছ, কামরুজজামান চৌধুরী, সাবেক চেয়ারম্যান নূরুল আমীন, শায়েখ মিয়া, ব্যারিস্টার রফিক আহমদ, অধ্যাপক ওমর ফারুক, আবদুল মালিক কুটি, অ্যাডভোকেট আমীর উদ্দীন, আলাউদ্দীন আহমদ মুক্তা, অধ্যাপক আব্দুর রব, ছানু মিয়া, রেদোয়ান খান, মুফতি আবদুল ওয়াদুদ লতফি, ইকবাল হোসেন, সওকত আলী, তাহিরুল ইসলাম, আবুল মনসুর রুমেল, সবুজ মিয়া, সেলিম উদ্দীন, মাছুম মিয়া তালুকদার, আবদুল বাছিত শেলু, নজির উদদীন, আমীর হোসেন, আবুল হোসেন রফিক, জিলু আহমেদ, আবুল হোসেন প্রমুখ।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আহবাব মিয়ার নেতৃত্বে সুনামগঞ্জের সকল উপজেলার প্রতিনিধিত্ব নিয়ে একটি শক্তিশালী উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। এছাড়া শীঘ্রই একটি ট্রিপের আয়োজন করাসহ বিলেতে নতুন প্রজন্মকে সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণে আগ্রহী করতে বিভিন্ন পদক্ষেপের অংশ হিসেবে অদূর ভবিষ্যতে একটি সেমিনার এবং কনফারেন্স করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি আগামী ঈদ পরবর্তী নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান হাউস অব কমন্সে আয়োজনের বিষয়ে সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ আবুল লেইছ সাহেবের নেতৃত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়।

সবার পক্ষ থেকে সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রুপান্তর এবং বিশ্বের অন্যান্য বিমান ওঠা নামার সুযোগসহ বিমান ভাড়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি জোর দাবী জানানো হয়। সংগঠনের সম্মানীত নির্বাহী সদস্য আলা উদ্দীন আহমদ মুক্তার সহধর্মিনীর মৃত্যুতে মরহুমার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সংগঠনের কার্যকরী কমিটিতে মহিলা সম্পাদিকা হিসেবে কাউন্সিলর লুৎফা রহমান ছাতক এবং যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে শওকত আলী (জগন্নাথপুর) অন্তর্ভুক্ত হলে তাদেরকে স্বাগত জানানো হয়। সভার সভাপতি মোহাম্মদ আবুল লেইছ সবাইকে আপ্যায়নেক আহ্বান ও ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্ত ঘোষণা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাংবাদিক আব্দুল বাছিত রফির পিতার মৃত্যুতে জিএসসির শোক

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে (জিএসসি) সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য ও সাউথ ইস্ট রিজিওনের জয়েন্ট কনভেনর, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্য সাংবাদিক আব্দুল বাছিত রফির পিতা বিশিষ্ট সমাজসেবক শিক্ষানুরাগী আলহাজ্ব মো. আব্দুল হান্নানের মৃত্যুতে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

গ্রেটার সিলেট ইউকের প্রেটন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হাসনাত এম হোসেইন এমবিই, গ্রেটার সিলেট ইউকের প্রেটন বিশিষ্ট সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী, সাবেক চেয়ারপার্সন বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী নুরুল ইসলাম মাহবুব, সাবেক সেক্রেটারি ৭১ বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম কয়সর, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কনভেনর কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর, কো-কনভেনর বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী মসুদ আহমদ, সংগঠনের সদস্য সচিব বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মুজিবুর রহমান, অর্থ সচিব এম আসরাফ মিয়া, সাউথ ইস্ট রিজিওনের কনভেনর হারুনুর রশিদ, কো-কনভেনর জামাল উদ্দিন, সিনিয়র জয়েন্ট কনভেনর মোঃ তাজুল ইসলাম সহ গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের সকল সদস্য ও নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে এক যৌথ শোক বার্তায় মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। শোকবার্তায় তারা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনার পাশাপাশি তাঁর স্বজনদের ধৈর্য্য ধারণ এবং এই শোক কাটিয়ে উঠার শক্তি দানের জন্য মহান আল্লাহর কাছে সকলকে দোয়ার আহবান জানান।

উল্লেখ্য, আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল হান্নান গত ১১ অক্টোবর শুক্রবার বাংলাদেশ সময় দেড়টায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাহ ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৪ বছর। তিনি স্ত্রী, ৫ ছেলে, ২ কন্যা, নাতি-নাতনি সহ বহু আত্মীয়-স্বজন গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযার নামাজ শনিবার বাদ আসর হোসেনপুরে গ্রামের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাযার নামাজে ইমামতি করেন মরহুমের পুত্র লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্য আব্দুল বাছিত রফি। তিনিও তাঁর পিতার রুহের মাগফেরাতের জন্য সকলের কাছে দোয়া কামনা

করেছেন। বিশ্বনাথের নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষানুরাগী হাজী মোঃ আব্দুল হান্নান ১৯৪০ সালে উপজেলার খাজাঞ্চী ইউনিয়নের হোসেনপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এলাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তিনি নিজ গ্রামের হোসেন পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভূমিদাতা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এছাড়াও নিজ এলাকায় শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে ২০০৪ সালে নিজ ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করেন খাজাঞ্চী একাডেমি অ্যান্ড উচ্চ বিদ্যালয়। এছাড়া তিনি সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার খাজাঞ্চী একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা, সমাজসেবী, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ইউনিয়ন পরিষদের রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির ওয়ার্কশপ সম্পন্ন

ইস্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটি সংস্থার উদ্যোগে টাওয়ার হ্যামলেটের বাসিন্দাদের জন্য চ্যারিটি ক্যাপাসিটি বিলডিং ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। গত ১০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে এই ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

টাওয়ার হ্যামলেটেস কাউন্সিলের আর্থিক সহযোগিতায় এই ওয়ার্কশপের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটির সংস্থার চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট সাংবাদিক নবাব উদ্দিন ও চীফ এক্সিকিউটিভ উদীয়মান সাংবাদিক আ স ম মাসুম।

চ্যারেটি বিশেষজ্ঞ শোয়েব আহমেদ এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মুহিত উদ্দিন যৌথভাবে এই কর্মশালাটি পরিচালনা করেন, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা কমিউনিটির সেবা প্রদানের মূল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন ইস্টহ্যান্ডসের চেয়ার নবাব উদ্দিন, ট্রাস্টি বাবলু হক, সিইও আ স ম মাসুম, উপদেষ্টা মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল এবং আরও বেশ কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক ও সমন্বয়কারী, যারা টাওয়ার হ্যামলেটস সম্প্রদায়কে সেবা প্রদানে তাদের দক্ষতা বাড়াতে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নেন।

সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, আইনজীবীসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়জিত কমিউনিটির ৩০ জনেরও বেশি মানুষ উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সফল ও অর্থবহ করেছেন। এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্টাফ, ট্রাস্টি, স্বেচ্ছাসেবক এবং কমিটির সদস্যদের এমন দক্ষতা প্রদান করা, যা তাদের

পরিচালিত সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান উন্নতিতে সহায়ক হবে এবং চ্যারিটি কমিশনের নিয়মমাফিক রক্ষণাবেক্ষণ ও সকল প্রকার সংস্কারের বিষয়টিকে নতুনভাবে সম্পন্ন হবে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের অর্থায়নে পরিচালিত এবং ইস্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটির সংস্থার উদ্যোগে অনেক গুলো কর্মশালার আয়োজন করা হবে, সেই ধারাবাহিকতার একটি অংশ, যা সহযোগিতা ও সহানুভূতির মাধ্যমে পূর্ব লন্ডনের দরিদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য আশার আলো হয়ে কাজ করে। ইস্টহ্যান্ডস তার টিমের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বাসিন্দাদের জন্য পরিসেবার মান বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং নিশ্চিত করছে যে সম্প্রদায় আরও ভালোভাবে প্রয়োজনীয় সম্পদগুলোর সাথে সংযুক্ত থাকবে।

সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মশালার লক্ষ্যসমূহ:

কমিউনিটির সাথে যুক্ত থাকার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন: স্টাফ, স্বেচ্ছাসেবক এবং ট্রাস্টিদেরকে এমন সরঞ্জাম প্রদান করা, যা তাদের সম্প্রদায়ের সাথে কার্যকরভাবে যুক্ত হতে এবং স্থানীয় চাহিদাগুলো মোকাবিলা করতে সক্ষম করবে।

উন্নত সমর্থন পরিষেবা: টিমের দক্ষতাকে শক্তিশালী করে বাসিন্দাদের সম্পূর্ণ সমর্থন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদগুলোর সাথে সংযোগ করানো।

প্রকল্প পরিচালনা ও তহবিল সংগ্রহ: প্রকল্প পরিচালনা, তহবিল সংগ্রহ, প্রস্তাব লেখা এবং ফলাফল মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন, যাতে পরিষেবার কার্যকারিতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

কর্মশালার শেষে, অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ ও প্রতিশ্রুতির স্বীকৃতি স্বরূপ প্রত্যেককে সনদ প্রদান করা হয়।

ইস্টহ্যান্ডসের চেয়ার নবাব উদ্দিন কর্মশালার মূল বক্তব্যে বলেন, এই কর্মশালা আমাদের কমিউনিটিকে ক্ষমতায়িত করার যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা আমাদের টিমের উন্নয়নে বিনিয়োগ করে নিশ্চিত করছি যে আমরা পূর্ব লন্ডনের সবচেয়ে দুর্বল বাসিন্দাদের প্রয়োজন মেটাতে আরও সক্ষম হচ্ছি। একসঙ্গে, আমরা একটি শক্তিশালী এবং আরও সহনশীল সম্প্রদায় গড়ে তুলছি।

কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক সমন্বয়কারী রুমানা আফরোজ রাখি, ফুটবল সমন্বয়কারী আহমদ চৌধুরী বাবু, স্বেচ্ছাসেবক সালেহ আহমেদ, আলাউর রহমান খান শাহিন, অ্যাম্বাসেডর পলি রহমান, সাংবাদিক রাহমত আলী, রেজাউল করিম মৃধা, খালেদ মাসুম রনি, জাকির হুসাইন কয়েস, খসরুজ্জাম খসরু, আনোয়ারুল ইসলাম অভি, ওয়ালিদ বিন খালেদ, কিনু মিয়া, আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, অলিউর মজুমদার, শাহিন মিয়া, আজিজুল আম্বিয়া, রিয়াজ উদ্দিন, জয়নাল আবেদীন জয়, ইকতেয়ার মিয়া এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিয়ের আগের রাতে কনের বাড়িতে ডাকাতি, টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট

সিলেট প্রতিনিধি, ১৮ অক্টোবর ২০২৪: মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে বিয়ের আগের রাতে কনের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গত ১৩ অক্টোবর রোববার শেষরাত সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের রাজারগাঁও গ্রামের মিছির মিয়ার বাড়িতে এ ডাকাতি হয়।

জানা গেছে, সোমবার ১৪ অক্টোবর মিছির মিয়ার ছোট মেয়ের বিয়ে। বিয়ে উপলক্ষে কেনাকাটা করা হয়েছে। বিয়ের জন্য নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার কিনে আনা হয়েছিল। রোববার রাতে ঘরের দরজা ভেঙে মুখোশধারী ৬ জনের একদল ডাকাত ঘরে প্রবেশ করে সবাইকে হাত-পা ও চোখমুখ বেঁধে ফেলে। পরে এক এক করে ঘরে থাকা প্রায় ৪ বড়ি স্বর্ণালংকার ও নগদ ৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা নিয়ে যায়। ডাকাত দল পালিয়ে যাওয়ার সময় ঘরের ভেতরে থাকা লোকজন ডাকচিৎকার করলে স্থানীয়রা ছুটে এসে তাঁদের উদ্ধার করে।

ভুক্তভোগী মিছির মিয়া বলেন, 'রোববার ভোর রাত সাড়ে ৩টার দিকে মুখোশধারী ডাকাত দল আমাদের ঘরের কেচিগেট ও দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েসহ সবাইকে বেঁধে ফেলে। আমাকে অনেক মেরেছে। এক এক করে ঘরে থাকা আমার মেয়ে ও স্ত্রীর প্রায় ৪ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ ৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা নিয়ে গেছে। আমরা থানায় একটি অভিযোগ দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

প্রতিবেশী শহীদ ও আমিন মিয়া বলেন, 'সোমবার মিছিরের মেয়ের বিয়ে। আর আজ তার ঘরে ঢুকে ডাকাতরা সব নিয়ে গেল। এখন মানুষটা চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সকলের সহযোগিতায় যেন বিয়েটা দিতে পারে সেই কামনা করছি।'

কমলগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ ইফতেখার হোসেন বলেন, খবর শুনে দ্রুত পুলিশ পাঠিয়েছি। এখনো থানায় কোনো অভিযোগ হয়নি। অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সাবেক এমপি বোমা মানিক কারাগারে

সিলেট প্রতিনিধি, ১৮ অক্টোবর ২০২৪: সুনামগঞ্জ-৫ আসনের সাবেক এমপি মহিবুর রহমান মানিক ওরফে বোমা মানিককে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) সকালে তাকে আদালত তোলা হলে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক আলমগীর হোসন কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আসামি পক্ষের আইনজীবী আব্দুল হামিদ বলেন, শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না মানিক। তারপরও তাকে আসামি করা হয়েছে। তিনি বলেন, সাবেক এই এমপি এখন খুব অসুস্থ। আমরা তার চিকিৎসার জন্য ও কারাগারে ডিভিশন দেওয়ার জন্য আবেদন করেছি। সেই সঙ্গে আজকে সুনির্দিষ্ট আদালত না থাকায় ১৫ অক্টোবর তার জামিন শুনানি হবে। সুনামগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হক বলেন, মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) রাতে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে তাকে র‌্যাব গ্রেফতার করেছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত শিক্ষার্থীর ভাই হাফিজ আলী বাদী হয়ে ৯৯ জনকে আসামি করে সুনামগঞ্জ দ্রুত বিচার আদালতের বিচারক নির্জন মিত্রের আদালতে মামলা করেন। মূলত এই মামলায় সাবেক এমপিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বিয়ানীবাজারে বড় ভাইয়ের কুড়ালের আঘাতে ছোট ভাই খুন

সিলেট প্রতিনিধি, ১৮ অক্টোবর ২০২৪: সিলেটের বিয়ানীবাজারে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বড় ভাইয়ের কুড়ালের আঘাতে ছোট ভাই নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ৯ অক্টোবর দুপুরে দুবাগ ইউনিয়নের দক্ষিণ দুবাগ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম আদিল মিয়া (২৫)। তিনি ব্যাটারিচালিত রিকশার চালক। এ ঘটনার পর থেকে তাঁর বড় ভাই কাদির মিয়া পলাতক।

জানা গেছে, সম্প্রতি সাংসারিক বিষয় নিয়ে আদিল ও কাদিরের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। বুধবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে বিষয়টি নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ান দুই ভাই। একপর্যায়ে তাঁদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয়। এ সময় একটি কুড়াল নিয়ে ছোট ভাই আদিলের মাথায় আঘাত করেন কাদির। পরে আদিলকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে বিয়ানীবাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান প্রতিবেশীরা। চিকিৎসকের পরামর্শে সেখান থেকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। পরে খবর পেয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।

বড়লেখায় দুর্বৃত্তের আগুনে পুড়ল আ.লীগ নেতার ট্রাক

সিলেট প্রতিনিধি, ১৮ অক্টোবর ২০২৪: মৌলভীবাজারের বড়লেখায় আওয়ামী লীগ নেতার মালিকানাধীন ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় বসতঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসী চেষ্টা চালিয়ে তা দ্রুত নিভিয়ে ফেলেন। গত ১২ অক্টোবর শনিবার উপজেলার দক্ষিণভাগ দক্ষিণ ইউনিয়নে এই ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী সনজিত কুমার দাস উপজেলার পূর্ব-দক্ষিণভাগ গ্রামের বাসিন্দা ও দক্ষিণভাগ দক্ষিণ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসাধারণ সম্পাদক।

সনজিত কুমার দাস অভিযোগ করেন, ভোরে দুর্বৃত্তরা তাঁর বসতঘরসংলগ্ন গ্যারেজে থাকা ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করে। মুহূর্তেই গাড়িটি আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। এ সময় আগুন পাশের বসতঘরের দিকে ছড়িয়ে পড়লে স্বজন ও প্রতিবেশীরা তা নিভিয়ে ফেলেন। এতে বসতঘরটি রক্ষা পায়। ট্রাকটি পুড়ে অন্তত ২০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

তিনি আরও জানান, এর আগে গত ১০ আগস্ট রাতে গ্যারেজ থেকে ৪০০ কেজি রড চুরি হয়। ৮ অক্টোবর রাতে পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে ৬০৭০ হাজার টাকার মাছ মেরে ফেলা হয়। এর দুই দিন পর (১০ অক্টোবর) বসতঘরের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা চালায় দুর্বৃত্তরা। এসব ব্যাপারে আজ তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশী বাবা-ছেলের মৃত্যু

সিলেট প্রতিনিধি, ১৮ অক্টোবর ২০২৪: যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি বাবা-ছেলে নিহত হয়েছেন। নিহতরা সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার বাসিন্দা। গত বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) স্থানীয় সময় দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন মাহিদুল ইসলাম সুজন (৩৫) ও তার বাবা নুর মিয়া (৬৫)। তাঁদের বাড়ি সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার বুরাইয়া গ্রামে।

জানা গেছে, একটি সাদা গাড়ির যাত্রীদের সন্দেহজনক মনে হলে টহল পুলিশ তাদের ধাওয়া করে। গাড়িটি পালানোর সময় বাংলাদেশি অধ্যুষিত কনান্ট রোডের ইন্টারসেকশনে দাঁড়িয়ে থাকা সুজনের গাড়িতে আঘাত করে। এতেই সুজনের গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই সুজনের মৃত্যু হয় তবে তাঁর বাবা নূর মিয়াকে আহত অবস্থায় ডেট্রয়েট সিটির ডিএমসি হাসপাতালে নিলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত সুজনের শ্বশুর আব্দুল মতিন জানান, অভিবাসী হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসার আগে সুজন বাংলাদেশের একটি ব্যাংকে চাকরি করতেন। প্রায় ৪ বছর আগে তিনি এক মার্কিন নাগরিককে বিয়ের সূত্রে সুনামগঞ্জ থেকে মিশিগানে আসেন। তার বাবা নূর মিয়া গত ৪ সেপ্টেম্বর ভিজিট

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants
We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship. Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.
• Competitive fees • Excellent services
SKILLED WORKERS UK
First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ
Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info@skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

SEC
STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুারো ডি চেঞ্জ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

ট্রাম্পের কাছে কি কমলা হেরে যাচ্ছেন!

দেশ ডেস্ক, ১৮ অক্টোবর ২০২৪ : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম দিকে কমলা হ্যারিস যেভাবে এগিয়েছিলেন, তা অনেকটাই কমতে শুরু করেছে। এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ডোনালড ট্রাম্পের কাছে হেরে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে তার।

রোববার প্রকাশিত তিনটি জরিপে এ দাবি করা হয়।

সর্বশেষ এনবিসি নিউজের জরিপ অনযায়ী, ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত প্রার্থী কমলা এবং রিপাবলিকানের ট্রাম্প ৫ নভেম্বরের ভোটের আগে জাতীয়ভাবে ৪৮ শতাংশে সমতায় আছেন। কিন্তু গত মাসে একই জরিপে হ্যারিস পাঁচ শতাংশ এগিয়ে ছিলেন।

এবিসি নিউজ ও ইপসোসের সর্বশেষ জরিপে দেখা যায়, হ্যারিস সম্ভাব্য ভোটারদের মধ্যে ৫০-৪৮ শতাংশ এগিয়ে রয়েছেন। গত মাসে একই জরিপে ডেমোক্র্যাট ৫২-৪৬ শতাংশ এগিয়ে ছিল।

অন্যদিকে সিবিবি ও ইউগফের সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, হ্যারিস সম্ভাব্য ভোটারদের মধ্যে ৫১-৪৮ শতাংশ এগিয়ে।

সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রিয়েল ক্লিয়ার পোলিংয়ের প্রধান ভোটের সমষ্টিতে এক দশমিক চার শতাংশ পয়েন্টে এগিয়ে কমলা। কিন্তু শনিবারের পরিসংখ্যানে দুই দশমিক দুই শতাংশ পিছিয়েছেন তিনি।

যদিও হ্যারিস সকল বর্ণের নারীদের মধ্যে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। একইসাথে তিনি হিস্পানিকসহ পুরুষদের মধ্যে উৎসাহ জাগিয়ে তুলতে লড়াই করেছেন, যারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ট্রাম্পকে ক্রমবর্ধমানভাবে সমর্থন দিতে শুরু করেছে।

তদন্তে ৪ স্পর্শকাতর বিষয় পেল কানাডা পুলিশ

ভারতীয় এজেন্টরা কানাডায় শিখ নেতাকে হত্যা করেছে

ভারতে আলাদা শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কানাডায় আন্দোলন করছিলেন হত্যার শিকার হরদীপ সিং

দেশ ডেস্ক, ১৮ অক্টোবর ২০২৪ : কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেছেন, ভারতীয় এজেন্টরা কানাডায় হত্যার ঘটনা যে ঘটিয়েছে, তা এখন প্রমাণিত। তবে ভারত এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে। তদন্তে কানাডার পুলিশ ভারতীয় গোয়েন্দাদের চারটি স্পর্শকাতর বিষয় জানতে পেরেছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

কানাডা এবং ভারত দুই দেশই নিজেদের দেশ থেকে অন্য দেশের ছয়জন করে কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে। অর্থাৎ, কানাডা ছয় ভারতীয় কূটনীতিককে দেশে ফেরার নির্দেশ দিয়েছে। ভারতও পালটা একই কাজ করেছে কানাডার কূটনীতিকদের সঙ্গে।

কানাডার অভিযোগ, এক বছর আগে দেশটির শিখ নাগরিক হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের ঘটনায় যে ভারতীয় এজেন্টরা জড়িত ছিল, তা এখন স্পষ্ট। তদন্তে বিষয়টি উঠে এসেছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতের এই কাজ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বস্তুত, প্রমাণ হাতে আসার পরেই ছয় ভারতীয় কূটনীতিককে দেশের ফেরানোর নির্দেশ দেয় কানাডার প্রশাসন।

খালিস্তান অর্থাৎ, আলাদা শিখ রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন করছিলেন হরদীপ। তিনি কানাডার নাগরিক ছিলেন। গত বছর ভ্যানকুভারে তিনি খুন হন। প্রাথমিক তদন্তের পর তখনই কানাডা জানিয়েছিল, এই ঘটনার পেছনে ভারতীয় এজেন্টদের হাত আছে। রয়্যাল মাউন্টেড পুলিশের হাতে তখন তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সোমবার পুলিশ জানিয়েছে, ওই ঘটনায় এবং ওই ধরনের আরও বেশ কিছু ঘটনায় ভারতীয় এজেন্টদের জড়িত থাকার স্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে।

জার্মানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলে জানিয়েছে, একই দিন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো বলেছেন, 'সার্বভৌম কানাডার মাটিতে হামলার ঘটনায় কূটনীতিক এবং এজেন্টদের ব্যবহার করে ভারত মস্ত বড় ভুল করেছে।'

তার কথায়, 'রয়্যাল মাউন্টেড পুলিশের তদন্তে স্পষ্ট ওই ঘটনায় ভারতীয় কূটনীতিক এবং এজেন্টরা যুক্ত ছিল।'

ট্রুডো জানিয়েছেন, কানাডার মাটিতে কানাডার নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়া তার প্রথম এবং প্রাথমিক কর্তব্য। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা তার কাজ। অন্য কোনো দেশ তার দেশে এসে হত্যার ঘটনা ঘটাবে, তা তিনি কোনোভাবেই মেনে নেবেন না।

অপরদিকে মাউন্টেড পুলিশের তদন্ত থেকে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। একাধিক সহিংসতার ঘটনায় ভারতীয় এজেন্টদের সক্রিয়তা লক্ষ্য করা গেছে। খুনের ঘটনায় তাদের সরাসরি সংযোগ মিলেছে। কানাডায় বসবাসকারী দক্ষিণ এশীয়দের ওপর থ্রেট তৈরি করা হয়েছে। কানাডার গণতান্ত্রিক সার্বভৌম চরিত্রে আঘাত করা হয়েছে।

'ইরানের বিরুদ্ধে হামলায় ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেবে না ইরাক'

দেশ ডেস্ক, ১৮ অক্টোবর ২০২৪ : ইরাকের প্রেসিডেন্ট আব্দুল লতিফ জামাল রশিদ বলেছেন, তার দেশ ইরানসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর বিরুদ্ধে হামলার জন্য 'লঞ্চ প্যাড' হিসেবে ব্যবহৃত হবে না। সাম্প্রতিক সময়ে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাবে তেহরানে আক্রমণের ছক কষছে ইসরাইল। এ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অজানা আশঙ্কা বিরাজ করছে। রোববার বাগদাদে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচির সঙ্গে বৈঠকে ইরানে সম্ভাব্য হামলার প্রতিক্রিয়ার এই মন্তব্য করেন ইরাকি প্রেসিডেন্ট। তেহরানকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে হামলায় ইরাক তার ভূখণ্ড কাউকে ব্যবহার করার সুযোগ দেবে না।

সোমবার (১৪ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে মেহর নিউজ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ইরাকি প্রেসিডেন্ট লেবাননে এবং গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

গাজা এবং লেবানন যুদ্ধের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে একে অপরকে হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছে ইরান ও ইসরাইল। গত ১ অক্টোবর হিজবুল্লাহ প্রধান হাসান নাসরুল্লাহর মৃত্যুর বদলা নিতে ইসরাইলে প্রায় ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। কোনও প্রক্সি নয়, সরাসরি ইসরাইলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করে ইরানে।

প্রতিশোধ হিসেবে ইরানকে যোগ্য জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ইসরাইলের সম্ভাব্য হামলা ঠেকাতে মধ্যপ্রাচ্যে সিরিজ বৈঠকে নেমেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস।

মধ্যপ্রাচ্যে ইরাকসহ বিভিন্ন দেশে মার্কিন সেনাঘাঁটি রয়েছে। ইসরাইলকে সমর্থন দিতে সেখানে রীতিমতো শক্তি বাড়াচ্ছে বাড়াচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। তেহরানের আশঙ্কা, এই অঞ্চলে মার্কিন উপস্থিতি উত্তেজনা আরো বাড়াবে। এছাড়া উপসাগরীয় দেশগুলোকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ইরান বলেছে, যদি কোনো দেশ ইরানে হামলার জন্য তার আকাশব্যবস্থা উন্মুক্ত করে দেয়, তাহলে ওই দেশকে হামলা করা 'ন্যায্য পদক্ষেপ' হিসেবে ধরে নিবে তেহরান। অর্থ্যাৎ, ইরানের বিরুদ্ধে হামলায় ইসরাইলকে কোনো রকম সাহায্য করলে তার ফল ভুগতে হবে। ইতোমধ্যে আরব দেশগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়ে দিয়েছে, ইরানের তেল খনিতে হামলা না করতে। দেশগুলো জানিয়েছে, তাদের মাটি কিংবা সেনাঘাঁটি ব্যবহার করে যেন তেহরানে হামলা চালানোর পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকে যুক্তরাষ্ট্র ও

ট্রাম্প-কমলা কাউকেই ভোট না দেওয়ার ঘোষণা আরব আমেরিকান কমিটির

দেশ ডেস্ক, ১৮ অক্টোবর ২০২৪ : মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে বাড়ছে উত্তেজনা। চলছে পালটাপালটি হুমকি আর হামলা। এমন পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কমলা হ্যারিস ও ডোনালড ট্রাম্প–কাউকেই সমর্থন না দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে দ্য আরব আমেরিকান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি (অ্যাপ্যাক)।

গাজা ও লেবানন যুদ্ধে 'অন্ধ সমর্থনে'র কারণে গত সোমবার তাঁদের ভোট না দেওয়ার ঘোষণা দেয় ওই কমিটি।

আরব আমেরিকান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি এক বিবৃতিতে বলেছে, 'উভয় প্রার্থী গাজা ও লেবানন যুদ্ধে গণহত্যাকে সমর্থন দিয়েছেন। আমরা ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কমলা হ্যারিস বা রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনালড ট্রাম্প–কাউকেই ভোট দিতে পারি না। তাঁরা অন্ধভাবে ইসরায়েলের অপরাধী সরকারকে সমর্থন দিচ্ছেন।'

আগামী ৫ নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৯৮ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে এবারই প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কোনো প্রার্থীকে সমর্থন না দেওয়ার কথা জানাল গ্রুপটি। এটি সাধারণত ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থীকে সমর্থন দেয়।

বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, কমলা হ্যারিস ও ডোনালড ট্রাম্পের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি নির্বাচনী লড়াই চলছে।

কেউই কারও থেকে পিছিয়ে নেই। আরব ও মুসলিম আমেরিকানরা ২০২০ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ব্যাপক সমর্থন দিয়েছিলেন। কিন্তু ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন সমর্থনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তাঁরা। এ ধারাবাহিকতায় এবার তাঁরা ডেমোক্র্যাটদের প্রত্যাখ্যান করেছেন।

অতীতের বিভিন্ন মন্তব্য এবং ক্ষমতায় থাকাকালে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দেওয়ায় ট্রাম্পের প্রতি মুসলমানদের সমর্থন নজিরবিহীনভাবে কমে গেছে।

কমলা ও বাইডেনের মতো ট্রাম্পও মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে ইসরায়েলকে সমর্থন দিচ্ছেন।

বিশ্লেষকেরা বলেছেন, আরব ও মুসলিম আমেরিকানরা ভোট না দিলে কমলা হ্যারিসের জয়ের সম্ভাবনা ম্লান হয়ে যেতে পারে। এসব সম্প্রদায়ের যারা গাজা ও লেবানন যুদ্ধে স্বজন হারিয়েছেন, তাঁরা সমর্থকদের ট্রাম্প ও কমলাকে ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

সন্তানের প্রতি মা-বাবার দায়িত্ব

বিনতে সফীউল্লাহ

প্রতিটি দম্পতির জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হলো তাদের সন্তানসন্ততি। সন্তান হলো সংসারের সৌন্দর্য। যে সংসার কাননে ফোটেনি সন্তান নামক পুষ্প, সে সংসার যেন অথই সাগরের বুকে জেগে ওঠা একখণ্ড মরুদ্বীপ। যাদের কানে পৌঁছেনি 'আব্বু-আম্মু' ডাকের সুমধুর ধ্বনি, তাদের অন্তর যেন শুকনো মরুভূমি। সন্তান-অপত্য হলো আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে নেয়ামত স্বরূপ ও পার্থিব জীবনের শোভা। আল্লাহ পাক কুরআনে কারিমে এ বিষয়ে ইরশাদ ফরমান, 'ধনৈশ্বর্য ও সন্তানসন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য, ওটা তোমার পালনকর্তার পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং আশাপ্রাপ্তির জন্য উৎকৃষ্ট।' (সূরা কাহাফ-৫৬)। সন্তান প্রসবের পর পিতা-মাতার ওপর কয়েকটি বিষয় আবশ্যক:

আজান দেওয়া

ইবলিস মানব জাতির চিরন্তন শত্রু। যখন কোনো মানব সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাকে প্রকৃতি স্বাগত জানায়। ঠিক এ সময় আক্রমণ করে বসে তার চিরশত্রু হাদিসে বর্ণিত হয়েছে : ইবলিস।

হাদিস শরিফে আছে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'ভূমিষ্ঠ হওয়ার চিৎকার করে তা মূলত শয়তানের খোঁচার কারণেই করে থাকে। (সহিহ মুসলিম-৪৪৯৯)। এজন্য রাসূল (সা.) জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর কানে আজান ও ইকামত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন হাদিসে এসেছে, হজরত আর রাফে (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি রাসূল (সা.) কে দেখেছি, তিনি হাসান ইবনে আলী (রা.)-এর কানে আজান দিয়েছেন, যখন হজরত ফাতেমা (রা.) তাকে প্রসব করেছিলেন।'

তাহনিক করানো

তাহনিক বলা হয় কোনো আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির মুখে খেজুর চিবিয়ে নরম করে তা এমনভাবে শিশুর মুখে রাখা যাতে সে রস শুষে নিতে পারে। তাহনিক একটি সুন্নাত আমল। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা.)-এর কাছে নবজাতক শিশুকে আনা হতো, তিনি তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করতেন এবং তাদের তাহনিক করতেন। (সহিহ মুসলিম ২৮৬, আবু দাউদ ৫১০৬)।

উত্তম নাম রাখা

নাম হলো প্রতিটি মানবসত্ত্বার পরিচায়ক। ইসলাম ধর্মে সুন্দর নাম রাখার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয় কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের এবং তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। তাই তোমরা নিজেদের নাম সুন্দর কর। (আবু দাউদ ৪৯৪৮)।

আকিকা করা

শিশু জন্মের পর বিভিন্ন আপদ-মুসিবত থেকে সুরক্ষিত থাকার নিমিত্তে পশু জবাই করাকে আকিকা বলা হয়। আকিকা একটি সুন্নত আমল। রাসূল (সা.) ইরশাদ ফরমান, 'সন্তানের আকিকা সম্পৃক্ত। তাই তার পক্ষ থেকে (পশু জবাই করে) রক্ত প্রবাহিত কর। এবং তার অশুচি দূর করে দাও। (সহিহ বুখারি ৫০৭৬)।

শিক্ষা প্রদান

পিতা-মাতার ওপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। এ ব্যাপারে হাদিসে এসেছে, পিতার ওপর সন্তানের অধিকার হলো তার সুন্দর নাম রাখা এবং তাকে সুন্দরভাবে আদব শিক্ষা দেওয়া (আল-বাহরুজজাখখার ৮৫৪০)।

নেককার সন্তানের উপকারিতা

সন্তানরা পিতা-মাতার মুহাফিজ। আল্লাহ সন্তানাদির দ্বারা পিতা-মাতাকে সাহায্য করে থাকেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেন, 'অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য যুদ্ধের পাল্লা ঘুরিয়ে দিলাম। তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদের করলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ। (সূরা বনি ইসরায়েল, আয়াত : ৬)। নেককার সন্তান শুধু ইহকালীন সম্পদই নয় বরং পরকালের মহাসম্পদ, পিতা-মাতার নাজাতের ওসিলা, মর্তবা বুলন্দির সোপান। এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) ইরশাদ ফরমান, 'যখন কোনো মানুষ মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি বিষয় চালু থাকে আর তা হলো- ১. সদকায়ে জারিয়া ২. উপকারী ইলম ৩. নেককার সন্তান যে তার বাবা-মায়ের জন্য দোয়া করে। (মুসলিম : ১৬৬১, তিরমিজি-১৩৭৫, আবু দাউদ : ২৮৮০, নাসায়ী ৩৬৫১,)।

কেয়ামতের দিন সম্মানের অধিকারী হবেন

এছাড়া সন্তানাদিকে কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করলে তারা বাবা-মা কেয়ামতের ময়দানে অধিক সম্মানের অধিকারী হবেন। হাদিস শরিফে এসেছে, হজরত মুয়ায বিন আনাস জুহানি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে তদনুযায়ী আমল করে তার পিতা-মাতাকে কিয়ামতের দিন এমন তাজ পরানো হবে যার আলো সূর্যের অপেক্ষা উজ্জ্বল হবে। তা যদি দুনিয়াতে তোমাদের মাঝে হতো তাহলে কেমন হতো! যে নিজে আমল করেছে তার সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা। (আবু দাউদ : ১২৪১)। তাই প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব হলো, নিজের সন্তানকে উত্তম শিক্ষা ও শিষ্টাচার শিখিয়ে নেক সন্তান হিসাবে গড়ে তোলা। তাহলে ইহকাল ও পরকালে সুখময় জীবন ভাগ্যে জুটবে। আল্লাহতায়ালা আমাদের আমলের তৌফিক দান করুন।

ঈমানের পর শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজ

আল্লামা মাহ্মূদুল হাসান

নামাজ আল্লাহপাকের এক মহান বিআন, যা তিনি সব উম্মতের ওপর ফরজ করেছেন। নামাজ হলো সর্বোত্তম ইবাদত; ইমানের পরই যার স্থান। যেমন হাদিসপাকে এসেছে- একদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো সর্বোত্তম আমল কী? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহপাকের প্রতি ইমান আনা। এরপর জিজ্ঞেস করা হলো তারপর সর্বোত্তম আমল কী? তিনি বললেন, নামাজ পড়া।

যে আমল সবচেয়ে উত্তম সে আমল বিনষ্ট করতে শয়তান সবচেয়ে বেশি তৎপর থাকে। তাইতো নামাজের মতো মহান আমলকে নষ্ট করার জন্য শয়তান বিভিন্নভাবে ধোঁকা দিয়ে থাকে। নামাজির অন্তরে নানা ধরনের ওয়াসওয়াসা আসা শয়তানের ধোঁকার অংশ। এ ছাড়াও সে নামাজির মনকে অস্থির করে তোলে। ফলে নামাজে মন বসে না।

নামাজে ওয়াসওয়াসা দুই কারণে হয়ে থাকে। (ক) অভ্যন্তরীণ কারণ, (খ) বহিরাগত কারণ। অভ্যন্তরীণ কারণের মাঝে মূল হলো নফসে আম্মারাহ বা কুপ্রবৃত্তি। তিন ধরনের নফসের সমন্বয়ে মানুষ। (১) নফসে মুতমাজিন্নাহ : এটা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকে। কোনো খারাপ বা অপছন্দনীয় কাজ দেখলেই মানুষের বিবেক আক্কা দেয়, এর দ্বারা মানুষ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। (২) নফসে লাওয়ামাহ : এটা ভালো কাজের আদেশ করতে পারে না এবং খারাপ কাজ থেকে বিরতও রাখে না, বরং ইমান রক্ষার জন্য কঠিন, গুনাহ, অসত্য ও ভ্রান্ত আকিদাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

(৩) নফসে আম্মারাহ : এটা শুধু খারাপ ও হীন কাজের আদেশ দিয়ে থাকে। এটা মানুষকে একেবারে ধ্বংস করে দেয়। 'আমর' অর্থ আদেশ। 'আম্মারাহ' এটা মুবালাগার ছিগা। অর্থ হলো বেশি বেশি খারাপ কাজের আদেশদাতা। প্রত্যেক মানুষের মাঝে এ তিন প্রকারের নফস বিদ্যমান থাকে। যার মাঝে যে নফস প্রবল থাকে, সে ওই নফসের আ্যকরণে কাজ করে থাকে।

যার নফসে মুতমাজিন্না প্রবল

যার নফসে মুতমাজিন্না প্রবল থাকবে আলহামদুলিল্লাহ তার পরিণতি ভালো হবে। সে খারাপ কাজ করবে না। সর্বদা তার দৃষ্টি ভালো কাজের প্রতিই থাকবে। হঠাৎ কখনো খারাপ কিছু হয়ে গেলে পরক্ষণেই তার মাঝে হুঁশ আসবে এবং আ্যতপ্ত হবে। নফসে আম্মারাহ তাকে কিছুই করতে পারবে না।

আর যার মাঝে নফসে লাওয়ামাহ প্রবল থাকে, সে গুনাহে লিপ্ত হয়, আবার কখনো কখনো ভালো কাজও করে। গুনাহে লিপ্ত হলেও ইমানকে রক্ষা করে। পক্ষান্তরে 'নফসে আম্মারাহ' যার মাঝে প্রবল থাকে, সে ধ্বংসের একেবারে কাছে এসে যায়। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে কারিমে আছে- 'নিঃসন্দেহে নফস খারাপ ও হীন কাজের আদেশ দিয়ে থাকে।' এখানে নফস দ্বারা নফসে আম্মারাহকেই বোঝানো হয়েছে।

ক্ষতির দিক দিয়ে নফসে আম্মারাহ শয়তান থেকেও মারাত্মক। কেননা শয়তান আগে ভালো ছিল। তার সমপরিমাণ আমল কেউ করতে পারেনি। শয়তান আল্লাহপাকের অতি নৈকট্য অর্জন করেছিল। এত নৈকট্য অর্জন করা সত্ত্বেও তাকে বিতাড়িত ও বঞ্চিত করেছে নফসে আম্মারাহ। সে হয়ে গেল কেয়ামত পর্যন্ত অভিশপ্ত, সমস্ত সৃষ্টজীবের মাঝে লাঞ্ছিত। মোটকথা শয়তানকে শয়তান বানাল নফসে আম্মারাহ। যার পেছনে পড়ে আজ অসংখ্য বুজুর্গও ধ্বংসের শিকার হচ্ছেন। এ কুপ্রবৃত্তি যুবকাবস্থায় সবচেয়ে বেশি দেখা দেয়। ১৫ থেকে ৩০ বছর বয়সকালটাই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এ বয়সে মানুষ নিজেকে সামলাতে পারে না। মন যা চায় তাই বাস্তবায়িত করে। শত অপরাধ করতে আীহা করে না। বরং অপরাধে জড়িত হয়েও নিজেকে নিখুঁত-নির্দোষ মনে করে। শরীরে থাকে পূর্ণ যৌবন। অ্যা কেউ কিছু বলারও হিম্মত করে না। এ সময় প্রত্যেক মানুষ নিজেকে স্বাধীন মনে করে, কারও কাছে মাথা নত করতে চায় না।

এ সময় নিজেকে সামলাতে না পারলে ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং জীবন রক্ষার্থে নিজেকে সামলাতেই হবে। আর সামলানোর পন্থা হলো জীবনের দিকনির্দেশক হিসেবে শায়েখ তথা মুরুব্বি নির্বাচন করা। তবে মুরুব্বি নির্বাচন করার আগে ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে নেবে; কাউকে নির্বাচন করার পর যেন অভক্তির দরুন বর্জন করতে না হয়। মুরুব্বি নির্বাচন করার পর তার উপদেশ ও পরামর্শ আ্যযায়ী চলতে হবে। তাহলেই জীবনের সাফল্যের রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে, অ্যাথায় ধ্বংসের রাস্তাই সুগম হবে। আমাদের আলোচনা ছিল নামাজে শয়তানের ধোঁকা সম্পর্কে। এতক্ষণ প্রথম প্রকারের আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার হলো-

(খ) বহিরাগত কারণ : বাইরে ঘোরাফেরার দরুন মুসল্লি নামাজে অমনোযোগী ও অ্যামনস্ক হয়ে থাকে। দিনরাত রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরার দরুন অসংখ্য দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, নামাজে দাঁড়ালে ওইসব দৃশ্য ভেসে ওঠে। বর্তমান যুগে বাইরে ঘোরাফেরা করে ইমান রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। রাস্তাঘাটে যেদিকেই তাকানো হয়, অসংখ্য নারীর ছবি ও চিত্র চোখের সামনে পড়ে।

বর্তমান সমাজ যে কত অধঃপতনের দিকে আবিত হচ্ছে, তা কল্পনাতীত। অশ্লীল পত্রিকা ও রাস্তাঘাটে লাগানো নগ্নচিত্র দেখে সমাজের যুবক-যুবতীরা নৈতিক ধ্বংসের পথে এগোচ্ছে। মুসলমানদের এ দেশে আজ যা হচ্ছে, তা সৎ মানুষের অন্তরের ব্যথাই বাড়িয়ে দেয়। দীনের দাওয়াতের কাজকে আরও বেগবান করতে হবে। নয়তো মুসলমানদের সামনে ভবিষ্যতে ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা দেবে। যাই হোক, দিনভর ঘোরাফেরা করে যা কিছু দর্শন করেছে, নামাজে দাঁড়ালে ওইসব চিত্রই মনে ভেসে ওঠে। এতে বিভিন্ন ধরনের ওয়াসওয়াসা থেকে থাকে। এ ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষা পেতে চাইলে বাইরে ঘোরাফেরা বন্ধ করতে হবে। মানুষের ব্রেন হলো ক্যামেরার মতো। ক্যামেরা যেমন সামনে যা পড়ে সবকিছুকে হুবহু আরণ করে থাকে, মানুষের স্মরণশক্তিও তদ্রূপ, সামনে যত দৃশ্য পড়ে সবকিছু হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে থাকে। তাই অপরিহার্য প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হওয়া আুচিত। যদি আরণা হয় যে, বাইরে গেলে অপদৃষ্টি হবে, তাহলে সামান্য প্রয়োজনেও বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না। কেননা গুনাহমুক্ত থাকাকে লাভের ওপর প্রাআন্য দিতে হবে। তবে অবস্থা যদি এমন হয় যে, বাইরে বের হতেই হবে, যেমন- প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার কেউ নেই, তাহলে অপদৃষ্টির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাইরে বের হওয়া যাবে। তবে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। কেননা ছোট ছোট গুনাহ থেকেই বড় বড় গুনাহের সৃষ্টি হয়ে থাকে, যেমন ছোট ছোট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিশাল অগ্নিকুন্ডে পরিণত হয়। এক বুজুর্গ বলেন, ছোট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে যেমন বড় আগুনের সৃষ্টি, তেমনই অপদৃষ্টি থেকে সব গুনাহের সৃষ্টি। তীর ভেদ করার মতো অনেক অপদৃষ্টি দ্রষ্টার অন্তর ভেদ করেছে।

লেখক : আমির, আল হাইআতুল উলইয়া ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ।

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	১৮	৫:৫৪	৭:২৭	১২:৫১	৪:০৯	৬:০৩	৭:২৬
শনিবার	১৯	৫:৫৬	৭:২৯	১২:৫১	৪:০৭	৬:০১	৭:২৪
রবিবার	২০	৫:৫৮	৭:৩১	১২:৫০	৪:০৬	৫:৫৯	৭:২২
সোমবার	২১	৫:৫৯	৭:৩৩	১২:৫০	৪:০৪	৫:৫৭	৭:২২
মঙ্গলবার	২২	৬:০০	৭:৩৪	১২:৫০	৪:০২	৫:৫৫	৭:২০
বুধবার	২৩	৬:০১	৭:৩৬	১২:৫০	৪:০০	৫:৫৩	৭:১৮
বৃহস্পতিবার	২৪	৬:০৩	৭:৩৮	১২:৫০	৩:৫৮	৫:৫১	৭:১৬

ঢাকা দক্ষিণ সিটি মেয়র তাপসের ভাতের এত দাম!

সারফুদ্দিন আহমেদ

নিজের অফিসে ভালো জাতের ভাতের হোটেল খুলে হারুন দারুণ নাম করেছিলেন। ক্ষুধার বিষয়ে উদার হারুন নাম কামাতে পাতের ভাতের দাম নিতেন না। তাঁর হোটেলে ভাত-জাউ-লাউ সব ফাউ পাওয়া যেত।

ফাউ ভাত খাওয়ার রুচি সবার হয় না। বিশেষ করে যাঁদের কাছে পরের ঘরের ভাতের চেয়ে বউয়ের হাতের ভাতের স্বাদ বেশি, তাঁদের পক্ষে বিবির ভাত ফেলে ডিবির ভাত খাওয়া কঠিন।

নিশি-ভোটে নির্বাচিত এমপি থেকে অস্বাভাবিক কায়দায় ঢাকা দক্ষিণ সিটির (ডিএসসিসি) মেয়রের চেয়ারে বসে পড়া এবং তার চেয়ে অস্বাভাবিক কায়দায় চেয়ার ফেলে পালানো মেয়র ফজলে নূর তাপস সেই লাইনের লোক।

তাঁর কাছে ঘরের গরম ভাতের মতো পরম জিনিস আর নেই। ভাত নিয়ে তাপস আপস করেননি।

তাপস ঢাকা দক্ষিণের মেয়র হলেও থাকতেন উত্তরে। মানী লোক হিসেবে বনানীতে থাকতেন। সেখান থেকে একটি গাড়িতে ফুলবাড়িয়ার অফিসে যেতেন। দুপুরে বাড়ির ভাত আনতে বরাদ্দ ছিল আলাদা গাড়ি।

যে গাড়িতে ভাত আনা হতো, সেই গাড়ি অন্য কাজে লাগানো মানা ছিল। ভাতবাহী গাড়ির ফুয়েল খরচ দিনে ছিল আড়াই হাজার; মাসে ৫৫ হাজার, বছরে ৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা।

বনানীর বাড়ি থেকে গাড়ি করে ফুলবাড়িয়ায় লাঞ্চ আনানোর যে খরচ, তার সঙ্গে লাঞ্চ বানানোর খরচ যোগ দিলে পিলে চমকে যাবে। দেখা যাবে, একা তাপসের এক বেলার ভাতের দাম পড়েছে সাড়ে তিন হাজার টাকা। সেই হিসাবে শুধু দুপুরেই এক মাসে তাঁর ভাতের পেছনে গেছে লাখ টাকা।

মুজতবা আলীর পণ্ডিত মশাই বলেছিলেন, লাট সায়েবের তিন ঠ্যাংয়ের কুকুরের পেছনে মাসে খরচ হয় ৭৫ টাকা আর পণ্ডিত মশাইয়ের 'একুনে আটজনের' ফ্যামিলির চাল-ডাল তরিতরকারির মতো দরকারি খরচার সরকারি বেতন হিসেবে আসে ২৫ টাকা।

পোশাকে-আশাকে পশ তাপস ডিএসসিসির বস ছিলেন ৫১ মাস। ৫১ মাসে শুধু ভাতের গাড়ির তেলের খরচ দাঁড়িয়েছে ২৮ লাখ ৫ হাজার টাকা। এর সঙ্গে চালক ছিল; ভাত বহনকারী বয়-বেয়ারা-বালক ছিল। ভাত-সংশ্লিষ্ট এসব চামচা-হাতার বেতন-ভাতা ছিল।

বনানীর বাড়ি থেকে গাড়ি করে ফুলবাড়িয়ায় লাঞ্চ আনানোর যে খরচ, তার সঙ্গে লাঞ্চ বানানোর খরচ যোগ দিলে পিলে চমকে যাবে।

দেখা যাবে, একা তাপসের এক বেলার ভাতের দাম পড়েছে সাড়ে তিন হাজার টাকা। সেই হিসাবে শুধু দুপুরেই এক মাসে তাঁর ভাতের পেছনে গেছে লাখ টাকা।

মুজতবা আলীর পণ্ডিত মশাই বলেছিলেন, লাট সায়েবের তিন ঠ্যাংয়ের কুকুরের পেছনে মাসে খরচ হয় ৭৫ টাকা আর পণ্ডিত মশাইয়ের 'একুনে আটজনের' ফ্যামিলির চাল-ডাল তরিতরকারির মতো দরকারি খরচার সরকারি বেতন হিসেবে আসে ২৫ টাকা।

পণ্ডিত মশাইয়ের আটজনের পরিবার লাট সায়েবের কুকুরের কয়টা ঠ্যাংয়ের সমান, তা তিনি ছাত্রদের বসে আঁক কষে বের করতে বলেছিলেন।

সিটি করপোরেশনের যে কর্মচারীর বেতন ২০-২৫ হাজার টাকা, তিনি লাট সায়েবের তিন ঠ্যাংয়ের কুকুর ও পণ্ডিত মশাইয়ের বেতনবিষয়ক অঙ্কের মতো করে যাদব বাবুর পাটিগণিতে হিসাব করে দেখতে পারেন, মেয়র তাপসের দুপুর ওয়াক্তের কয় থালা ভাতের দাম তাঁর ফ্যামিলির সারা মাসের খরচের সমান।

অঙ্কের ফল চোখে জল ছাড়া অন্য কিছু আনবে বলে মনে হয় না। নগরপিতাকে তখন হয়তো ভাত দেওয়ার মুরোদ না থাকা 'কিল মারার গোঁসাই' মনে হতে পারে।

এমপি তাপস ও মেয়র তাপসের অর্থবিষয়ক নীতি এবং দুর্নীতি নিয়ে নানা খবর নানা সময়ে এসেছে। সেগুলো আপাতত ভুলে আলোচনার বাইরে তুলে রাখা থাক।

আপাতত প্রশ্ন করা যাক, তাপসের এই পাত ভরা ভাতবিলাসের পেছনে কার হাত ছিল? এই ভাতবিলাসে কার সায় আছে।

কার পয়সায় এই ভাতবিলাস? এই টাকা কি তাঁর, নাকি আমার আর আপনার? তিনি পাবলিকের রক্তের দামে কেনা ভাতে দুপুর ওয়াক্তের ভূরিভোজ সেরেছেন।

এখন গদি থেকে সরেছেন। এখন তাঁর মাথায় থাকা ক্ষমতার সে হাতও নাই, তাঁর থালায় সে ভাতও নাই।

জেলের ভাত যাতে খাওয়া না লাগে, সে কারণে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের দুই দিন আগে বেশ বদল করে দেশ ছেড়েছেন তিনি।

এখন তিনি নাকি সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুরে ভাতের বদলে শিঙাড়া আর পুরি খাচ্ছেন কি না কে জানে।

তাপস যে ভাতবিলাসের নজির রেখে গেছেন, সেই নজির পাবলিকের সামনে বহুদিন তোলা থাকবে।

ভবিষ্যতে যাঁরা 'নগরপিতা' হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন, তাঁদের কাছে সানুনয় অনুরোধ, তাঁরা 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' বলার সময় যেন তাপসের এই পা-পোষ মার্কা ভাতবিলাসকে লজ্জার চোখে দেখেন।

পরের পয়সায় ফুটানো ভাতের ফুটানি দেখাতে গিয়ে তাঁরা যেন হাঘরে-হাভাতের বাড়া ভাতে ছাই না দেন। কোনোমতে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা 'নগর-সন্তান' হিসেবে ভবিষ্যতের 'নগরপিতার' কাছে আমাদের এতটুকুনই চাওয়া।

সারফুদ্দিন আহমেদ : প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক

মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা ও প্রকৃত 'রিসেট বাটন'

মইনুল ইসলাম

জাতিসংঘ অধিবেশন যোগ দিতে গিয়ে নিউইয়র্কে অবস্থানকালে ভয়েস অব আমেরিকাকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে 'ছাত্ররা রিসেট বাটন পুশ করেছে' মর্মে বক্তব্য দিয়ে বড়সড় বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। অনেকেই ব্যাখ্যা করছিলেন, তিনি রিসেট বাটন পুশ করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে মুছে ফেলার স্পর্ধিত অপপ্রয়াস দেখাতে চেয়েছিলেন। স্বস্তির বিষয়, ১০ অক্টোবর প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যায় বলা হয়, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস 'রিসেট বাটন' চাপার কথাটি উল্লেখ করে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি, যা বাংলাদেশের সব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করেছে, অর্থনীতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে এবং কোটি মানুষের ভোটাধিকার ও নাগরিক অধিকার হরণ করেছে, সেটি থেকে বের হয়ে এসে নতুনভাবে শুরু করার কথা বুঝিয়েছেন। তিনি কখনোই বাংলাদেশের গর্বিত ইতিহাস মুছে ফেলার কথা বলেননি। এখানে উল্লেখ্য, কেউ যখন কোনো ডিভাইসে রিসেট বোতাম চাপেন, তখন তিনি নতুন করে ডিভাইসটি চালু করতে সফটওয়্যার সেট করেন। এতে হার্ডওয়্যার পরিবর্তন হয় না। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের হার্ডওয়্যার। (সমকাল, ১০ অক্টোবর ২০২৪)।

আমরা জানি, মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসের অমোচনীয় অধ্যায়। খোদ মুহাম্মদ ইউনূস মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছেন। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে, লাখো পরিবারের স্বজন হারানোর বেদনা পেরিয়ে, লাখো মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ এ জাতির অস্থিমজ্জায় মিশে রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা 'রিসেট বাটন' পুশ করার বিষয়ও নয়। বিভিন্ন সময়ে অনেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুছে ফেলতে চেয়েছে, কিন্তু সফল হয়নি। এমনকি জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত নিয়েও অনেক অর্বাচীন ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে; শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। সম্প্রতি এমন একটি বিতর্কে আমি লিখেছিলাম- 'জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের অপচেষ্টা এবারও ব্যর্থ হতে বাধ্য' (সমকাল, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪)। বলা বাহুল্য, অপচেষ্টাটি ইতোমধ্যে ব্যর্থ প্রমাণ হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা কী? আর প্রকৃত রিসেট বাটনই বা কোথায় পুশ করতে হবে? আমরা জানি, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলতেন। বাস্তবে তাঁর সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করে এদেশে পুঁজি-লুণ্ঠনের সর্বনাশা 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজম' চালু করেছিলেন।

এটা ঠিক, ওয়ান-ইলেভেনের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট নির্বাচনী ইশতেহারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের মাধ্যমেই তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ভূমিধস বিজয় অর্জন করেছিল। দুর্ভাগ্য, ওই ভূমিধস বিজয় তাঁকে সম্ভবত আজীবন প্রধানমন্ত্রী থাকার সর্বনাশা খায়েশে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যে কারণে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের তিনটি একতরফা নির্বাচনী প্রহসনের মাধ্যমে সাড়ে ১৫ বছর ক্ষমতার মসনদকে পাকাপোক্ত করার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। অনেকের মনে আছে, ২০১৮ সালের রাতের বেলা সিল মেরে ব্যালট বাক্স ভরে ফেলার ব্যাপারটি আমিই প্রথম প্রত্যাখ্যান করেছিলাম দৈনিক সমকালে প্রকাশিত এক কলামে। বলেছিলাম, এই নির্বাচন শেখ হাসিনার চূড়ান্ত পতন ডেকে আনবে। বাস্তবে সেটাই ঘটেছে। তিনটি একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচনী গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ বরবাদ করে দিয়ে শেখ হাসিনাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে নিজের পতন ডেকে এনেছেন।

জাতি হিসেবে আমাদের দুর্ভাগ্য, শেখ হাসিনার টানা তিন মেয়াদে মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এত লুটপাট ও দুর্নীতি করা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ অনেকে বিশেষত যারা পাকিস্তানি শাসন দেখেনি, শেখ হাসিনা সরকার ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে একাকার করে ফেলেছেন। অথচ মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ও ঘোষিত চেতনা হচ্ছে গণতন্ত্র, ন্যায্যতা ও মানবিক মর্যাদা। জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে বৈষম্যহীনতার দাবিতে যেভাবে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ দল-মত নির্বিশেষে রাজপথে নেমে এসেছিল, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা সেটাই।

অন্যরা যা-ই বলুন, আমরা অনেকে আগে থেকে জানতাম, শেখ হাসিনা যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলতেন, সেটা প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নয়। আমি অনেকবারই বলেছি, জবরদস্তির এ শাসন টিকবে না। অন্য ভাষায়, কেউ না কেউ এসে অন্তঃসারশূন্য এ শাসনের 'রিসেট বাটন' টিপে দিতে পারে।

অনেকে জানেন, ২০১২ সালের ২০ আগস্ট ঢাকার জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে প্রদত্ত একটি স্মারক বক্তৃতায় আমিই বাংলাদেশে প্রথম শেখ হাসিনাকে 'নির্বাচিত একনায়ক' আখ্যা দিয়েছিলাম। আর গত সাড়ে ১৫ বছরে তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করলেও তাঁর একনায়কত্ব গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

শেখ হাসিনা প্রধানত উন্নয়ন-প্রকল্পের নামে পুঁজি লুণ্ঠনকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের মাধ্যমে তাঁর পরিবার, আত্মীয়স্বজন, দলীয় নেতাকর্মী, কতিপয় অলিগার্ক-ব্যবসায়ী এবং পুঁজি-লুটেরাদের সঙ্গে নিয়ে সরকারি খাতের প্রকল্প থেকে লাখ লাখ কোটি টাকা লুণ্ঠনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। এসবের ভয়াবহ কাহিনি তাঁর পতনের পর উদঘাটিত হতে শুরু করেছে।

এখন দেখা যাচ্ছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট তারিখে বাংলাদেশ সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১৮ লাখ ৩৫ হাজার কোটি টাকার বেশি। অথচ ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার দিনে বাংলাদেশ সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ছিল মাত্র ২ লাখ ৭৬ হাজার ৮৩০ কোটি টাকা। এর মানে, এই দুই ঋণের স্থিতির অঙ্কের পার্থক্য দাঁড়িয়েছে ১৫ লাখ ৫৮ হাজার ২০৬ কোটি টাকা। অথচ গত ৫ আগস্ট পালিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত শেখ হাসিনা প্রতিবছর মাথাপিছু জিডিপির উচ্চ প্রবৃদ্ধি দেখিয়ে চলেছিলেন। যাকে এক কথায় বলা চলে 'নিকৃষ্টতম শুভংকরের ফাঁকি' ও জনগণের সঙ্গে ভয়ানক প্রতারণা। ফলে ২০২৪ সালের অক্টোবরে প্রত্যেক বাংলাদেশির মাথার ওপর এক লাখ টাকার বেশি ঋণ নিজেদের অজান্তেই চেপে বসে গেছে।

এই গণতন্ত্রহীন লুটপাটতন্ত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্থান কোথায়? তিনটি একতরফা নির্বাচনী প্রহসন কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হতে পারে? হাসিনা পরিবার ছাড়াও শত শত দুর্নীতিবাজ আমলা, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট ও পুঁজি পাচার কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা নয়?

এই প্রেক্ষাপটে 'প্রকৃত রিসেট বাটন' পুশ করার বিকল্প নেই। এর মাধ্যমে পচা-গলা ও গণতন্ত্রহীন লুটপাটতন্ত্রকে মুছে ফেলে নতুনভাবে জাতিকে পথ চলতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সম্ভবত সেই রিসেট বাটন পুশ করার কথাই বলেছেন। তাঁর প্রেস উইংয়ের ব্যাখ্যাও সেটা বলছে। প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি কি তাতে সফল হবেন? মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা যদি সমুন্নত রাখা যায়, তাহলে সেটা সম্ভব। কারণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই এ দেশের মানুষের মধ্যে যুগ যুগ ধরে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জ্বালিয়ে রেখেছে।

অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম: একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ; সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি

বর্ণাঢ্য আয়োজনে নেবট্রা'র নতুন কমিটির অভিষেক

অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

এতে নেবট্রা সভাপতি এম জি কিবরিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মওদুদ আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন নেবট্রার প্রচার সম্পাদক খালেদ আহমেদ।

এরপরে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। এসময় অথিতিবৃন্দ দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। অতিথিদের সামনে নতুন কমিটির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন উপদেষ্টা ফারুক যোশী।

আলোচনা পর্বের শুরুতে আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন নেবট্রা সভাপতি এম জি কিবরিয়া। তিনি প্রবাসের মাটিতে সাংবাদিকতার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে সহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুষ্ঠানে আসায় অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। একই সাথে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইলি হামলায় নিহত প্রায় পৌনে দুইশত সাংবাদিকসহ প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার নিরীহ নারী-পুরুষ-শিশু হত্যার তীব্র নিন্দা এবং অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধেরও দাবি জানান।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারে নিযুক্ত বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশনার কাজী জিয়াউল হাসান তার বক্তব্যে সাংবাদিকদের সমাজের দর্পণ হিসেবে বর্ণনা করেন এবং নর্থ ইংল্যান্ডের বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন ইস্যু সমাজ ও বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে নেবট্রা সদস্যদের সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি আশা করেন, নেবট্রা সদস্যরা অতীত-বর্তমানের মতো ভবিষ্যতেও তাদের সত্যনিষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার ধরা অব্যাহত রাখবেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউকে বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি রেজা আহমদ ফসল ফয়সল চৌধুরী, ওলডহ্যাম এর ডেপুটি লেফটেন্যান্ট মোজাহিদ খান, ডেপুটি লিডার কাউন্সিলর আব্দুল জব্বার, বিমানের ম্যানচেস্টার ও ইউকে নর্থ ম্যানেজার মাহমুদুর রহমান সহ নর্থ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহর থেকে আগত বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রেজা আহমদ ফয়সাল চৌধুরী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও ভাষা আন্দোলনে নর্থ ইংল্যান্ডের প্রবাসী বাংলাদেশীদের গৌরবজনক ইতিহাস তুলে ধরেন এবং সাংবাদিকদেরকে এসব ইতিহাস কমিউনিটির কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।

ওলডহ্যাম কাউন্সিলের ডেপুটি লিডার কাউন্সিলর আব্দুল জব্বার বিমানের যাত্রীসেবা সহ প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরেন এবং সেসব সমাধানে অ্যাসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনার এবং বিমান ম্যানেজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিমানের ম্যানচেস্টার ও ইউকে নর্থ ম্যানেজার মাহমুদুর রহমান প্রবাসীদের দেশে যাতায়াতের সময় বিমানের যাত্রী সেবা নেওয়ার আহবান জানান।

নর্থ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহর থেকে আগত কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে নেবট্রার নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানান এবং আশা করেন এই সংগঠনের সাংবাদিকবৃন্দ কমিউনিটির কল্যাণে তাদের কাজ অব্যাহত রাখবেন। তারা সাংবাদিকদের কাজে যেকোনো সহযোগিতা প্রদানেরও আশ্বাস দেন ।

অনুষ্ঠানে নেবট্রার সহ সভাপতিবৃন্দ ও উপদেষ্টা মন্ডলীসহ কার্যকরি কমিটির নেতৃবৃন্দ সমাবেশে আগত অতিথিদের ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শেষের দিকে ক্রীড়া সংগঠক আহাদ চৌধুরীর উপহার দেওয়া কেক কেটে নতুন কমিটির অভিষেক উদযাপন করা হয়।

সিনিয়র সহ-সভাপতি শিপার আহমদের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে আলোচনা পর্ব শেষ হয়। পরে অতিথিবৃন্দকে সুস্বাদু নৈশভোজে আপ্যায়ন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কবে দেশে ফিরবেন তারেক রহমান?

তারেক রহমানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন বলেছেন, বিএনপির তৃণমূল থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত কেউ হয়রানি থেকে বাদ যাননি। তারেক রহমান শুধু তার নিজের মামলা নিয়ে চিন্তা করছেন না। বিএনপির নেতা-কর্মী, সমমনা রাজনৈতিক দল ও স্বাধীনচেতা মানুষের বিরুদ্ধে গত ১৬ বছরে অসংখ্য মামলা দায়ের করা হয়েছে। তিনি চান প্রতিটি মিথ্যা মামলা যেন প্রত্যাহার করা হয়।

বিএনপি দাবি করছে, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বিগত সাড়ে ১৫ বছরে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রায় ১ লাখ ৪৫ হাজার মামলা দায়ের করা হয়েছে।

তারেক রহমানের উপদেষ্টা বলেন, তারেক রহমান যেন দেশে ফিরতে পারেন সেজন্য অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে আইনগত এবং রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা। তিনি চাচ্ছেন, তৃণমূল থেকে কেন্দ্রীয় নেতা পর্যন্ত সবার মানবাধিকার যেন সুরক্ষিত থাকে এবং তারা যেন আইনের শাসন থেকে বঞ্চিত না হয়। বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে মানবাধিকার, আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হলে তিনি দেশে ফিরবেন।

এদিকে বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা ইতোমধ্যে তারেক রহমানের মামলা প্রত্যাহার করার জন্য দাবি তুলে ধরেছেন। তাদের অনেকের আশংকা, অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় থাকলেও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি এবং নানা ধরনের ষড়যন্ত্র অব্যাহত আছে। এমন অবস্থায় মামলা প্রত্যাহার করার আগে তিনি দেশে এলে বিষয়টি ইতিবাচক নাও হতে পারে।

বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক ও তারেক রহমানের অন্যতম আইনজীবী কায়সার কামাল বলেন, প্রায় আড়াই মাস হতে চললো কিন্তু এখনো মামলা প্রত্যাহারের কোনো সাইন (লক্ষণ) দেখা যাচ্ছে না।

কায়সার কামাল বলেন, প্রতিটা মামলা ভিত্তিহীন। গায়েবি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ৫ অগাস্টের পর সারাদেশের মানুষের এবং রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে প্রত্যাশা ছিল এসব মামলা দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রত্যাহার করা হবে।

তিনি বলেন, আমরা সব সময়ই বলে আসছি, আইন-আদালত-সংবিধানের প্রতি তারেক রহমান সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাশীল। তার বিরুদ্ধে যে মামলাগুলো হয়েছে, প্রতিটি মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, মিথ্যা ও বানোয়াট। ভিত্তিহীনভাবে কয়েকটি মামলার রায় দেওয়া হয়েছে। তার পরও তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মামলাগুলো মোকাবিলা করা হবে।

তিনি আরও বলেন, মামলা প্রত্যাহার প্রক্রিয়া এখনো শুরু হয়নি। দেশের বিভিন্ন জেলায় এখনো বিগত সরকারের নিয়োগ করা পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) রয়েছে। তাদের পদ থেকে না সরালে মামলা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া সম্ভব নয়।

তিনি জানান, ওয়ান ইলেভেনের সময় তারেক রহমানের বিরুদ্ধে হওয়া ১৭টি মামলার মধ্যে অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলা এবং সম্পদের তথ্য গোপনের মামলায় সাজা হয়েছে। এছাড়া কর ফাঁকি, চাঁদাবাজির বাকি ১৫টি মামলা স্থগিত রয়েছে। মোট পাঁচটি মামলায় তারেক রহমানের সাজা হয়েছে। এছাড়া তার বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৭০রটির বেশি মানহানির মামলা আছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৭ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের ও ব্যবসায়ীদের আটক করা হয়। তারেক রহমানকে ওই বছরের ৭ মার্চ গ্রেপ্তার করা হয়। পরের বছর ১৩ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেয়ে তিনি লন্ডন চলে যান।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্যোগ কী?

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় রাজনৈতিক কারণে হওয়া হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের লক্ষ্যে গত সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে দুটি কমিটি গঠন করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ। এর মধ্যে একটি জেলা পর্যায়ের কমিটি এবং অন্যটি মন্ত্রণালয় পর্যায়ের কমিটি।

এ নিয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়, রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের জন্য আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে জেলা পর্যায়ের কমিটির সভাপতি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করতে হবে।

জেলা কমিটি সুপারিশের পর সেগুলো পরীক্ষানিরীক্ষা করা হবে এবং প্রত্যাহারযোগ্য মামলা চি□ত করা হবে। এরপর তালিকা তৈরি করে মামলা প্রত্যাহারের কার্যক্রম গ্রহণ করবে মন্ত্রণালয় পর্যায়ের কমিটি।

জেলা পর্যায়ের কমিটির কার্যপরিধি সম্পর্কে বলা হয়েছে, মামলা প্রত্যাহারের আবেদনের সঙ্গে এজাহার ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিযোগের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে।

আবেদন পাবার সাত কর্মদিবসের মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনটি জেলার পাবলিক প্রসিকিউটরের (ক্ষেত্রবিশেষে মেট্রোপলিটান পাবলিক প্রসিকিউটর) কাছে মতামতের জন্য পাঠাবেন।

এরপর ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে পাবলিক প্রসিকিউটর (ক্ষেত্রবিশেষে মেট্রোপলিটন পাবলিক প্রসিকিউটর) তার মতামত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর পাঠাবেন। পাবলিক প্রসিকিউটরের মতামত সংগ্রহ করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনটি সাত কার্যদিবসের মধ্যে জেলা কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন।

জেলা কমিটির কাছ থেকে সুপারিশ পাওয়ার পর মন্ত্রণালয় পর্যায়ের কমিটি সেগুলো পরীক্ষানিরীক্ষা করবে। প্রত্যাহারযোগ্য মামলা চিহ্নিত করে তালিকা প্রস্তুত করবে এবং মামলা প্রত্যাহারের কার্যক্রম গ্রহণ করবে। সূত্র : বিবিসি

ড্যানিয়েলের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ গঠন

দেশ ডেস্ক, ১৮ অক্টোবর ২০২৪: পূর্ব লন্ডনের ক্যানিংটাউনে ব্রিটিশ বাংলাদেশি রইস উদ্দীনকে (৪৮) ছুরি দিয়ে কুপিয়ে হত্যার দায়ে শ্বেতাঙ্গ প্রতিবেশী ড্যানিয়েল হোয়াইব্রোক (৪৬) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। এর আগে তাকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। হাসপাতালে রইস উদ্দীনের মৃত্যুর পর অভিযোগ পরিবর্তন করে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করলো পুলিশ। রইস উদ্দীনের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানা গেছে, বাড়ির দরজা খোলা রাখার মতো তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্বেতাঙ্গ প্রতিবেশী ড্যানিয়েলের সঙ্গে রইসের বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে ছুরিকাঘাত করলে গুরুতর আহত হন রইস। পরে তাকে উদ্ধার করে বাথ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৭ অক্টোবর মারা যান রইস। মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে, হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করার পাশাপাশি হোয়াইব্রোর বিরুদ্ধে রইস উদ্দিনের কিশোর ছেলেকে আহত করা এবং হত্যার হুমকির পাশাপাশি ৪১ বছর বয়সী অপর একজন পুরুষের বিরুদ্ধে মারধর ও আক্রমণাত্মক অস্ত্র রাখার অভিযোগও আনা হয়েছে আদালতে।

বরিসের টয়লেটে আঁড়ি

বাথরুমের টয়লেটে একটি গোপন মাইক্রোফোন পাওয়া যায়।

সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তার প্রকাশিতব্য আত্মজীবনী 'আনলিশড'- এর কিছু অংশ ব্রিটিশ দৈনিক টেলিগ্রাফের কাছে তুলে ধরেছেন। এই আত্মজীবনী ১০ অক্টোবর বাজারে আসবে।

জনসন তার বইয়ে লিখেছেন, তিনি (নেতানিয়াহু) সেখানে কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করেন। এটি কাকতালীয় হতে পারে আবার নাও হতে পারে। কিন্তু পরে যখন নিয়মিতভাবে গোপন মাইক্রোফোন খোঁজার কাজ চলছিল, তারা টয়লেটে একটি আড়ি পাতার যন্ত্র খুঁজে পেয়েছিল।

টেলিগ্রাফ যখন এই গোপন মাইক্রোফোন বসানোর বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য জনসনকে চাপ দেয় তখন তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি পাঠকদের তার আত্মজীবনী পড়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, এই পর্বের সম্পর্কে আপনাদের যা জানা দরকার তা বইয়ে রয়েছে।

এই প্রথমবার নয় যখন ইসরাইলের পক্ষ থেকে তাদের মিত্র দেশগুলোর বিরুদ্ধে নজরদারি করার গুঞ্জন উঠেছে। ২০১৯ সালে মার্কিন সংবাদমাধ্যম পলিটিকোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, মার্কিন সরকার মনে করে যে, ইসরাইল 'হোয়াইট হাউজ ও ওয়াশিংটন ডিসির অপর সংবেদনশীল স্থানের কাছে সেলফোন নজরদারি যন্ত্র বসিয়েছিল'।

দুই বছর আগে নিজ দলের দ্বারা পদচ্যুত হয়েছিলেন জনসন। ইতোমধ্যে তার আত্মজীবনীর কিছু অংশ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তিনি দাবি করেছেন, তার আত্মজীবনীতে রানি এলিজাবেথের মৃত্যুর গোপন তথ্য এবং ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্যের বেরিয়ে যাওয়ার 'শাস্তি' নিয়ে আলোচনার অভিযোগ রয়েছে।

'অগ্নিকন্যা' মতিয়া চৌধুরী আর নেই

ঢাকা, ১৬ অক্টোবর : বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্বর্ণাক্ষরে যাদের নাম লেখা থাকবে তাদের মধ্যে মতিয়া চৌধুরী অন্যতম। ছাত্র ইউনিয়ন থেকে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি হয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়া প্রবীণ এই রাজনীতিক

আদর্শের রাজনীতি করেছেন সারা জীবন। রাজপথে তার বিচরণ সব সময়ই চোখে পড়েছে। মতিয়া চৌধুরী রাজনৈতিক অঙ্গনে অগ্নিকন্যা নামে পরিচিত।

মতিয়া চৌধুরীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন প্রবীণ এই রাজনীতিক। তিনদিন আগে হাসপাতাল থেকে তাকে বাসায় নেওয়া হয়েছিলো। বুধবার সকাল আটটার দিকে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে আবার এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। এরপর বেলা ১ টার দিকে তিনি মারা যান বলে তার একজন সহকারী জানিয়েছেন।

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফার আন্দোলনে জোরালো ভূমিকা ছিল তৎকালীন ছাত্রনেতা মতিয়া চৌধুরীর। আন্দোলন-সংগ্রামে অগ্নিঝরা বক্তৃতার জন্য তাকে বলা হত 'অগ্নিকন্যা'।

সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনামলে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার হন অগ্নিকন্যাখ্যাত মতিয়া। তবুও তিনি রাজনীতি থেকে সরে যাননি।

১৯৯১ ও ২০০১ সালে বিএনপি সরকারের সময় রাজপথে আন্দোলন করতে গিয়ে মার খেয়েছেন মতিয়া চৌধুরী; এ কারণে দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার আস্থার পাত্রে পরিণত হন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে বারবার মূল্যায়িত হন মতিয়া। তিনি হাসিনা সরকারে তিন বার কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য ২০২১ সালে বাংলা একাডেমি তাকে সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করে।

প্রতিরোধে নতুন কৌশল

ফলাফল ভোগ করবে।

এই গুরুতর সমস্যা গুলো সমাধানের জন্য, কাউন্সিলের নতুন পার্টনারশীপ কৌশলের মধ্যে রয়েছে-চিকিৎসা সেবা গুলোকে নতুন ভাবে ডিজাইন করা, যাতে সেগুলো সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত হয় এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের চাহিদা পূরণ করে। একটি নিবেদিত কাউন্সিল এনফোর্সমেন্ট ইউনিট গঠন যা মাদক সরবরাহ এবং পদার্থের অপব্যবহারকে বাধাগ্রস্ত করবে। নতুন সরঞ্জাম এবং উপকরণ যা তরুণদের আরও ভালোভাবে সহায়তা এবং শিক্ষিত করতে সাহায্য করবে। মেট্রোপলিটন পুলিশের সাথে মিলে নতুন গোপন এবং প্রকাশ্য আইন প্রয়োগের অভিযান, যা মাদক সংশ্লিষ্ট ঠিকানা, মাদক সরবরাহ এবং বিক্রয়কে লক্ষ্য করবে। ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটিগুলোর জন্য ধর্মীয়ভাবে পরিচালিত সচেতনতা ইভেন্টগুলির আয়োজন।

নতুন পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো এই বিষয়টি নিশ্চিত করা যে, কমিউনিটির মতামত যেন কমবেটিং ড্রাগস পার্টনারশীপ অর্থাৎ মাদক প্রতিরোধ অংশীদারিত্বে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে তা নিশ্চিত করা। মাদকাসক্তির দ্বারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটি এবং স্থান গুলি চিহ্নিত করতে এবং ঘাটতি নির্ধারণ করতে একটি মূল্যায়ন পরিচালিত হয়েছিল, যা এই কৌশল তৈরিতে সাহায্য করেছে। এর ফলে, পেশাদার, পরিষেবা ব্যবহারকারী, বাসিন্দা এবং কমিউনিটির নানা স্তরের সদস্য সহ বিভিন্ন স্টেকহোলডার একত্রিত হয়ে অগ্রাধিকারের রূপরেখা তৈরি করেছেন যাতে কৌশলটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলে।

মাদক সম্পর্কিত অপরাধ পরিমাপ করার মাধ্যমে, এবং প্রাথমিক হস্তক্ষেপ ও সচেতনতামূলক শিক্ষা দ্বারা মাদকের চাহিদা হ্রাসের পাশাপাশি চিকিৎসা, পুনর্বাসন এবং পুনরুদ্ধার প্রোগ্রামগুলোকে কার্যকর করা নিশ্চিত করার মাধ্যমে কমবেটিং ড্রাগস পার্টনারশীপ নামের এই কৌশলের ফলাফলগুলি পর্যবেক্ষণ করবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র, লুৎফুর রহমান, বলেছেন, "আমাদের মাদকের অপব্যবহার সংক্রান্ত নতুন কৌশলটি টাওয়ার হ্যামলেটসে মাদক সরবরাহ ও আসক্তির বিরুদ্ধে চলমান কাজকে আরও কার্যকর করতে সহায়তা করবে। আমরা বরোর গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের একত্রিত করে একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করছি এবং পরিবর্তনের জন্য অঙ্গীকার করছি।"

তিনি বলেন, "মাদকের অপব্যবহার মোকাবিলা করা আমাদের শীর্ষ অগ্রাধিকার, এবং এই কৌশলটি মাদক সরবরাহ ও ব্যবহারে বাধা সৃষ্টির পাশাপাশি টাওয়ার হ্যামলেটসকে সবার জন্য আরও নিরাপদ করে তুলতে বড় ভূমিকা রাখবে।"

কাউন্সিলের কমিউনিটি সেফটি বিষয়ক লীড মেম্বার, কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী, বলেছেন, "আমরা একসাথে আমাদের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পুলিশ, স্বাস্থ্য সেবা এবং সম্প্রদায়ের সহযোগীদের শক্তি এবং লক্ষ্যকে একত্রিত করছি যাতে মাদক-সম্পর্কিত অপরাধ মোকাবেলা করা যায়, প্রাথমিক হস্তক্ষেপ এবং শিক্ষার মাধ্যমে চাহিদা কমানো যায় এবং আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে পুরো বারার জন্য কার্যকর চিকিৎসা, পুনর্বাসন এবং পুনরুদ্ধার প্রোগ্রাম রয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "মাদক আমাদের সমাজে নানা ভাবে সমস্যা তৈরি করছে, তাই আমাদের অংশীদার এবং কমিউনিটি নেতাদের সাথে একটি সম্মিলিত পন্থা ও পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত।"

লন্ডনে একদিনে শত যুগলের বিয়ে

দেশ ডেস্ক, ১৮ অক্টোবর ২০২৪: ওয়েস্ট লন্ডনের ওলড মেরিলিবোন টাউন হল বিয়ের জন্য সবচেয়ে পরিচিত একটি স্থান। ব্রিটিশদের কাছে জনপ্রিয় এই স্থানটিতে সংগীতজগতের কিংবদন্তি, ফুটবলার থেকে শুরু করে হলিউড তারকারা তাদের সঙ্গীর হাতে হাত রেখে নতুন জীবন শুরু করেন! এখানে একেকটি বিয়ের আয়োজন করতে ৬২১ পাউন্ড থেকে ১ হাজার ২৩০ পাউন্ড খরচ হয়।

গত সপ্তাহে এখানে শত যুগলের বিয়ের আসর বসেছিল। একেকটি বিয়েতে মাত্র ১০০ পাউন্ড খরচ হয়েছে। এখানে বিয়ের কার্যক্রম শুরুর শতবর্ষ উপলক্ষে এমন আসর বসেছিল।

মঙ্গলবার ঐতিহাসিক ওলড মেরিলিবোন টাউন হলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোন বিবিসির সাংবাদিক থমাস ম্যাকিনটোশ ও পেইজ। ওই দিন সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের স্বামী-স্ত্রী ঘোষণা করা হয়। শতবছরের ঐতিহ্যের ছোঁয়া থাকা এই জায়গায় বিয়ে করতে পেরে দারুণ উচ্ছ্বসিত থমাস বলেন, আমি ভাগ্যবান যে এখানে বিয়ে করা তারকাদের তালিকায় নাম উঠেছে।

থমাস বলেন, নিজেদের রীতিমতো তারকা বলে মনে হচ্ছিল। বিবিসির সহকর্মীরা ও অন্যান্য পত্রিকার অনেক সাংবাদিক সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। আলোকচিত্রীরা ছবি তুলেছেন। আরও ৯৯ দম্পতির পাশাপাশি আমরাও ছবি তুলেছি। এই দিনটির ভাগীদার কয়েকটি জুটির সঙ্গ নিয়ে লন্ডনের একটি বাসে আমরা ছবি তুলেছি।

ওলড মেরিলিবোন টাউন হলে মঙ্গলবার গাঁটছড়া বাঁধেন ক্রিস জেমিসনগ্রীন (৩৩) ও সামান্থা জেমিসনগ্রিন (৩৫)। দুপুরের দিকে তাদের বিয়ে হয়। তিনি এর আগে একটা সময় পেয়েছিলেন, কিন্তু তখন সেখানকার কর্মীরা দ্বিধায় ছিলেন। কেননা ক্রিস তখনো প্রেমিকা সামান্থাকে বিয়ের প্রস্তাব দেননি।

এরপর ইয়র্কশায়ার মুরসে বেড়াতে গিয়ে সামান্থাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন ক্রিস। সামান্থাও রাজি হন। তখন ক্রিস জানিয়ে দেন, তিনি ইতিমধ্যে বিয়ের জায়গা বুকিং করে ফেলেছেন। কপাল ভালো, সামান্থার এতে আপত্তি ছিল না।

নিউ পোর্ট থেকে আসা সামান্থা বলেন, মঙ্গলবার দুপুরে তারা সেখানে পৌঁছে যান। একটি লন্ডনের বাসের পেছনে তারা চটজলদি ছবিও তুলে নেন।

তিনি বলেন, আমাদের সঙ্গে ছাতা ছিল। আমি বিয়ের পোশাকের ওপর একটি কোট পরে নিয়েছিলাম। আবহাওয়া যেমনই হোক, আমরা নিজেদের মতো করে আনন্দ করার জন্যই এসেছিলাম।

লিচেস্টারশায়ার থেকে আসা ক্রিস বলেন, ওই দিনের সবচেয়ে ভালো লাগার বিষয় ছিল, বিয়ের অনুষ্ঠান চলার সময়ও আশপাশের মানুষ হাততালি দিচ্ছিলেন।

বিয়ে করতে আসা প্রত্যেক যুগলের সঙ্গে আটজন অতিথি টাউন হলে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছেন। বিয়ের পুরো কার্যক্রম সামনে থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছেন।

তাদের সঙ্গে দুটি পোষা প্রাণী নিয়ে হলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছিল। এর একটি মারভিন। স্থানীয়ভাবে তারকা একটি কুকুর সে। সম্প্রতি মেরিলিবোন ভিলেজ সামার ফেইরি ডগ কম্পিটিশন জিতে রীতিমতো তারকা বনে গেছে কুকুরটি।

শত বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া মারভিনের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি টিভিতে মারভিনের লেজ নাড়ানোর ফুটেজ প্রচারিত হয়েছে।

এ বিষয়ে ডন ম্যাককিনলে (২৭) বলেন, মারভিন খুবই ভালো একটি ছেলে (কুকুর)।

আয়োজন সম্পর্কে তার স্ত্রী ডেইজি ম্যাককিনলে (২৭) বলেন, বৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও এটা বেশ উঁচু মানের ছিল। আমরা ভিজে গিয়েছিলাম। যতবার বাইরে গিয়েছি, ততবারই বৃষ্টি ঝরেছে। এরপরও এটা দশে দশ ছিল।

হ্যাম্পশায়ারের ফারহ্যাম থেকে এসেছিলেন ড্যানিয়েল ও ড্যানিয়েলে মাসন। তাদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হতে রাত সাড়ে নয়টা বেজে যায়।

ড্যানিয়েলে (৩৫) বলেন, রাস্তায় বেরিয়ে হেঁটে আসার সময় লোকজন আমাদের অভিনন্দন জানান, প্রশংসা করেন। এমনকি একজন পিৎজা শেফ হাততালি দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

৪৪ বছরের ড্যানিয়েল বলেন, আমি প্রতিটা সেকেন্ড উপভোগ করেছি। আমাদের বিয়েটা একটু ভিন্ন ছিল, এটা আমার বেশ ভালো লেগেছে।

তিনি আরও বলেন, টাউন হলের আয়োজনে আমি মুগ্ধ। তা ছাড়া মজার এই সময়টা বিবিসিতে সম্প্রচার করা হয়েছে। এটা দিনটাকে উপভোগ্য করে তুলেছে।

ও মেরিলিবোন টাউন হলে মঙ্গলবার বিয়ে করেছেন ফিলিপ্পা ইভানস গ্রিন্ডরড ও হ্যারি গ্রিন্ডরড। তারা অনুষ্ঠানস্থলের পেছনের বড় সড়কে ছবি তোলেন। এরপর টিউবে চেপে ছুটে যান সেন্ট প্যানক্রাস আন্তর্জাতিক স্টেশনে। তাদের গন্তব্য বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে, 'মিনি' হানিমুনে।

নববিবাহিত দম্পতির এ যাত্রা স্মরণীয় করে রাখতে ট্রেনের ব্যবস্থাপক তাদের টিকিট প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত করে দেন।

হ্যারি বলেন, পেট ভরা থাকা সত্ত্বেও আমাদের তিন কোর্সের খাবার খেতে ও অবিরাম শ্যাম্পেইন পান করতে দেওয়া হয়েছিল।

'কুচক্রিমহল সিলেটবাসীর সাথে তামাশা

বক্তব্য রাখেন সদস্য সচিব মোহাম্মদ আব্দুর রব ,যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ মো: মফিজুর রহমান, কাউন্সিলার ফারুক চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহবাব হোসেন চৌধুরী, শাহ মুনিম, জামান আহমদ সিদ্দিকী, মাহবুবুর রহমান কোরেশী, খন্দকার সাইদুজ্জামান সুমন। উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, আজম আলী, শাহ সেরওয়ান কামালী, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ, শেখ ফারুক আহমদ, আনোয়ার জাকারিয়া খান প্রমুখ ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ২০০২ সালে ওসমানী বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষনা করা হয়। যুক্তরাজ্য প্রবাসী সিলেটবাসীর দীর্ঘ আন্দোলনের পর লন্ডন-সিলেট রুটে ডাইরেক্ট ফ্লাইট চালু করা হয়। অনেকবার ডাইরেক্ট ফ্লাইট বন্ধ হয়েছে। আবার আন্দোলন করার পর চালু হয়েছে। যার ফলে সিলেট প্রবাসীরা সরাসরি বাংলাদেশে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। বাংলাদেশও আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছে।

ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নামে আন্তর্জাতিক হলেও কাজে এখনো আন্তর্জাতিক হয়নি উল্লেখ করে বলা হয়, একমাত্র বিমান ছাড়া অন্য কোনো এয়ারলাইন্সকে ওসমানীতে নামতে দেওয়া হচ্ছে না। অথচ চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রতি সপ্তাহে বিমান ছাড়াও ৭টি বিদেশী এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট উঠানামা করছে। বাংলাদেশ সরকার ও সিভিল এভিয়েশন অথরিটি সিলেটবাসীর সাথে ইচ্ছাকৃতভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। বাংলাদেশ বিমানের শতকরা ৯৫ ভাগ যাত্রী সিলেট অঞ্চলের। বিমানের বেশীরভাগ যাত্রী সিলেটী হওয়ায় সিলেটীদের জিম্মী করে বিমানের রিটার্ন ভাড়া সিলেট পর্যন্ত কখনো ১৫০০ কখনো ১২০০, কখনো ১৮০০ পাউণ্ড পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অথচ সমান ফ্লাইটে ঢাকার যাত্রীদের জন্য ৮০০ পাউণ্ড ভাড়া নেওয়া হয়। এটা প্রবাসী সিলেটবাসীর প্রতি আরেক বৈষম্য। যার ফলে যুক্তরাজ্য প্রবাসী সিলেটীরা ছেলে মেয়েসহ পরিবারের সবাইকে নিয়ে এক সাথে দেশে যেতে পারেন না।

এতে আরো বলা হয়, ওসমানী বিমান বন্দরে নতুন টার্মিনাল নির্মাণের কাজ তিন বছর মেয়াদে শুরু হয়েছিল ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে। বিগত চার বছরে কাজ হয়েছে মাত্র শতকরা ২২ ভাগ। অথচ ঢাকার শাহজালাল বিমান বন্দরের কাজ ২০২০ সালের জানুয়ারী মাসে তিন বছর মেয়াদে শুরু হয়ে তা শেষ করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। এটাও সিলেটবাসীর প্রতি আরেকটি বৈষম্যমূলক আচরণ। ওসমানী বিমান বন্দরে প্রবাসী বিমান যাত্রীদের হয়রানী এখনো কমেনি। আন্তর্জাতিক মানের কোনো সেবা নেই। বিমানের চেক ইন কাউন্টারে প্রতিনিয়ত যাত্রীরা হয়রানীর শিকার হন।

এক শ্রেণীর সিলেট বিদ্বেষী কুচক্রিমহল সিন্ডিকেট তৈরি করে সিলেটবাসীর সাথে তামাশা করছে উল্লেখ করে বলা হয়, অতীতের সব সরকার সিলেটবাসীর উপরোক্ত সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের নতুন প্রজন্মের সন্তানরা বাংলাদেশে না গিয়ে তুরস্ক, মরক্কো, মিশর ও ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে হলিডেতে যাচ্ছে। ফলে আমাদের সন্তানরা দেশমুখী হচ্ছেনা এবং বাংলাদেশ বিরাট অংকের আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বৃটেনের বিভিন্ন সংগঠন এসব সমস্যার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের কাছে দাবী জানিয়ে আসছেন। কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না। তাই যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কমিউনিটি সংগঠণের নেতৃবৃন্দের একটি জরুরী বৈঠকে সম্প্রতি ' ক্যাম্পেইন কমিটি ইউকে ফর ফুলি ফানকশনাল ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট' নামে একটি ক্যাম্পেইন গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। এ সংগঠনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে নিম্নবর্ণিত দাবী পেশ করা হয়।

তাদের দাবিগুলো হচ্ছে, ওসমানী বিমান বন্দরকে আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তর করতে হবে। বাংলাদেশের জাতীয় এয়ার লাইন বিমান বাংলাদেশের পাশাপাশি বৃটিশ, তুরস্ক ,কাতার ,আমিরাত, দুবাই, ওমান ,সৌদিআরব সহ অন্যান্য দেশের ফ্লাইট চালু করতে হবে। ওসমানী বিমান বন্দরের নতুন টার্মিনালের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। বাংলাদেশ বিমানের ভাড়া হ্রাস করতে হবে এবং ঢাকা ও সিলেটের মধ্যে বিমানের ভাড়ার পার্থক্য দূর করতে হবে। ওসমানী ও শাহজালাল বিমান বন্দরে কাষ্টমস ও ইমিগ্রেশন সেকশনে প্রবাসী যাত্রীদের অহেতুক হয়রানী বন্ধ করতে হবে।

এতে বলা হয়, দাবীগুলো বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে, লন্ডন, ঢাকা ও সিলেটে সংবাদ সম্মেলন। বাংলাদেশ হাই কমিশনের মাধ্যমে স্মারকলিপি পেশ। সিলেট ও লন্ডনে মানববন্ধন। বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে ডেলিগেশন প্রেরণ। বৃটেনের প্রতিটি শহরে সমাবেশ। বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠনের সাথে জনসংযোগ। সমমনা আন্দোলনরত সংগঠণের নেতৃবৃন্দ নিয়ে বৃহত্তর মোর্চা গঠন।

দাবী বাস্তবায়ন না হলে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে উল্লেখ করে বলা হয়, ইতিমধ্যে আগামী ১ নভেম্বর শুক্রবার সিলেট কোর্ট পয়েন্টে মানববন্ধনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছি। যতদিন পর্যন্ত আমাদের দাবি বাস্তবায়ন না হবে ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। ন্যায়সঙ্গত এসব দাবি না মানলে বিভিন্ন বয়কট কর্মসূচী ঘোষণা করতে বাধ্য হবে। এই আন্দোলনে দলমত সকলের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করা হয়।

৮ জাতীয় দিবস বাতিল

দেশ ডেস্ক, ১৮ অক্টোবর ২০২৪: ৭ মার্চ, ১৫ আগস্ট সহ আটটি জাতীয় দিবস বাতিল করে আদেশ জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এ সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে প্রতিপালনে প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিব/সিনিয়র সচিব, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক (ডিসি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)-এর কাছে অফিস আদেশ পাঠানো হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের এসব দিবস উদযাপন/পালন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে গত বুধবার (১৬ অক্টোবর) এ আদেশ জারি করা হয়।

বাতিল হওয়া আটটি দিবসের মধ্যে পাঁচটিই সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিবারকেন্দ্রিক। দিবসগুলো ছিল- ৭ মার্চ, ১৭ মার্চ জাতির পিতার জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, ৫ আগস্ট শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী, ৮ আগস্ট বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস, ৪ নভেম্বর জাতীয় সংবিধান দিবস এবং ১২ ডিসেম্বর স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস। এর মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস খ-শ্রেণিভুক্ত, বাকি দিবসগুলো ছিল ক-শ্রেণিভুক্ত।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের বিষয়ে বলা হয়েছে, উচ্চ আদালতের চূড়ান্ত আদেশ সাপেক্ষে দিনটি উদযাপন/পালন না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এর আগে গত ৭ অক্টোবর তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। জানা গেছে, সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে উপদেষ্টা পরিষদ এসব জাতীয় দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত প্রেস ক্লাবের ফুটবল টুর্নামেন্ট

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে ছুটে আসেন প্রেস ক্লাবের সদস্যরা । সাংবাদিকদের মিলন মেলায় পরিনত হয় ফুটবল টুর্নামেন্ট।

বিকেলে খেলা শেষে পুরস্কার বিতরনী আনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন লন্ডন-বাংলা প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ। এতে বক্তব্য রাখেন ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জুবায়ের, ইভেন্ট এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেক্রেটারি রুপি আমিন, প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মহিব চৌধুরী, সাবেক প্রেসিডেন্ট এমদাদুল হক চৌধুরী, প্রধান স্পনসর ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউডের সিইও ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান, পাঁচ ভাই রেস্টুরেন্টের স্বত্তাধিকারী তোফাজ্জুল আলম, টুর্নামেন্ট ব্যবস্থাপনা টিমের লীডার লন্ডন স্পোর্টিফ-এর ট্রেজারার আতিকুর রহমান, চ্যাম্পিয়ন টিম ওয়ানবাংলা ফ্রেণ্ডস ইউনাইটেড এর লীডার আহাদ চৌধুরী বাবু ও রানার্স আপ চ্যানেল এস টিমের লীডার কামরুল হাসান। প্রেস ক্লাবের মিডিয়া কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলো লন্ডন স্পোর্টিফ ।

সকালে প্রেস ক্লাবের ইভেন্টস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেক্রেটারি রুপি আমিনের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী পর্বে খেলার নিয়ম-নীতি জানিয়ে দেয় টুর্নামেন্টের ব্যবস্থাপনা টিম লন্ডন স্পোটিফ।

এবারের টুর্নামেন্টে যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন মিডিয়া হাউস থেকে মোট ৮টি টিম অংশ গ্রহণ করে। টিম গুলো হলো : বিঅনটিভি ইউকে, বাংলা পোস্ট, চ্যানেল এস, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ওয়ান বাংলা ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড, এসপি ইউনাইটেড, ইউকে বাংলা ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ও সাপ্তাহিক দেশ । খেলায় ২-০ গোলে বিজয়ী হয় ওয়ান বাংলা ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড এবং রানার্স আপ হয় চ্যানেল এস।

বিচারকমন্ডলীর নির্বাচনে টুর্নামেন্টে চূড়ান্ত পর্বের খেলায় সেরা খেলোয়াড়ে ভুষিত হয়েছেন এনটিভি ইউরোপের সিনিয়র রিপোর্টার কয়েস আহমদ রুহেল, পুরো খেলায় সেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন টিভিওয়ানের সিনিয়র রিপোর্টার জাকির হোসাইন কয়েস, সেরা গোলদাতা নির্বাচিত হয়েছেন এনটিভির সিনিয়র রিপোর্টার কয়েস আহমদ রুহেল এবং সেরা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন চ্যানেল এস-এর ভিডিও এডিটর ওয়ালিদ বিন খালিদ সাগর।

এবারের মিডিয়া কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনে উপকমিটিতে ছিলেন ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তারেক চৌধুরী, ট্রেজারার সালেহ আহমেদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার ইব্রাহিম খলিল, ট্রেনিং সেক্রেটারি আকরামুল হোসাইন, আইটি সেক্রেটারি মোঃ আব্দুল হান্নান, নির্বাহী সদস্য শাহিদুর রহমান সুহেল, জাকির হোসেন কয়েস ও ফয়সল মাহমুদ।

টুর্ণামেন্টের মূল স্পন্সর ছিলো ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউড (ডাব্লিউপিসি), শেফ অনলাইন ও পাঁচ ভাই রেস্টুরেন্ট। এছাড়া টিমগুলোর স্পন্সর ছিলো- ইউকেবাংলা মার্কেট প্লেস, রুপালি এক্সপ্রেস, এক্সেল টিউটর্স, কিংডম সলিসিটর্স, রিয়া মানি ট্রান্সফার, লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি, ফিস্ট এন্ড মিস্টি রেস্টুরেন্টে, বাংলা কাগজ, ফিস্ট এক্সপ্রেস রেস্টুরেন্ট ও ভিনটেইজ এক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট ।

হুন্ডিতে বিপুল ডলার নিয়ে

দেশ ডেস্ক, ১৮ অক্টোবর ২০২৪: বাজারে পণ্যের সরবরাহ বাড়লে দাম কমে। কিন্তু বাংলাদেশের বাজারে ডলারের সরবরাহ বাড়লেও সেই হারে দাম কমেনি। অন্যদিকে প্রত্যাশিত বিনিয়োগ কমায় ব্যাপক হারে শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি কমেছে। অথচ এখানেই ডলারের প্রয়োনীয়তা সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে দেশে প্রতি মাসে দুই বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স আসছে। এর পরও ১২০ টাকার নিচে ডলার পাওয়া যাচ্ছে না।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এই অতিরিক্ত ডলার হুন্ডির মাধ্যমে আবারও বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। সরকার পতনের পর থেকে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা যতটা সম্ভব ডলার সঙ্গে নিয়ে বর্ডার পার হয়ে অন্য দেশে চলে গেছেন, অনেকে যাওয়ার চেষ্টায় আছেন। আবার যাঁরা পালিয়ে বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন, তাঁরা হুন্ডির মাধ্যমে দেশ থেকে ডলার নিচ্ছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, বর্তমানে প্রতি মাসে আমদানির জন্য ব্যয় হচ্ছে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ডলার। সেখানে রপ্তানি আয় তিন বিলিয়ন ডলার। বাকি দুই বিলিয়ন ডলারের চাহিদা পূরণ করছে রেমিট্যান্স।

কোনো কোনো মাসে আড়াই বিলিয়ন ডলারও আসছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ডলারের দাম কেন ১২০ টাকার নিচে নামছে না? সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, ব্যাংকে বর্তমানে এলসির চাহিদা কম, কমেছে বিদেশে ভ্রমণ, চিকিৎসা নিতে যাওয়া মানুষের সংখ্যাও কমেছে। আবার আগামী জানুয়ারি মাসের আগে পড়ালেখাকেন্দ্রিক বিদেশে ডলার পেমেন্টের চাপও তৈরি হবে না। এ আবস্থায় রেমিট্যান্সের মাধ্যমে যে ডলার দেশে আসছে তা আবার হুন্ডি হয়ে বিদেশে পাচার হচ্ছে। দেশের সম্পদ রক্ষা করতে এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

আওয়ামী লীগের অর্ধশত মন্ত্রী-এমপি বিপুল অর্থ-সম্পদ বিদেশে পাচার করেছেন। গত ১৫ বছরে ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে যে অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়েছেন তাঁরা, এর বেশির ভাগই বিদেশে পাচার করেছেন। এই তথ্য বের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের প্রাথমিক অনুসন্ধান, আমলে নেওয়া অভিযোগ এবং কমিশনের গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যানশিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) তথ্যানুসারে, গত ১৫ বছরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে দেশ থেকে অন্তত ১৪ হাজার ৯২০ কোটি বা ১৪৯.২০ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় পাচার করা টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকা (প্রতি ডলারে ১১৮ টাকা ধরে)। এ হিসাবে গড়ে প্রতিবছর পাচার হয়েছে অন্তত এক লাখ ১৭ হাজার কোটি টাকা।

এ বিষয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'টাকা পাচারের অন্যতম কারণ হলো রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা। আবার রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে পাচার করা সম্পদ দেশে ফিরিয়ে আনা এত দিন সম্ভব হয়নি। এর সঙ্গে দুদকসহ অন্য সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতাও দায়ী। তবে পাচারের টাকা ফেরানোর এখনই উপযুক্ত সময়।'

এদিকে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর যুক্তরাজ্যে ৭২টি সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব সম্পদের বেশির ভাগ তিনি গড়েছেন হুন্ডি পাচারের মাধ্যমে। বিষয়টি তদন্তের জন্য ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির (এনসিএ) কাছে চিঠি লিখেছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপি আফসানা বেগম। পূর্ব লন্ডনের বাংলাদেশি অধ্যুষিত টাওয়ার হ্যামলেটসের পপলার অ্যান্ড লাইম হাউস আসন থেকে নির্বাচিত আফসানা বেগম জানান, শুধু যুক্তরাজ্য নয়, সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিভিন্ন দেশে যেমনচ্চযুক্তরাষ্ট্র, দুবাই, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায়ও অনেক সম্পদ রয়েছে।

চাকরির আবেদনের উত্তর এলো

দেশ ডেস্ক, ১৮ অক্টোবর ২০২৪: যুক্তরাজ্যের লিঙ্কনশায়ারের গেডনি হিলের বাসিন্দা টিজি হাডসন। তিনি ১৯৭৬ সালের জানুয়ারিতে মোটরসাইকেল স্টান্ট রাইডারের চাকরির জন্য আবেদন করেছিলেন। ৪৮ বছর পর সম্প্রতি সেই আবেদনের উত্তর এলো। কয়েক দশক পর তিনি এই চিঠির উত্তর পেয়ে অবাক হয়েছিলেন। টিজি হাডসনের বয়স এখন ৭০ বছর। তিনি জানান, এতগুলো বছর পর চিঠিটি ফিরে পাওয়া তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। দীর্ঘ দিন পরে এই চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন তিনি। অবশেষে টিজি জানালেন, কেন এই চাকরির আবেদনের যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হননি।

বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে টিজি হাডসন বলেছেন, তিনি সবসময় ভাবতেন কেন তিনি তার চাকরির আবেদনের উত্তর পেলেন না। এই কাজের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করার সময়, তিনি জানতেন না যে পোস্ট অফিসে এই চিঠিটি ছিল। এটি একটি ড্রয়ারের পেছনে লুকিয়ে ছিল। এত বছর পর পোস্ট অফিসের লোকজন হঠাৎ এই চিঠিটি খুঁজে পান।

টিজি বলেন, সেই কাজটি না পেলেও হাডসন একজন হ্যান্ডলার, অ্যারোবেটিক পাইলট প্রশিক্ষক হিসেবে বিশ্ব ভ্রমণ করে একটি দুঃসাহসিক কর্মজীবন শুরু করেছিলেন; যা উপভোগ করেছেন তিনি।

তিনি জানান, তিনি একটি হাতে লেখা নোটসহ এই চিঠিটি পেয়েছেন। এতে বলা হয়েছে- এটি স্টেইনস পোস্ট অফিস থেকে একটি লেট ডেলিভারি, যা একটি ড্রয়ারের পেছনে পাওয়া গিয়েছে।

সাগরে ৬৭ দিন ভেসে থাকার পর জীবিত উদ্ধার

দেশ ডেস্ক, ১৮ অক্টোবর ২০২৪: রাশিয়ার ওখটস্ক সাগরে নিখোঁজ হওয়া এক ব্যক্তিকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। এর আগে দুই মাসের বেশি বায়ুভর্তি একটি ছোট নৌকায় ভেসে ছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিল তাঁর ভাই ও ভাতিজার মরদেহ। রাশিয়ার সংবাদ সংস্থা রিয়া নভোস্তির এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

রুশ কর্মকর্তারা বলেন, ওই ব্যক্তির নাম মিখাইল পিচুগিন (৪৬)। মৎস্যজীবীরা তাঁকে উদ্ধার করেছেন। যে নৌকা থেকে মিখাইলকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে, একই নৌকায় তাঁর ৪৯ বছর বয়সী ভাই সার্গেই ও ১৫ বছর বয়সী ভাতিজা ইলায়ার মরদেহ পাওয়া গেছে।

মিখাইল তাঁর ভাই ও ভাতিজাকে নিয়ে গত আগস্টের শুরুতে সাগরে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তাঁরা যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেখান থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে নৌকাটি উদ্ধার করা হয়।

মিখাইলের স্ত্রী বলেন, ওই তিনজন সাগরে তিমি দেখতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে নিয়েছিলেন দুই সপ্তাহের খাবার। রিয়া নভোস্তিকে তিনি বলেন, শারীরিক ওজন বেশি হওয়ায় অনেক দিন যথেষ্ট না খেয়েও বেঁচে গেছেন মিখাইল। সাগরে ভ্রমণের জন্য যখন বেরিয়েছিলেন, তখন তাঁর ওজন ছিল ১০০ কেজি। ৬৭ দিন পর যখন তাঁকে উদ্ধার করা হয়, তখন ওজন অর্ধেকে নেমে গিয়েছিল তাঁর।

মিখাইল তাঁর ভাই ও ভাতিজাকে নিয়ে গত আগস্টের শুরুতে সাগরে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তাঁরা যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেখান থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে নৌকাটি উদ্ধার করা হয়।

মিখাইলের স্ত্রী আরও বলেন, 'আমরা এখনো বেশি কিছু জানি না। শুধু জানি, সে বেঁচে আছে...এটি অলৌকিক।' মিখাইলের মেয়েরও ওই ভ্রমণে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরে তিনি না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

রিয়া নভোস্তির প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই তিনজন নিখোঁজ হওয়ার পর একটি হেলিকপ্টার তাঁদের খুঁজতে বের হয়। কিন্তু কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। গত সোমবার মাছ ধরার একটি নৌকা কামচাটকা উপদ্বীপের উপকূল থেকে দূরে মিখাইলদের নৌকাটি

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS

Legal Aid (Family, Housing & Crime)

Our contact: 07576 299951

Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

লন্ডনে ওসমানী বিমানবন্দর নিয়ে সংবাদ সম্মেলন

‘কুচক্রিমহল সিলেটবাসীর সাথে তামাশা করছে’

দাবি না মানলে বিভিন্ন বয়কট কর্মসূচি ঘোষণার হুশিয়ারী

দেশ ডেস্ক, ১৮ অক্টোবর ২০২৪: ওসমানী বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিকীকরণসহ বিভিন্ন দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে ক্যাম্পেইন কমিটি ইউকে ফর ফুললি ফান্কশনাল ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। গত ১৪ অক্টোবর সোমবার লন্ডন-বাংলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। এসময় দীর্ঘদিন ধরে তাদের দাবিগুলো বাস্তবায়ন না হওয়ায় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, একটি ‘কুচক্রিমহল সিলেটবাসীর সাথে তামাশা করছে’। পাশাপাশি দাবিগুলো বাস্তবায়নে গৃহিত বিভিন্ন কর্মসূচী কথাও জানানো হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের আহ্বায়ক কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন সংগঠনের অর্থ সচিব সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন। এসময় ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত প্রেস ক্লাবের ফুটবল টুর্নামেন্ট

ওয়ান বাংলা চ্যাম্পিয়ন, চ্যানেল এস রানার্স আপ

লন্ডন, ১৮ অক্টোবর ২০২৪ : ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে বিলেতে বাংলা মিডিয়ার প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন লন্ডন-বাংলা প্রেস ক্লাবের মিডিয়া কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৪ সম্পন্ন হয়েছে। ১৩ অক্টোবর রোববার সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত পূর্ব লন্ডনের স্টেপনি গ্রীন ফুটবল মাঠে এ টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। মিডিয়া কাপ টুর্নামেন্টে অংশ গ্রহন করতে ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

নিউহ্যামে রইস উদ্দিন হত্যাকাণ্ড

ড্যানিয়েলের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ গঠন

-- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

ইস্ট লন্ডন মসজিদের ১১তম আয়োজন

11TH YEAR

£10PP REG FEE

মুসলিম চ্যারিটি রান

RUN FOR CHARITY FITNESS AND FUN

সপরিবারে অংশগ্রহণ করুন আনন্দে মেতে উঠুন

১২ বছর পর্যন্ত মেয়েরা অংশগ্রহণ করতে পারবে

৫কি.মি. রান

EAST LONDON MOSQUE & LONDON MUSLIM CENTRE

MUSLIM CHARITY RUN

আপনার পছন্দের চ্যারিটিতে আজই নাম রেজিস্টার করুন

muslimcharityrun.org.uk

এক্টিভিটিজ

মেডেলস এন্ড টিপ টাইমিং

ড্রিঙ্ক

হেলথ স্নল

রোববার, ২০ অক্টোবর ২০২৪, সকাল ৯.৩০ মিনিট

ভিক্টোরিয়া পার্ক, পূর্ব লন্ডন

T: 020 7650 3008 M: 07904 892 101 E: info@muslimcharityrun.co.uk

FAMILIES ARE WELCOME TO ATTEND

FUNDRAISING PARTNER: LaunchGood

Editor: Taysir Mahmud

Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP

Telephone:
0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876

Email:
info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk